প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা নিরুপণ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৯

IPE GLOBAL
Expanding Horizons. Enriching Lives.

PPRC

UKaid

UNDP

লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট অফ আরবান পুয়োর কমিউনিটি (এল.আই.ইউ.পি.সি) প্রজেক্ট
ন্যাশনাল আরবান পোভার্টি রিডাকশন প্রোগ্রাম (এন.ইউ.পি.আর.পি)

রিপোর্ট প্রণয়নে

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের এই রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে IPE Global Ltd, India এবং Power and Participation Research Centre (PPRC), Bangladesh এর পরামর্শক দল।

দলের সদস্যরা

- ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান, লিড টেকনিক্যাল এডভাইজার
- মিস শ্রীপর্ণা সান্যাল আয়ার, ডেপুটি টেকনিক্যাল এডভাইজার এন্ড প্রজেক্ট ম্যানেজার
- জনাব এ. এম. এম. নাসির উদ্দীন, আরবান ইনিষ্টিটিউশনাল এসেসমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার
- জনাব, মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, কেপাসিটি এসেসমেন্ট বিল্ডিং প্রজেক্ট অফিসার
- জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, প্রজেক্ট কো-অডিনেটর (পিপিআরসি)
- জনাব শুভঙ্কর শীল ও শুভাষীস গুপ্ত, ফাইনেনসিয়াল এসেসমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার

UNDP সম্পাদক মণ্ডলী

- জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান পলাশ, আরবান প্ল্যানিং এ্যান্ড গভর্নেন্স, LIUPCP, UNDP

গ্রন্থস্বত্ব

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহিত সকল তথ্য ও উপাত্ত এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কপিরাইট UNDP সংরক্ষণ করে।

নীতি নৈতিকতার অনুবর্তিতাঃ

IPE Global Ltd, India বৈশ্বিক মান ও নীতি যেমন OECD এর "উন্নয়ন মূল্যায়ন মান" DFID এর "গবেষণা ও মূল্যায়নের নৈতিকতার নীতি-(২০১১)" এবং DFID এর "দুর্নীতি ও প্রতারণার প্রতি শূন্য সহনশীলতায় অবস্থান" এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অনুসরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কর্পোরেট মূল্যবোধ ও নৈতিকতা আচরণ বিধিমালা ও নীতিমালা দ্বারা সুরক্ষিত। ঐসব বিধি ও নীতিমালার আওতায় দুর্নীতি ও প্রতারণা দমন, স্বার্থের সংঘাত, ন্যায্যতা, বৈচিত্র ও গুনগতমানের নিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দাবি পরিত্যাগঃ

এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত পরামর্শক দলের মতামত এবং তা কোন অবস্থায় UNDP এর মতামত হিসাবে গণ্য হবে না।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৪
১.১ নগরায়ণ এবং নগর-দারিদ্র্য বৃদ্ধি ৪
১.২ নগর কর্তৃপক্ষ (সিটি গভার্নমেন্ট) এবং নগর-দারিদ্র্য ৪
১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ (আইএফসিএ) ৫
১.৪ পদ্ধতি (মেথডলজি) ও বিশ্লেষণধর্মী অভিগমন ৫
২. নগর সরকার ও নগর দারিদ্র্য হ্রাস ৬
২.১. নগর দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ কি? ৬
২.২ সাফল্যের সাথে নগর দারিদ্র্য মোকাবেলায় নগর কর্তৃপক্ষের সক্ষমতার ঘাটতি নিরূপণঃ ৭
২.৩ সক্ষমতা বৃদ্ধির সোপান/পথ: ৮
৩. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর দারিদ্র্যের চিত্র ১০
৩.১ নগরের বর্ণনা ১০
৩.২ নগর দারিদ্রের প্রেক্ষিত: ১১
৩.৩ নগর দরিদ্র কমিউনিটির নেতৃত্ব ১৩
৩.৪ প্রধান অংশীজন ১৪
৩.৫ দরিদ্রমুখী বাজেটিং ১৫
৩.৬ মূল পর্যবেক্ষণ ১৫
৪.দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা ১৬
৪.১ বিরাজমান আইনি কাঠামোঃ ১৬
৪.২ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাঠামো ১৮
৪.৩. স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও নগর দারিদ্র্যঃ ২১
৪.৪ নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার সক্ষমতা মূল্যায়নের দক্ষতা ২২
৪.৫ সিদ্ধান্ত সংক্ষেপ ও মূল পর্যবেক্ষণ ২৭
৫. দারিদ্র্য মোকাবেলায় আর্থিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ২৯
৫.১ ভূমিকা ২৯
৫.২ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিশ্লেষণ: ৩০
৫.৩ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় বিশ্লেষণঃ ৩৪
৫.৪ আর্থিক কর্মকাণ্ড উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা মূল্যায়নের সক্ষমতাঃ ৩৮
৫.৫ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কতটা শুচিতা সুবিধা ও পানি সরবরাহ সেবা প্রদান করবে? ৪১
৫.৬ সিদ্ধান্তসার ও মূল অভিজ্ঞতা ৪৩
৬। সুপারিশসমূহ ৪৪
৬.১ সুপারিশ # ১ নগর- দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান ৪৪
৬.২ সুপারিশ # ২ নগর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে নীতিমালার কাঠামো প্রণয়নঃ ৪৬
৬.৩ সুপারিশ # ৩ নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিঃ ৪৮
৬.৪ সুপারিশ # ৪ দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করাঃ ৪৮
৬.৫ সুপারিশ # ৫ মৌলিক সেবা এবং অবকাঠামোতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করাঃ ৫০
৬.৬ সুপারিশ # ৬ অংশগ্রহণমূলক দরিদ্রমুখী নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন উৎসাহিত করাঃ ৫১
৬.৭ সুপারিশ # ৭ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে জাতীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ৫২

ফিগারের তালিকা : **পৃষ্ঠা**

ফিগার ১: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ১০

ফিগার ২: দরিদ্র বসতির বিতরণ ২০১৮ ১১

ফিগার ৩: দরিদ্র বসতির ব্যপ্তির % হিসাবে প্রথম ১০টি ওয়ার্ড ১১

ফিগার ৪ : সার্বিক অবকাঠামো সূচক (সকল ওয়ার্ড), ২০১৮ ১২

ফিগার ৫: সার্বিক ভূমি স্বত্ব ও গৃহায়ন সূচক (সকল ওয়ার্ড), ২০১৮ ১২

ফিগার ৬: সার্বিক জীবিকা সূচক (সকল ওয়ার্ড), ২০১৮ ১৩

ফিগার ৭ : নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সিডিসি অবস্থান ১৩

ফিগার ৮ : আইনানুযায়ী দরিদ্র বসতি এলাকায় সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৯

ফিগার ৯: মোট রাজস্বে কর. উপ-কর ও অনুদানের অংশ, ২০১৩ - ২০১৭ ৩০

ফিগার ১০ : মাথাপিছু কর. উপ-কর ও অনুদান, ২০১৩ - ২০১৮ ৩১

ফিগার ১১: মোট কর রাজস্বে বিভিন্ন করের অংশ ২০১৩-২০১৮ ৩২

ফিগার ১২: মোট উপ-কর রাজস্বে বিবিন্ন উৎসের উপ-করের অংশ ২০১৩-২০১৮ ৩৩

ফিগার ১৩: নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সেক্টর ভিত্তিক ব্যয় (মিলিয়ন টাকায়), ২০১৩-২০১৭ ৩৫

ফিগার ১৪ : মোট রাজস্ব ব্যয়ে সেক্টরের অংশ, ২০১৩-২০১৮ (মিলিয়ন টাকায়)। ৩৫

ফিগার ১৫: নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের খাত ওয়ারী ব্যয় ২০১৩-১৭ ৩৬

ফিগার ১৬: মাথাপিছু খাত ওয়ারী ব্যয় ৩৭

ফিগার ১৭ : রাজস্ব আয়ের প্রবণতা, ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর ৩৮

ফিগার ১৮ : মোট ব্যয়ে দরিদ্র বসতির অংশ- প্রকৃত ও অভিক্ষেপণ ৪১

ফিগার ১৯ : বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়) ৪২
অনুমানঃ দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

ফিগার ২০: বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়) ৪২
অনুমানঃ দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার > নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

ফিগার ২১: বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়) ৪৩
অনুমান দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

ফিগার ২২ : বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়) ৪৩
অনুমান দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার > নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

১. ভূমিকা

১.১ নগরায়ণ এবং নগর-দারিদ্র্য বৃদ্ধি

বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী দেশের ২৩ শতাংশ মানুষ নগরে বসবাস করে। ২০০১ হতে ২০১১ মেয়াদে বার্ষিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ নগরে বসবাস করবে (UN DESA-২০১৫)। মূলত: জীবিকার সন্ধানে অথবা প্রাকৃতিক দূর্যোগে বাস্তুচ্যুৎ হয়ে গ্রামীণ মানুষের শহরে অভিগমন এবং জনসংখ্যার সাধারণ প্রবৃদ্ধির সংমিশ্রণের ফলে নগরায়ণ ঘটছে। এই দ্রুত-বর্ধনশীল জনসংখ্যা যথাযথভাবে ধারণ করার জন্য আমাদের নগরাঞ্চলসমূহ প্রস্তুত নয়; নগরের মৌলিক সেবায় অসম প্রবেশ ঘটছে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার বৈষম্যমূলক বিতরণ হচ্ছে। পরিণামে দরিদ্র বসতি অঞ্চল ও নগর-দারিদ্র্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরে জনসংখ্যার হার শুধুমাত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে- তা নয়, বরং শহরে দরিদ্র ও হত-দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ হতে ২০১৬ সালের মধ্যে হত-দরিদ্রের সংখ্যা ১১.৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.১ শতাংশ হয়েছে (HIES ২০০০, ২০১৬)। এ সকল বিষয়ের সমন্বিত প্রভাবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে বেড়েছে, যা নগর অঞ্চলের প্রায় দ্বিগুন (WB ২০১৯)। শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে নয়, বরং দেশের অন্যান্য মহানগরী, এমনকি পৌর এলাকার জন্যও দরিদ্র বসতির জনসংখ্যার এ দ্রুত প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১.২ নগর কর্তৃপক্ষ (সিটি গভার্নমেন্ট) এবং নগর-দারিদ্র্য

বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে যাওয়ার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং সে কারণে এসডিজি-১১ অর্থাৎ নগরসমূহের অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, সহিষ্ণু ও টেকসই উন্নয়ন- এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ফলে শহরে দারিদ্র্য মোকাবেলার নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সরকার আইন, ২০০৯ প্রকৃতপক্ষে নগর কর্তৃপক্ষ (সিটি গভার্নমেন্ট)- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের আইনগত ক্ষমতা প্রদান করেছে, যা নগর কর্তৃপক্ষকে দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুযোগ করে দিয়েছে।

নগর-দারিদ্র্য প্রসঙ্গে নগর স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার ন্যূনতম পাঁচটি বিষয়:

- **নগরের ভূমি:** বাংলাদেশে ভূমি একটি দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এবং নগর কর্তৃপক্ষ (সিটি গভার্নমেন্ট) শহরাঞ্চলে সামান্য ভূমিই ভোগ করে থাকে। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়াদির এখতিয়ার নগর বা পৌর কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং স্থানীয় আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার, গৃহায়ন ও অবকাঠামোগত প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এই সব কর্মকাণ্ড ভূমি ব্যবহার ও তার মূল্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে।
- **ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোতে প্রবেশাধিকার:** নগর এলাকায় মৌলিক সেবা প্রদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব নগর কর্তৃপক্ষের । নগরের দরিদ্রদের সেবার প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখে নগর কর্তৃপক্ষকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়।
- **অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি ও প্রবিধানসমূহ:** আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নগর অর্থনীতির সুবিধা সৃষ্টি ও তা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নগর কর্তৃপক্ষ (সিটি গভার্নমেন্ট) প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। নগর দরিদ্রদের জীবিকার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এ ধরণের নীতিমালা নগর দারিদ্র্যকে উল্লেখযোগ্যরূপে প্রভাবিত করতে পারে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ :** স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজন, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে পারে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র কমিউনিটির নিকট স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি কাঙ্ক্ষিত অভিযাত্রায় ধাবিত হতে পারে।
- **ঝুঁকির বিপদাপন্নতা (ভালনারেবিলিটি টু রিস্ক) :** দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ ও দুর্যোগে পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত। তারা কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের চেষ্টা করে। যে কোন দুর্যোগ যেমন, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দুর্যোগে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন হয়ে থাকে।

নগর-দারিদ্র্যের উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয়কে কার্যকর রূপে মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ আর্থিক এবং কারিগরি সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া কার্যকর ও ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ না হওয়ার কারণে স্থানীয় সরকারসমূহ আর্থিক সীমাবদ্ধতাসহ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্বীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারের অধিক্রমণ (ওভারল্যাপ) এর বিষয়টি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই সব সীমাবদ্ধতা স্থানীয় সরকারের নগর-দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ

মোকাবেলার অন্তরায় এবং প্রকৃত অর্থে সাম্যের ভিত্তিতে নগর উন্নয়নের অন্তরায়। যাই হোক, নগর উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যের মাঝে বিরাজমান সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এসডিজি-১১ ও অন্যান্য এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের অঙ্গিকারের প্রেক্ষিতে দরিদ্রমুখী নগর উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১.৩ প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ (আইএফসিএ)

দারিদ্র্য-অনুকূল সেবা-প্রদানে নারায়নগঞ্জ স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে আইএফসিএ নামক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। আইএফসিএ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে নগর-দারিদ্র্য উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী হতে একটি কৌশলপত্র প্রণয়নে সাহায্য করবে, যা অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের সহায়ক হবে।

এই আইএফসিএ এর মূল লক্ষ্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন। আইএফসিএ নিম্নোক্ত ছয়টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত: প্রথম অনুচ্ছেদে অংশগ্রহণমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নগর-দারিদ্র্যের বিপদাপন্নতার ঝুঁকি হ্রাস ও দরিদ্রমুখী নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে; 'নগর সরকার ও নগর-দারিদ্র্য হ্রাস' শীর্ষক দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নগর-দারিদ্র্য হ্রাসকরণ সংশ্লিষ্ট সাতটি মৌলিক বিষয়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর দারিদ্র্যের চিত্র' শিরোনামে সেবা প্রাপ্তিতে দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার, নগরীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব , নগর-দারিদ্র্য ও অন্যতম অংশীজনের নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ন্যায়ানুগ সমাধানের লক্ষ্যে নগর সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে "দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা" শিরোনামের অধীনে দক্ষতা-বিশ্লেষণ, প্রবিধানমালা, দায়-দায়িত্ব, পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনবল পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। 'দারিদ্র্য মোকাবেলায় আর্থিক সক্ষমতার মূল্যায়ন' শীর্ষক পঞ্চম অনুচ্ছেদে দারিদ্র্য মোকাবেলায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা, তহবিলের প্রাপ্যতা, দক্ষতার ও বিনিয়োগের প্রয়োজন নিরূপণ সম্পর্কে অলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে অধিকতর কার্যকর উপায়ে নগর-দারিদ্র্য মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একগুচ্ছ সুপারিশ, নীতিমালা ও কৌশল বর্ণিত হয়েছে।

১.৪ পদ্ধতি (মেথডলজি) ও বিশ্লেষণধর্মী অভিগমন

বর্তমান গবেষণাধর্মী কাজটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে গুণগত মান বজায় রেখে সম্পাদন করা হয়েছে । একাধিক অভ্যন্তরীণ আলোচনার মাধ্যমে মানসম্পন্ন উপকরণ (টুলস) প্রস্তুত করে গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাজটি নিম্নোক্ত পাঁচটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়েছে:

- উপকরণ (টুলস) প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ, গবেষণা বাস্তবায়ন কৌশল ও অংশীজন নির্বাচন;
- মাঠ পর্যায়ে গবেষকদল নিয়োগ এবং নিম্নোক্ত দায়িত্ব অর্পণ: (অ) নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, (আ) উপকরণ (টুলস) অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সমাপ্তি, (ই) অংশীজনের সাথে মহানগরী পর্যায়ে মতবিনিময়ের আয়োজন;
- নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে কোর টিম কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন: (অ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সিটি কর্পোরেশনের চাকরিজীবীগণের সাক্ষাতকার (KIIs) নিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ (আ) নগর-দারিদ্রের বাস্তবতা ও নগর-কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে স্পট ভিজিট (ই) বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন, যেমন- দরিদ্র কমিউনিটি (উদাহরণ স্বরূপ: কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি- CDCs), কাউন্সিলরবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, নগরীর বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি ইত্যাদি'র সাথে মহানগরী পর্যায়ে মতবিনিময়ের আয়োজন;
- তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত পরিজ্ঞান (ইনসাইট) অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা, প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং সুপারিশমালা চূড়ান্তকরণ।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নে ত্রিমাত্রিক বিশ্লেষণধর্মী কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে (১) দাপ্তরিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন (২) ত্রিমাত্রিক অংশীজন যেমন- নগর-দরিদ্র, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মচারী সমন্বয়ে মতবিনিময় (৩) মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার নিরিখে রাজনৈতিক অর্থনীতির অবস্থা, বিশেষত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবের অবস্থান, কেন্দ্র-স্থানীয় সম্পর্ক এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ অন্যতম।

২. নগর সরকার ও নগর দারিদ্র্য হ্রাস

২.১. নগর দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ কি?

নগর দারিদ্র্য এবং এর বিপদাপন্নতা পারস্পারিক সম্পর্ক যুক্ত একাধিক বিষয়ের মিথষ্ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে: দরিদ্র কমিউনিটির জীবনধারণ ও ভোগের জন্য নগদ অর্থের (Cash Economy) উপর নির্ভরশীলতা, মানব পুঁজি গঠনের সীমিত সুযোগ, ঘনবসতি, অবস্থান ও বিভিন্ন প্রকার দুষক (দূষনীয় বর্জ্য) এর কারণে বিপন্ন পরিবেশ, সামাজিক বিভাজন, প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তাহীনতা। এই সব বিষয়ের ভিত্তিতে নগর দারিদ্র্যকে ছয়টি বিশেষ দিক থেকে দেখা যায়: জীবিকা, ব্যায়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন।

জীবিকা: (Livelihoods)

দরিদ্র কমিউনিটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির উপর অত্যাধিক নির্ভরশীল, সে কারণে তারা কর্মসংস্থানের উচ্চ নিরাপত্তাহীনতার শিকার এবং নগদ অর্থনীতি'র (cash economy) উপর সংবেদনশীল। দরিদ্রদের চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত, ঘর ভাড়া ও উন্নত মৌলিক সেবা বাবদ ব্যয় সংকুলান তাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে, কর্মস্থল হতে দূরে বাসা নিতে হয়। বাস্তব ও মূলধন সম্পদ গঠন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছায় না, পরিণামে মানব সম্পদ/পুঁজি ও সামাজিক পুঁজি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

ব্যয়:

স্বল্প আয় ও কর্মহীনতার ঝুঁকির কারণে দরিদ্র কমিউনিটি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে, দরিদ্ররা মুদ্রাস্ফীতির কারণে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিরাপদ খাদ্যের ব্যয় নির্বাহ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তারা অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। তারা চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়।

স্বাস্থ্য:

স্বল্প আয় ও কর্মের নিরাপত্তার অভাবে দরিদ্র কমিউনিটি জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর দরিদ্র বসতিতে বসবাস করে। সাধারণত এইসব দরিদ্র বসতি প্রান্তিক ভূমিতে গড়ে ওঠে। এগুলিতে দূষণ ও অসুখবিসুখের প্রাদুর্ভাব বেশি। এরূপ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের কারণে ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, ফলে চাকরি পাওয়ার বা চাকরিতে টিকে থাকার সম্ভাবনা কমতে থাকে, কর্তব্যে অবহেলা ঘটে, লিঙ্গ বৈষম্য বাড়তে থাকে।

শিক্ষা:

দরিদ্র কমিউনিটি শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে সক্ষম নয় সে কারণে তাদের সন্তানরা সরকারি স্কুলে লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার দুটি কারণে অনেক বেশি। প্রথমত ব্যয় নির্বাহের ব্যর্থতা, দ্বিতীয়তঃ পরিবারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপার্জনমুখী কাজে যোগদান। শিক্ষার স্বল্পতার কারণে তারা উচ্চ বেতনের চাকরি পায়না; বেকাররা ছোটখাটো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, লিঙ্গ বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

নিরাপত্তা:

নগর-দরিদ্ররা দু'ধরনের নিরাপত্তাহীনতার শিকার; প্রথমত বাসস্থানের নিরাপত্তা, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। দরিদ্র বসতিগুলো প্রান্তিক ভূমিতে বা জবরদখল করা ভূমিতে অবস্থিত। উচ্ছেদের উচ্চ হুমকির মুখে তাদের বসবাস। এ কারণে দরিদ্র বসতিতে গৃহায়ন বিনিয়োগ অতি নগণ্য। দরিদ্র বসতিগুলো বিভিন্ন বিষয়ে ঝুঁকি প্রবণ হয়ে থাকছে। পারিবারিক দুর্ব্যবহার, অত্যাচার ও সহিংসতা দরিদ্র বসতির একটি নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। পরিণামে স্বাস্থ্য সেবার ও নিম্ন স্তরের সামাজিক পুঁজির ব্যয়বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্ষমতায়ন:

নগর দরিদ্রদের একটা বড় অংশই অভিবাসী তাদের শেকড়ের টান খুব বেশি, প্রান্তিক বা জবরদখল ভূমিতে বসবাসের কারণে নগর তাদের নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে নারাজ। বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম এবং ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক হওয়ার কারণে তারা চাকরির সংবাদ পাওয়ার উৎস, আইনি অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির সুযোগ হতে দূরে সরে যায় এবং ধীরে ধীরে একা হয়ে যায়।

২.২ সাফল্যের সাথে নগর দারিদ্র্য মোকাবেলায় নগর কর্তৃপক্ষের সক্ষমতার ঘাটতি নিরূপণঃ

সকল নগরবাসীকে সেবা পৌঁছানোর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের। দরিদ্র কমিউনিটি প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং অনেকটাই হিসাবের বাইরে, তাদের কাছে সেবা পৌঁছানো একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা নির্ভর করে নগরের বৈশিষ্ট্য, সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনা, দরিদ্র কমিউনিটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ (focused intervention), তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ভিত্তিক তথ্যের প্রাপ্যতা ও তার ব্যবহারের উপর। পর্যাপ্তভাবে নগর দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার কিছু বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধাসমূহ অপসারিত হলে দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বাধা প্রদানকারী বিষয় (core issue) সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

১) নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে ধারণার অভাব

জটিল নগর দারিদ্র্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং মূল অংশীজনদের পর্যাপ্ত ধারণা বা জ্ঞান নেই। এ প্রসঙ্গে তথ্য প্রবাহের নিম্নরূপ প্রতিকুলতা উল্লেখযোগ্যঃ

(অ) নিম্ন আয়ের কমিউনিটির আবাসস্থল পরিবর্তনশীল হওয়ায় তাদের বিষয়ে তথ্য নেই অথবা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ নেই বা তা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জানানো হয় না;

(আ) বিভিন্ন স্থানে দাতাদের অর্থায়নে বা সক্রিয় নাগরিক সমাজ সংস্থার দ্বারা নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য সফল আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ প্রকল্প শেষ হওয়ার পরে হারিয়ে যায়;

(ই) বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে উপাত্ত সংগ্রহ ও পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর তা থেমে যায়। এসব প্রকল্প থেকে নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে খণ্ডিত ও অসঙ্গতিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। এর থেকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি গঠন সম্ভব নয়;

নগর দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্তরায়সমূহ অপসারণের লক্ষ্যে টেকসই কৌশল নির্ধারণ বা প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি নগর কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে পারেনি।

২) দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল সম্পর্কে স্থানীয় সরকার যথেষ্ট অবহিত নয়:

যেসব স্থানীয় সরকার আইন, অর্থের যোগান, কর্ম নিষ্পত্তির কৌশল ও ক্ষমতা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে তারা দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে। দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট জটিল অবস্থা মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকারের যথার্থ আইনি কাঠামোর সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সরকারি জমি দখল করে যেসব দরিদ্র বসতি গড়ে উঠেছে অথবা যাদের ভূমির মালিকানা নেই তাদের মৌলিক পরিষেবা প্রদানের জন্য নীতিমালা ও বাস্তবায়ন গাইডলাইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক একইভাবে এইসব কমিউনিটির গৃহায়ন ও মৌলিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষমতা পৌর আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩) মৌলিক পরিষেবা ও অবকাঠামো সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নগর দরিদ্রদের প্রবেশের অপর্যাপ্ত সুযোগ:

মৌলিক পরিষেবা ও অবকাঠামো সুবিধায় দরিদ্রদের প্রবেশের সুযোগ অপর্যাপ্ত, এমনকি অবকাঠামো উন্নয়নের বিনিয়োগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত রয়েছে। দরিদ্রদের এসব পরিষেবার আওতায় আনার জন্য আইন তৈরীর প্রয়োজন রয়েছে। দরিদ্র বসতিগুলি এমন সব স্থানে গড়ে ওঠে যেখানে বসবাস অনিশ্চিত বা যা নগর প্রান্তে অবস্থিত বা যেখানে ভূমির অন্য কোনো ব্যবহার নেই। স্থানীয় সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব স্থানে পরিষেবা প্রদানের জন্য বিনিয়োগ অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক নয় এবং মৌলিক অবকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত ব্যয় বহুল।

৪) দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়নে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ সীমিত:

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সরকারের পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে দরিদ্রদের অংশগ্রহণ নেই। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অতি সামান্য অংশগ্রহণ দেখা যায়। জনপ্রতিনিধিরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রাখেন মূলত তাদের ভোটের স্বার্থে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র কমিউনিটির অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের দক্ষতা বা আন্তরিকতার অভাব আছে।

৫) দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের আর্থিক সঙ্গতি সামান্য:

স্থানীয় সরকারের আর্থিক সঙ্গতি সীমিত, তাদের কর ধার্য ও কর আদায় রাজনৈতিক বিবেচনায় দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়। জাতীয় সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারকে প্রদেয় তহবিল অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বরাদ্দ করা যেতে পারে বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য ব্লক অনুদান (বাংলাদেশে এমনই হয়) প্রদান আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। নির্ধারিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় জাতীয় সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারকে প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও স্থানীয় সরকারের উচিত নিজস্ব উৎস হতে আহরিত অর্থ দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা। নগর দারিদ্র্যের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য ও ধারণার অভাবে স্থানীয় সরকার সাধারণত মৌলিক অবকাঠামোর প্রান্তিক উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই সামান্য বিনিয়োগ করতেও তারা পরিবেশ ও জলবায়ু বিপর্যয়ের ও উচ্ছেদের ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রাখে। পরিণামে নিম্ন আয়ের কমিউনিটির বসতি সমূহ গুণগত মান সম্পন্ন পরিষেবার অতি নগণ্যই পেয়ে থাকে।

৬) নগর দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের সীমিত দক্ষতা:

গ্রামীণ দারিদ্র্যের তুলনায় নগর দারিদ্র্য অনেক জটিল, নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য দক্ষতা ও সক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে। স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যেসব প্রতিষ্ঠান এ কাজে সম্পৃক্ত থাকবে তাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়:

ক. উন্নয়ন কাজে নগর-দরিদ্রদের সম্পৃক্ত করা;

খ. দারিদ্র্য হ্রাসের পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন;

গ. নিম্ন আয়ের কমিউনিটির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

৭) স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণের সুফল দীর্ঘ স্থায়ী নয়:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে গুরুত্বপূর্ণ পদসহ বিভিন্ন পদ শূন্য থাকার কারণে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো সম্ভব হয় না। ফলে প্রশিক্ষণের সুফল প্রতিষ্ঠানে পৌঁছায় না। বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাদের নিজস্ব কর্মসূচি থাকে। এই প্রকল্প সমাপ্তির পর দারিদ্র্য হ্রাসের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়না বা পেলেও অতিসামান্য পায়; কারণ অনুরূপ প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণের কোন সুফল স্থানীয় সরকারের নিকট স্থানান্তরিত হয় না।

২.৩ সক্ষমতা বৃদ্ধির সোপান/পথ:

দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সমূহ চিহ্নিত করে ও তা থেকে উত্তরণের সুপারিশমালা প্রণয়নের মাধ্যমে IFCA নগর দারিদ্র্য হ্রাসের নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায়। সফল দারিদ্র্য হ্রাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিম্নে আলোচিত হলো:

১। নীতিগত দিক (policy approach): নগরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যের (vision) সঙ্গে স্থানীয় সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যও সম্পৃক্ত থাকবে। নগরের চাহিদা পূরণের বিষয়টি বিবেচনায় আনার সময় দরিদ্রদের চাহিদা পূরণের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে এবং তা পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। দরিদ্রমুখী উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটলে নীতিগত কর্মকৌশল নির্ধারিত হবে। কর্মকৌশলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরিকল্পনা, সমন্বয়, প্রবিধান, উপার্জনের উপায়, অনুদান এবং অবকাঠামো উন্নয়ন বরাদ্দ; এই সবই একটা নগরকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।

লক্ষ্যঃ

- নগর কর্তৃপক্ষের দরিদ্রমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং বহুমুখী নগর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে দরিদ্রমুখী কর্মকাণ্ডসমূহ সমন্বত করার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন।
- নগর কর্তৃপক্ষের নিকট নগর দারিদ্র্য হ্রাসের অনুমোদিত ও হালনাগাদ কর্মকৌশল সম্বলিত পুস্তিকা থাকবে।

২। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা থাকতে হবে। এরমধ্যে পরিস্থিতি উপলব্ধি করা, চাহিদা চিহ্নিত করা, দরিদ্র কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়, মানচিত্র ব্যাখ্যা করা, নিয়মিত নগর দারিদ্র্যের উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সরকারের কর্মতালিকা অনুযায়ী দারিদ্র্য হ্রাসের ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণের উপযোগী শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

লক্ষ্য:

- দরিদ্র বসতি/নিম্ন আয় কমিউনিটির বাসস্থান সমূহের নির্দিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী চিহ্নিতকরণ;
- দরিদ্রমুখী নগর উন্নয়নে সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সার্বিক ও সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন;
- নগর কর্তৃপক্ষের নিকট দরিদ্র বসতি/ স্বল্প আয়ের কমিউনিটির আবাসস্থলে বসবাসকারীদের বর্ণনা সম্বলিত বিস্তারিত তথ্য ভাণ্ডার সৃজন;
- তিন মাস অন্তর অন্তর নগর দারিদ্র্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩। নগর সেবা

স্থানীয় সরকার নিম্ন আয়ের কমিউনিটির জন্য যেসব সেবা প্রদান করবে তার মধ্যে থাকবে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, শুচিতা (sanitation) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। সেই সাথে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করতে হবে। এই জন্য বিরাজমান মৌলিক সেবাসমূহের অবস্থা বুঝতে হবে ও চিহ্নিত করতে হবে; তার ভিত্তিতে উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেই সাথে এসব সেবা সকল স্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে।

লক্ষ্যঃ

- দরিদ্র বসতি/নিম্ন আয়ের কমিউনিটির আবাসস্থলে বিরাজমান মৌলিক সেবাসমূহের হালনাগাদ তথ্য ভাণ্ডার (ডাটাবেজ) সৃজন;
- অবকাঠামো বিনিয়োগকে দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষ কতৃক একটি হালনাগাদ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- স্থানীয় সরকার নগরের মৌলিক সেবা প্রাপ্তিতে ঘাটতির (gap) কারণ নিয়মিত বিশ্লেষণ করবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্ন এলাকা সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করা; অনুরূপ ধারণা জলবায়ু সহনশীল (Climate Resilient) অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সহজ করবে;
- সবচাইতে বিপদাপন্ন নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য স্থানীয় সরকার ও নগর সেবা প্রদানকারীরা WASH কাঠামো, আবাসন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রারম্ভিক শিক্ষা ও জীবনধারণের উপায় সৃষ্টিকারী সেবা প্রদান করবে।

৪। সোচ্চার ও অংশগ্রহণ:

অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দরিদ্রমুখী পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে দরিদ্র কমিউনিটির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় সরকার এ সুযোগ সৃষ্টি করবে। দরিদ্র কমিউনিটির অবস্থান ও চাহিদা তুলে ধরার জন্য স্থানীয় কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে দরিদ্র কমিউনিটির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। নগর দরিদ্রদের সঙ্গে ওয়ার্ড ও নগর পর্যায়ে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের যোগাযোগ থাকতে হবে।

লক্ষ্যঃ

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সমাজকল্যাণ সংশ্লিষ্ট নগর পর্যায়ে স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। নগরের দরিদ্র প্রতিনিধিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে স্থানীয় সরকার স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করবে;
- ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটির কাজে নগর দরিদ্র প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন;
- নগর দরিদ্রদের কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসমূহকে (ফেডারেশন, ক্লাস্টার) স্থানীয় সরকার স্বীকৃতি ও সমর্থন প্রদান করবে;
- নগর দারিদ্র্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নগর কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করবে;
- নগর দারিদ্র্যে হ্রাসে সম্পদ ব্যয়ের লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক বাজেট নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

৫। নগর দারিদ্র্য হ্রাসের উপযোগী রাজনৈতিক অর্থনীতি:

স্থানীয় সরকারের কার্য পরিচালনা রাজনৈতিক-অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত। নগর দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য সম্পদ বিনিয়োগ, স্থান, কৌশল ও পদ্ধতি নির্বাচনকে রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রভাবিত করে। এটা কেবল নগরের সামষ্টিক চিত্র নয় ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায়। স্থানীয় সম্পদের স্বল্পতার কারণে দরিদ্র বসতি উন্নয়নের কাজ জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। নগরের সকল দরিদ্র বসতি উন্নয়নের বিষয়টি নগর কর্তৃপক্ষকে বিবেচনায় নিতে হয়। বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে; এরই মাঝে রাজনৈতিক অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতামূলক চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। নগর কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় সরকারের টানাপড়েনে (interface) তুলনামূলক গুরুত্বের ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ ও কার্য সম্পাদনের অনুমতি পাওয়া যায়। জাতীয় সরকার আইন ও নীতি প্রণয়নে গুরুত্ব আরোপ করবে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করবে। জাতীয় সরকার সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন নগরের দরিদ্রমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিবীক্ষণ ও সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার দায়িত্বও জাতীয় সরকার পালন করে।

লক্ষ্য:

- দরিদ্রমুখী আইন ও নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার নগরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের কাঠামো প্রস্তুত করবে;
- স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নগর ভিত্তিক যোগাযোগ রক্ষা করবে;
- স্থানীয় সরকার দরিদ্র বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ডের দক্ষ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে অর্থ স্থানান্তরের কৌশল উদ্ভাবন করবে।

৩. নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর দারিদ্র্যের চিত্র

এই অধ্যায়ে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবস্থান, অর্থনৈতিক ভিত ও জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দরিদ্র বসতির বিস্তার ও দরিদ্র বসতি এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট তথ্য, সেকেন্ডারি উৎস হতে নেয়া। এইসব তথ্য LIUPCP (livelihoods Improvement of Urban Poor Communities Project যা NUPRP এর নতুন নাম) প্রণীত দারিদ্র্য পরিলেখ (Poverty Profile) থেকে নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে ঐ দারিদ্র্য পরিলেখর আলোকে দরিদ্র বসতির বিস্তার ও মৌল অবকাঠামোর স্বল্পতার বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হতে সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। এই অধ্যায়ের ভিত্তিতেই পরবর্তী অধ্যায়সমূহে নগর-দারিদ্র্য মোকাবেলায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

৩.১ নগরের বর্ণনা

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের সপ্তম সিটি কর্পোরেশন যা ২০১১ সালে গঠন করা হয়। শহরটি বাংলাদেশের মধ্য পূর্বাংশে অবস্থিত। এই সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ৭২.৪৩ বর্গ কিলোমিটার (শীতালক্ষ্যা নদীসহ) যা ২৭ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। নারায়নগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল নামক তিনটি পৌরসভাকে একত্রিত করে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষা নদীর সঙ্গম স্থলে শীতলক্ষার উভয় তীরে সিটি কর্পোরেশনটি অবস্থিত; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নদী বন্দর। ২০১১ এর শুমারী অনুযায়ী এই শহরের জনসংখ্যা ৭,০৯,৩৮১ জন, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি একরে ৬০.৮ জন। নগরের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, প্রবৃদ্ধির হার ৪.০৫%; শিল্প বিকাশের কারণেই এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রাজধানী থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে শহরটি অবস্থিত।

ফিগার ১: নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

শহরের অর্থনৈতিক ভিত থেকে দেখা যায় নারায়নগঞ্জ জেলার[১] শহরাঞ্চলে ৩,০৮,৯৩৩ জন অকৃষি কাজে নিয়োজিত আছে। এক সময় এই জেলায় পাট শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটায় নারায়নগঞ্জকে প্রাচ্যের ডান্ডি বলা হতো। পোশাক শিল্প, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ব্রিক ফিল্ড ও বিভিন্ন শ্রমঘন শিল্পের জন্য নারায়নগঞ্জ পরিচিত। তুলাভিত্তিক ছোট ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটছে ফলে নগরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী স্থুল জাতীয় আয় ও সম্পদের বিবেচনায় দেশে নারায়ণগঞ্জের অবস্থান তৃতীয়। বিকাশমান অর্থনীতির কারণে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে নারায়নগঞ্জে ব্যাপক অভিগমন ঘটছে; ২০০১ হতে ২০১১ সময়ে এই জেলার নিট অভিগমনের হার ছিল ১৭৫.৫৫ যা দেশের তৃতীয় বৃহৎ অভিগমন, ১ম স্থানে ঢাকা এবং ২য় স্থানে আছে গাজীপুর। এই শহরের নিম্ন আয় বা দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা ২,৫৪,৮২৫[২] জন। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন[৩] এলাকায় তিনটি জোনে ৯০ টি দরিদ্র বসতিতে ১,২৮, ৭৬৫ জন বসবাস করে।

[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত নারায়নগঞ্জ জেলার অর্থনৈতিক জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী নগর এলাকার মধ্যে জেলা শহর উপজেলা শহর ও গ্রোথ সেন্টার অন্তভূক্ত রয়েছে। এখানে নারায়নগঞ্জ শহরের জন্য পৃথক কোন তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি।

[২] উৎস: নগর দরিদ্র পরিলেখ, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন; সেপ্টেম্বর ২০১৮; LIUPCP, UNDP

[৩] প্রাথমিক উপাত্ত, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন; সেপ্টেম্বর ২০১৯

৩.২ নগর দারিদ্রের প্রেক্ষিতঃ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত ২০১৭ সালের শুমারি অনুযায়ী শহরে ১৮৮৪ দরিদ্র বসতি আছে। নগরের ২০১১ এর পূর্ববর্তী ৯টি ওয়ার্ডের ১৫% (১২.৬৯ বর্গ কিলোমিটার) এবং মোট এলাকার এক ষষ্ঠাংশ জায়গা জুড়ে এগুলি অবস্থিত এবং এইসব বসতিতে ২,৫৪,৮২৫ জন বসবাস করে যা নগরের জনসংখ্যার প্রায় ৩৬%। LIUPC কর্মসূচির আওতায় প্রণীত দারিদ্র্য পরিলেখর এই সব তথ্য দারিদ্র্যের ব্যপকতা প্রকাশ করছে। নগরের উত্তর পশ্চিমের উচ্চ স্থানে মাঝারি ঘনত্বের দরিদ্র বসতিসমূহ অবস্থিত; নগর কেন্দ্রের দরিদ্র বসতিসমূহ অধিক ঘন। নদীর পূর্ব তীরের দরিদ্র বসতিসমূহ কম ঘন এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উত্তর পশ্চিমের মাঝারি ঘনত্বের দরিদ্র বসতিসমূহ শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত বিধায় উচ্ছেদের অধিক হুমকির সম্মুখীন। এই সব বাসিন্দারা পানি, ড্রেন ও সড়কের অপর্যাপ্ত সুবিধা পায়। নগর কেন্দ্রের অধিক ঘন দরিদ্র বসতিসমূহ মাঝারি ধরণের অবকাঠামোর সাথে যুক্ত। তারা শুচিতা ও ড্রেনের অপর্যাপ্ত সুবিধার কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। নদীর পূর্ব তীরের কম ঘন দরিদ্র বসতিসমূহ বিশেষতঃ ২৫,২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র বসতিসমূহ নগর কেন্দ্র থেকে দূরে বিধায় অবকাঠামো ও পৌর সেবায় প্রবেশের সীমিত সুযোগ পায়। বসতিসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় সড়ক ও ড্রেনের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। **নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত অনুযায়ী ৮ ও ৯ নং ওয়র্ডে কোন দরিদ্র বসতি নাই।** দরিদ্র বসতিসমূহের ভূমির মালিকানা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় ৪ টি দরিদ্র বসতি সিটি কর্পোরেশনের জায়গায়, ৬০ টি নিজেস্ব জায়গায়, ৬টি ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত। বিবিএস এর দরিদ্র বসতি শুমারি-২০১৪ অনুযায়ী নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ৫০% দরিদ্র বসতি সরকারি ভূমিতে অবস্থিত।

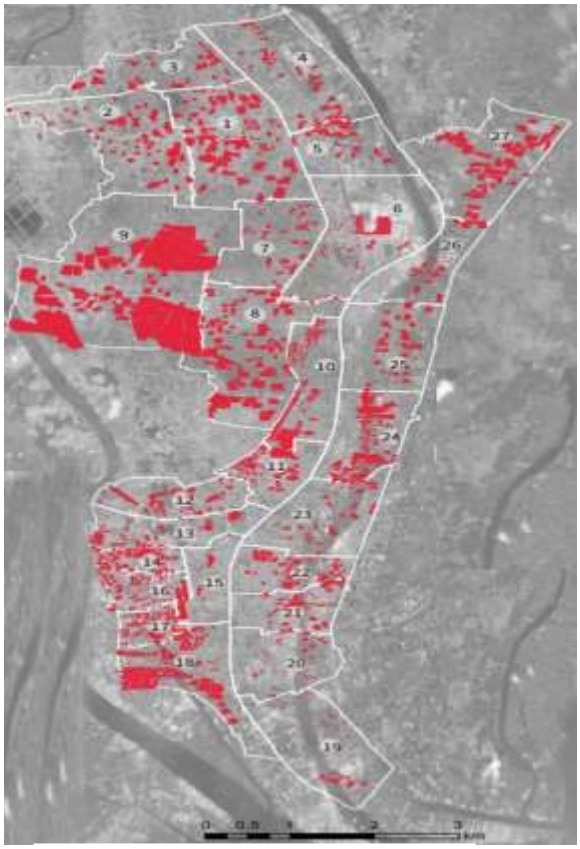

ফিগার ২: দরিদ্র বসতির বিতরণ ২০১৮

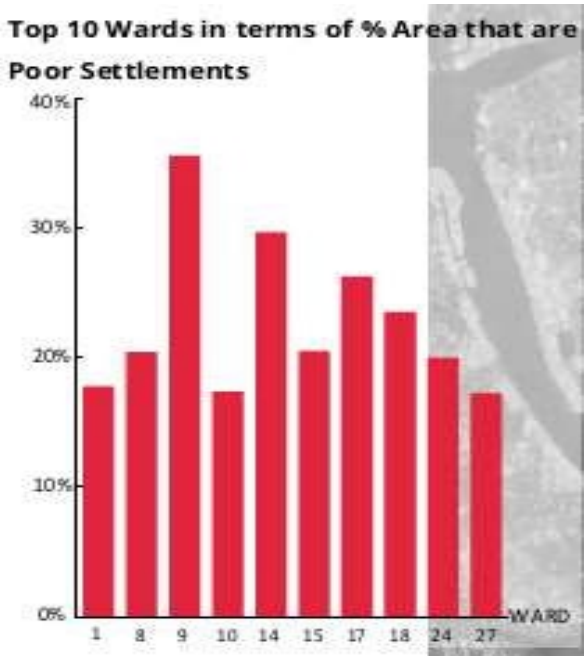

ফিগার ৩: দরিদ্র বসতির ব্যপ্তির % হিসাবে প্রথম ১০টি ওয়ার্ড

অংশীজনদের সাথে অলোচনা সভায় জানা গেছে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সম্প্রতি সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির বেদখল হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধার করেছে; এই সব ভূমি অসামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সিটি কর্পোরেশন এই সব ভূমি উদ্ধার করে পার্ক নির্মাণ করছে।

LIUPC প্রকল্পের আওতায় প্রণীত নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দারিদ্র্য পরিলেখ ২০১৮, নগর দারিদ্র্যকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে বিশ্লেষণ করেছে: (অ) অবকাঠামোর প্রাপ্যতা (সড়ক, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ ব্যবস্থাপনা, শুচিতা, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ ও সড়ক বাতি; (আ) জীবিকার সূচক (কর্মসংস্থান, উপার্জন, শিক্ষা, সামাজিক সমস্যা); (ই) ভূমি ব্যবহার স্বত্ব ও গৃহায়ন সূচক (গৃহায়ন, ভূমি ব্যবহার স্বত্ব, উচ্ছেদ, ভূমির মালিকানা ও দখল)। দরিদ্র বসতি ও নগরের অন্যান্য এলাকার মধ্যে পৌর

সেবার মানের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এমনকি মৌলিক সেবার ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য বিরাজমান। নিচের আলোচনা এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে।

অবকাঠামো ও মৌলিক সেবা

সার্বিক অবকাঠামো সূচক থেকে দেখা যায় যে, নদীর পশ্চিম কূল হতে নগরের উত্তরের ৪,৫,৬ ও ১০ নং ওয়ার্ড এবং নদীর পূর্ব কূলের ২০ ও ২৪ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র বসতিসমূহ অবকাঠামো ও পৌর সেবায় প্রবেশের সীমিত সুযোগ পায়। প্রায় ৫৯% দরিদ্র বসতি পানির সুবিধা পায় না। ১,২,৪,৫,৭,৯,২০,২৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ড পানি প্রপ্তির বিবেচনায় সংকটময় অবস্থায় অছে; এই সব ওয়ার্ড নগর কেন্দ্র হতে দূরে বিধায় সেবা পৌঁছানো বেশ কঠিন। প্রায় ৫০% দরিদ্র বসতির শুচিতার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ২,৪,৬,২৫,২৬, ২০ ও ১৯ নং ওয়ার্ডে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। বাসিন্দাদের অনেকেই বিভিন্ন জটিলতার কারণে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার নির্মাণ করতে অগ্রহী নয়। ৭৩% দরিদ্র বসতির সড়ক ও ফুটপাথের যোগাযোগ নাই। ৪,৬, ৭, ৯, ১০, ২৫,২৪ নং ওয়ার্ডের অবস্থা যোগাগের বিবেচনায় সব চাইতে উদ্বেগজনক। দরিদ্র বসতির ৭৭% নিষ্কাশন ব্যবস্থা বঞ্চিত। নদীর পূর্ব কূলের ২৩,২৪,২৫ এবং ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে বর্ষায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। সেই সাথে নদী ভাঙ্গনের সমস্যা বিরাজমান।

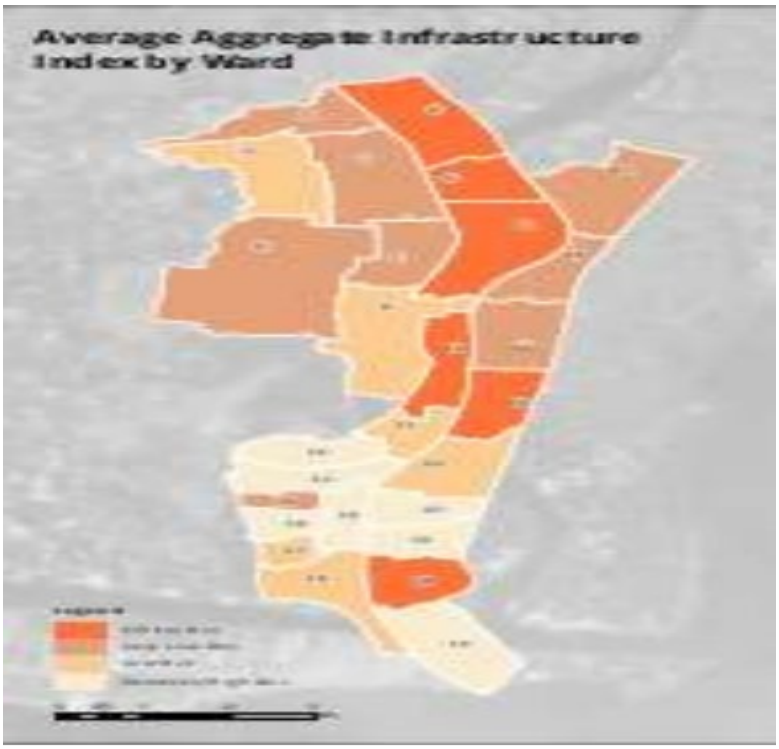

ফিগার ৪ঃ সার্বিক অবকাঠামো সূচক (সকল ওয়ার্ড), ২০১৮

গৃহায়ন ও ভূমি ব্যবহার স্বত্ব

নিম্ন আয়ের বসতির জন্য গৃহায়ন একটি জটিল বিষয়। এইসব বসতি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বা বিশেষ কাজে সরকার কর্তৃক ইজারা প্রদত্ত কিন্তু অব্যবহৃত জমিতে গড়ে উঠেছে। নিম্ন আয়ের বসতিগুলো সবসময় উচ্ছেদের হুমকিতে থাকে। সরকারি জমি হলে উচ্ছেদের হুমকি আরো বেশি হয়। ওয়ার্ড নং ৪,৫,৬,১১,১৪,১৫,১৭ এর দরিদ্র বসতিগুলির গৃহসমূহ ও ভূমি ব্যবহার স্বত্ব দুর্বল। নদীকূলের অধিকাংশ দরিদ্র বসতিই সরকারি জমিতে অবস্থিত; বসতিগুলি উচ্ছেদের উচ্চ হুমকির মুখে রয়েছে। ওয়ার্ড নং ১০,১১,১৪,,১৫,২০, নগর কেন্দ্রের এবং নগরের উত্তর প্রান্তের নদীকূলের ৬ ও ২৭ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র বসতিই সরকারি জমিতে অবস্থিত। এই সব বসতিতে যে কোন ধরণের সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব।

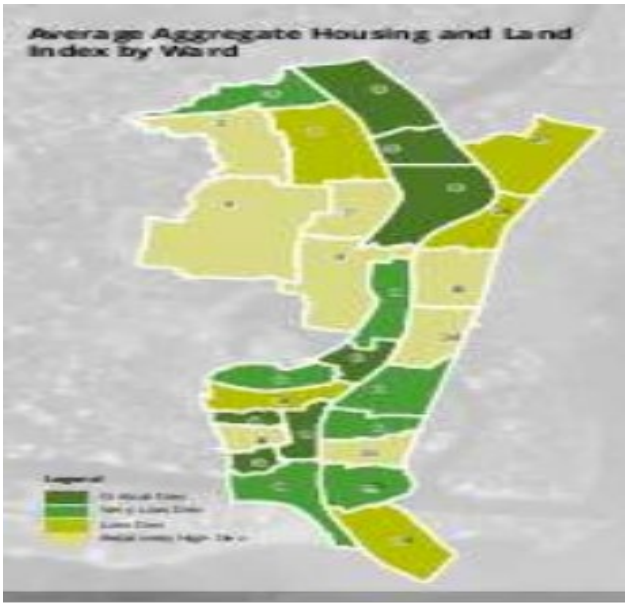

ফিগার ৫ঃ সার্বিক ভূমি স্বত্ব ও গৃহায়ন সূচক (সকল ওয়ার্ড), ২০১৮

নগর কেন্দ্রের কাছে ১১ ও ১৪, উত্তরে নদী কূলের ৪ ও ৬, নদীর পূর্ব তীরের ২৬ নং এবং নগর কেন্দ্রের দক্ষিণের ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডের গৃহসমূহ সংকটময় অবস্থায় আছে। এই সব ওয়ার্ডের দরিদ্র বসতিগুলি ঘন এবং সড়কে প্রবেশের সুযোগ সীমিত। এই সব বসতির বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম বিধায় উপার্জন কম, অধিকাংশ গৃহ অস্থায়ী কাঠামোর উপর নির্মিত। দরিদ্র বসতির ৫৬% গৃহই অস্থায়ী প্রকৃতির।

অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় বলা হয় শীতলক্ষা নদীর তীর আকিজ, কর্ণফুলী ও বসুন্ধরাসহ বেশ কিছু কোম্পানির দখলে রয়েছে; তারা বলেন এই সব ভূমি উদ্ধার করে দরিদ্রদের গৃহায়নে ব্যবহার করা যেতে পারে। সিটি কর্পোরেশন কদম রসুলে তাদের নিজেস্ব জায়গায় দরিদ্রদের জন্যে বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যেই পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করেছে। সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ জানিয়েছেন, বিশ্ব ব্যাংক প্রান্তিক জনগোষ্ঠির গৃহায়নের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কে তহবিল দিয়েছে। পিকেএসএফ এই তহবিল ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এর মাধ্যমে বিতরণ করছে। টিএমএসএস ১২% সুদে এই ঋণ বিতরণ করে; দরিদ্রদের জন্য এই হার অনেক বেশি।

জীবিকা:

এই সূচকটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি বিবেচনায় আনে। জীবিকার বিবেচনায় নগর কেন্দ্রে ১০,১৪, ১৭ নং ওয়ার্ড এবং উত্তরে নদীর কূলের ৪,৫, ৬ নং ওয়ার্ড সংকটাপন্ন । এই ওয়ার্ডগুলির জীবন ধারণ ব্যয়ও বেশী। বেশির ভাগ দরিদ্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে শিল্প খাতে নিয়োগ পায় না। ২,৬,১০,১৪,২০,২৫ ও ২৭ নং ওয়ার্ডের বেকারত্ব উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। ১,৩,৬,৭, ১৫ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র বসতির পরিবারগুলির উপার্জন অনেক কম। দারিদ্র্যের কারণে ৪,৬,৯,১০,১৪,১৬,২০ নং ওয়ার্ডে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার অনেক বেশি। এই ওয়ার্ডগুলিতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার সাথে মাদকাসক্তি যুক্ত হয়েছে।

ফিগার ৬ঃ সার্বিক জীবিকা সূচক (সকল ওয়ার্ড), ২০১৮

৩.৩ নগর দরিদ্র কমিউনিটির নেতৃত্ব

সিটি কর্পোরেশনের আনুমানিক ৬১ টি কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি (সিডিসি)[৪] আছে। ৮০% কমিটির নেতৃত্বে মহিলারা রয়েছেন। ২০১৪ সালে নগর পর্যায়ে সিডিসি ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে। LIUPC ২৭ টি ওয়ার্ডে এর মধ্যে ৯ টি ওয়ার্ডে সিডিসি গঠন করেছে। দাতাদের অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় অবশিষ্ট সিডিসিগুলি গঠিত হয়েছে। JICA এর দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচির আওতায় ৩০টি সিডিসি গঠিত হয়েছে, ৩০০০ পরিবার এই সিডিসিগুলির সাথে যুক্ত। সিটি কর্পোরেন একটি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় ৮৯,৫০,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ফিগার ৭ ঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সিডিসি অবস্থান

অংশীজনদের সভায় উপস্থিত সিডিসির প্রতিনিধি জানান তারা (১) দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২) ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (৩) সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন (৪) ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কাজ করছে। অংশীজনদের সভায় আরো বলা হয় সিডিসিগুলি ড্রেন, নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং শৌচাগার, স্নানাগার নির্মাণ করে; তারা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতেও দায়িত্ব পালন করে। সিডিসি ফেডারেশনের সভাপতি বলেন, তারা বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, সিডিসি ও ক্লাস্টার এর সভায় উপস্থিত থাকে এবং

[৪] টাউন ম্যানেজার, নারায়নগঞ্জ, LIUPC কর্মসূচি, UNDP, সেপ্টেম্বর ২০১৮।

ফেডারেশনের সভার অয়োজন করে। তিনি বলেন LIUPC এর উচিত শিক্ষা সহায়তার বাজেট বৃদ্ধি করা। এক জন কাউন্সিলর বলেন, সিডিসি'র কাজগুলি টেকসই হয়না, তাদের নির্মিত ড্রেন দুই বছরের বেশি টেকে না, তিনি মনে করেন তহবিলের অভাবে এমনটি হয়। আর এক জন কাউন্সিলর বলেন, সিডিসি জীবিকার উন্নয়নের জন্য মাত্র ৫০০০ টাকা প্রদান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অর্থ অপচয় হয়; কারণ এই সামান্য অর্থ বিনিয়োগ করে জীবিকার উন্নয়ন সম্ভব নয়, তিনি মনে করেন এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩.৪ প্রধান অংশীজন

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র বসতি উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং LIUPC এর টাউন ম্যানেজার জানিয়েছেন নগরের দরিদ্র বসতিতে অনেক এনজিও ও এজেন্সি কাজ করছে। দরিদ্র বসতি উন্নয়ন উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচের ছকে দেওয়া হল:

সংস্থার নাম	যে বিষয়ে কাজ চলছে
নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; বিদ্যালয়ে শিক্ষা সরঞ্জাম; স্বাস্থ্য; ড্রেন নির্মাণ; সড়ক নির্মাণ ও মেরামত; ক্ষুদ্র ঋণ;
ইউএনডিপি UNDP/LIUPC	জীবিকা; স্বাস্থ্য; শিক্ষা সহযোগিতা; অবকাঠামো উন্নয়ন; আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্লক অনুদান;
এম জি এস পি প্রকল্প (IDA তহবিল, বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশন)	অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
সি জি পি প্রকল্প CGP (JICA)	অবকাঠামো উন্নয়ন (সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ);
ই ইউ (EU)	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও উষ্ণতা রোধের কর্মপরিকল্পনা;
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	ক্ষুদ্র ঋণ;
ব্রাক	জীবিকা, ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজন;
প্রিজিম বাংলাদেশ	হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি	স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ;
পি ও পি আই (POPI)	জীবিকা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং ক্ষুদ্র ঋণ;
এনজিও ফোরাম (MNGOForum)	ওয়াশ (WASH);

উৎসঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত, সেপ্টেম্বার ২০১৯।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কয়েক বছর যাবৎ দাতাদের যেমন ইউএনডিপি (UNDP), এডিবি (ADB) ও জায়কা (JICA) তহবিল হতে বরাদ্দ পেয়েছে। বরাদ্দ অর্থ দরিদ্র বসতির অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয় বিবরণ নিম্নের ছকে দেখা যেতে পারেঃ

অর্থ বছর	উন্নয়ন কাজে ব্যয়			মোট ব্যয়(লক্ষ টাকা)
	ড্রেন নির্মাণ (লক্ষ টাকা)	শৌচাগার নির্মাণ (লক্ষ টাকা)	সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন (লক্ষ টাকা)	
২০১৬-১৭	৩৭.৪০	৩.৭০		৪১.১৪
২০১৭-১৮	৭.৫০	১৩.৪৫	২৮.৫৪	৪৯.৪৯
২০১৮-১৯		৯.০০	২৭.৩০	৩৬.৩০
মোট	৪৪.৯৪	২৬.১৬	৫৫.৮৪	১২৬.৯৩

উৎসঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত, সেপ্টেম্বার ২০১৯।

অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার জন্যও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অংশীজনদের মতবিনিময় সভায় জীবিকার উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদানের জন্য অহ্বান জানান হয়।

৩.৫ দরিদ্রমুখী বাজেটিং

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে তাদের বাজেটে দরিদ্র বসতি উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখছে। নিচের টেবিল থেকে দেখা যাবে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ খুব বেশি নয়:

অর্থ বছর	প্রস্তাবিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	দরিদ্র বসতি উন্নয়নে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	দরিদ্র বসতি উন্নয়নে বরাদ্দের হার (%)
২০১৫-২০১৬	৪৮৮৯০.৮৫	৫০.০০	০.১০২
২০১৬-২০১৭	৬০১২০.২৯	৫.০০	০.০০৮
২০১৭-২০১৮	৬৬৩৬৭.৪৩	-	-
২০১৮-২০১৯	৭১৫৫১.২১	২০.০০	০.০২৮
২০১৯-২০২০	৮৭০৩৯.৭৭	১০.০০	০.০১১

উৎস: নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্ত, সেপ্টেম্বর ২০১৯

উপরের ছক থেকে দরিদ্র বসতি উন্নয়নে সীমিত বরাদ্দের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। নগরের দারিদ্র্যের মাত্রার প্রেক্ষিতে এই সামান্য বরাদ্দ কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না। দরিদ্র বসতির অবকাঠামো উন্নয়নের অধিকাংশ কাজই দাতাদের কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত। উদাহরণ হিসাবে এম জি এস পি (MGSP) ময়মনসিংহে প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রকল্পের আওতায় স্বল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ, সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, সড়ক বাতি স্থাপন, নলকুপ স্থাপন, কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণ এবং দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়র দরিদ্র বসতির উন্নয়ন কাজ পরিবীক্ষণ করেন; দাতাদের অর্থয়নের প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণের জন্য তাদের নিজেস্ব ব্যবস্থা রয়েছে।

৩.৬ মূল পর্যবেক্ষণ

নারায়নগঞ্জে নগর দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি অনেক। যে সব ওয়ার্ডে ও এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে এমন সব ওয়ার্ড ও এলাকা LIUPC কর্মসূচির আওতায় চিহ্নিত করা হয়েছে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এটি অনুসরণ করলে সুফল পাবে। নিম্নে বর্ণিত মূল পর্যবেক্ষণ সমূহ IFCA এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে:

- **নারায়নগঞ্জ** সিটি কর্পোরেশন দরিদ্র বসতি একটি তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলবে এবং তথ্য ভাণ্ডারটি হাল নাগাদ রাখবে। প্রকাশ থাকে যে, **নারায়নগঞ্জ** সিটি কর্পোরেশন এই লক্ষ্যে২০১৭ সালে একটি শুমারি করেছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হাল নাগাদ তথ্য সরবরাহ করতে পারছে;
- দরিদ্র বসতির জন্য যে কোন পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিতে হবে, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সামর্থ যথাযথভাবে নিরূপিত হবে। এই লক্ষ্যে **নারায়নগঞ্জ** সিটি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা কাজকে গতিশীল করতে হবে;
- নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার লক্ষ্যে **নারায়নগঞ্জ** সিটি কর্পোরেশন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এটি সিটি কর্পোরেশন ও দাতাসমাজের বিনিয়োগ উদ্যোগকে নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা

এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা দায়িত্ব ও সক্ষমতার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। দায়িত্ব সম্পাদনে ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করা হবে বিশেষত: যে সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার সকল কার্য সম্পাদন করে। মূল আলোচনা ও সুপারিশ যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, তার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকারের জনবলের স্বল্পতা, সকলের প্রত্যাশার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণের দক্ষতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রাধিকারের মধ্য হতে প্রকৃত অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার সক্ষমতা।

৪.১ বিরাজমান আইনি কাঠামোঃ

স্থানীয় সরকার নগর দারিদ্র্য, দরিদ্র বসতি উন্নয়ন বা পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করবে এই মর্মে বাংলাদেশের আইনে সুস্পষ্টরুপে কিছু বলা নেই। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ দরিদ্র বসতির কথা কেবল মাত্র এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ সামান্য আইনি সমর্থন নিয়ে দারিদ্র্য মোকাবেলা স্থানীয় সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় সরকারের ভূমিকা, অধিক্ষেত্রের ব্যাপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান না থাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সির মধ্যে সংঘাতের কারণে নগরের দরিদ্র কমিউনিটি নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

আইনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কথা পুনঃপুন উল্লেখ রয়েছে। "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন" টার্মটির ব্যাখ্যার ব্যাপ্তির কারণে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে নগর-দারিদ্র্যকে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। পরিণামে শুধু দরিদ্রমুখী আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে নগরের দরিদ্র কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করাই নয়, উপরন্তু নগরের অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে স্বেচ্ছায় দরিদ্র বসতি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধানের কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রশাসনের বহুমাত্রিকতা ও অধিক্ষেত্রের অধিক্রমণের (overlapping jurisdiction) কারণে বাংলাদেশের প্রশাসনিক গড়ন জটিল। রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত নগর এলাকা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নামে পরিচিত। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এসব এলাকায় চেয়ারপারসন ও কাউন্সিলররা নির্বাচিত হন। আগেই উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশে খুবই সীমিত সংখ্যক আইন বা গাইডলাইনে সরাসরি দরিদ্র বসতির উল্লেখ রয়েছে।"অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন" শব্দগুলির ব্যাখ্যার সুযোগে স্থানীয় সরকারগুলি দরিদ্র বসতি এলাকায় হস্তক্ষেপ করে থাকে।

নগরের দরিদ্রমুখী উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিক হচ্ছেঃ ১. ভূমি ব্যবহারের স্বত্ব ২. গৃহায়ন, ৩. পৌরসভার কর্মপরিধি ও দায়িত্ব।

৪.১.১ ভূমি ব্যবহারের স্বত্বাধিকার

জমির কর্তৃত্বের বিষয়টি অস্বচ্ছ থাকায় অথবা উচ্ছেদের ঝুঁকি থাকায় বসবাসের স্বত্বাধিকারহীন জমিতে স্থানীয় সরকার মৌলিক সেবা প্রদানে আগ্রহী নয়। উচ্ছেদের ঝুঁকি এই সব এলাকায় বিনিয়োগকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করে। নগরের ভূমিকে মালিকানার ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। দরিদ্রদের বসবাসের প্রবণতা মূলত সরকারি মালিকানাধীন জমিতে। বসবাসের জন্য এমন সব ভূমি তাদের আকর্ষণ করে বিপদজনক অবস্থানের কারণে যেখান থেকে তাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনা কম (যেমন রেললাইন ও নদীর পাশ ঘেঁসে অথবা নিচু জমিতে)। অধিকাংশ দরিদ্র বসতিই বসবাসের অযোগ্য বিপদাপন্ন ভূমিতে অবস্থিত এবং সেকারণে এগুলো নগরের অবকাঠামো নেটওয়ার্ক বহির্ভূত।

সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিও নগর দরিদ্রের আবাসিক নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেন্দ্রমুখী ভূমি প্রশাসন নীতির কারণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে দেওয়া সরকারি অব্যবহৃত বা আংশিক ব্যবহৃত ভূমি, খাস জমি বা শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণির অব্যবহৃত ভূমি স্থানীয় সরকারের বরাবরে স্থানান্তর সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার দুটি বাধার সম্মুখীন হয়- ১. ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদান; ২. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের ন্যায়সঙ্গতা প্রতিপাদন করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদান। আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে বিপদজনক অবস্থান বা বসবাসের অযোগ্য স্থান হতে দরিদ্র বসতি স্থানান্তর আরো কঠিন হয়েছে।

৪.১.২ গৃহায়ন

দরিদ্র বসতির মূল সমস্যা সমূহের একটি হচ্ছে গৃহায়ন। বসবাসের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে স্থানীয় সরকার এই খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। দরিদ্র বসতির ভূমি স্বত্বের বিবেচনায় অন্যান্য শহরের তুলনায় নারায়নগঞ্জের অবস্থা ভাল। এই শহরের ৬৬% দরিদ্র বসতি নিজ মালিকানাধীন ভূমিতে অবস্থিত। যদিও মালিকানার সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজ নাই তবুও বাসিন্দারা মনে করেন তাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্ষীণ। নারায়নগঞ্জ সটি কর্পোরেশনের দরিদ্র বসতি সমূহ নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে তৈরী এবং জনাকীর্ণ। অংশীজনদের সাথে অলোচনা সভায় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেন দরিদ্রদের জন্য মানসম্পন্ন গৃহায়ন একটি অসমাপ্ত কর্মসূচি। বসবাসের অনিশ্চয়তার কারণে এই খাতে কম বিনিয়োগ করা হয়।

৪.১.৩ পৌরসভার কর্মপরিধি ও দায়িত্ব

যেসব বিষয়ে নগর কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের ঘাটতি রয়েছে সেগুলি হচ্ছে - ১. পূর্ত প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন; ২. গুরুত্বপূর্ণ পদে জনবল নিয়োগ, সরকার এইসব নিয়োগ দান করে (উদাহরণ CEO); ৩. আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কারণ করের হার পরিবর্তনের জন্য এবং অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ স্থানীয় সরকারের কাজের তালিকা সন্নিবেশিত আছে; বাংলাদেশের ব্যাপক কেন্দ্রমুখীতা এই সব দায়িত্ব সম্পাদনের প্রধান অন্তরায়। জাতীয় সরকারের যেসব সংস্থা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকল্পনা, গৃহায়ন, ও পরিবহনের মত বিভিন্ন পরিষেবা খাতের দায়িত্বে নিয়োজিত, স্থানীয় সরকার তাদের সাথে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে।

জাতীয় সরকার প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করতে স্থানীয় সরকার বাধ্য; এই ব্যবস্থা স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করে। স্থানীয় সরকার (**সিটি কর্পোরেশন**) আইন ২০০৯, ধারা ৬০ অনুযায়ী **সিটি কর্পোরেশনের** সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা, নকশা (design) ও বাস্তবায়নের বিধিমালা (rules) জাতীয় সরকার প্রণয়ন করে। কোন পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের পূর্বে **সিটি কর্পোরেশনকে** অবশ্যই জাতীয় সরকারের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই আইনের ১০৫ ধারা অনুযায়ী জাতীয় সরকার **সিটি কর্পোরেশনের** আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্ধারণ, পৌরসভা ও ওয়ার্ডের সভার কার্যক্রম পরিচালনাসহ সকল কাজের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা (guidance) দিতে পারে। **সিটি কর্পোরেশন** সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে এবং লাইসেন্স প্রদান, স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্য পরিচালনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন সংশিষ্ট বিষয়ে উপবিধি প্রণয়ন করতে পারে।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট **সিটি কর্পোরেশনের** উলম্ব দায়বদ্ধতা (vertical accountability) রয়েছে; এরাই **সিটি কর্পোরেশনকে** নীতি-নির্দেশনা ও অর্থ প্রদান করে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে 'স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়' (M/OLGRDC) স্থানীয় সরকারকে বাজেট প্রদান করে।

সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় সরকারের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

সরকারি বিভাগ	আইন অনুমোদিত কাজ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (M/OLGRDC) নীতি, প্রবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে মূল ভূমিকা পালন করে	● পূর্ত কাজের পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ; ● আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জনবল ব্যবস্থাপনা, সুবিধাভোগী, সভাসহ **সিটি কর্পোরেশন** ও ওয়ার্ডের কাজের দিক নির্দেশনা প্রদান।
অর্থ মন্ত্রণালয় তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে মূল ভূমিকা পালন করে	M/oLGRDC এর সাথে আলোচনাক্রমে **সিটি কর্পোরেশনে** তহবিল স্থানান্তর করে।
সিটি কর্পোরেশন দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে।	● জনসেবা প্রদান; ● লাইসেন্স প্রদান; ● স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক কাজ; ● অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;

উপরের ছক থেকে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা সীমিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত নগণ্য ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার নীতি, প্রবিধান ও জনবলের সমর্থনের জন্য জাতীয় সরকারের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। স্থানীয় সরকার তার কাজের প্রয়োজনীয় তহবিল এর জন্য "স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়" এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় এর উপর নির্ভরশীল।

৪.২ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাঠামো

৪.২.১ বিভাগ সমূহের কার্যাবলী ও দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার (**সিটি কর্পোরেশন**) আইন ২০০৯ এর ধারা ৪১ ও তৃতীয় তফসিলে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে **সিটি কর্পোরেশনের** দায়িত্ব ও কাজের বিস্তারিত তালিকা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাস্তার কাজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি-সরবরাহ, জননিরাপত্তা ও নিবন্ধন। ঢাকা ওয়াসা (DWASA), গণপূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (PDB), রাজুক (RAJUK), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) **সিটি কর্পোরেশনের** এলাকায় সেবা প্রদান কাজে নিয়োজিত আছে। সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯ অনুসরণ করে, অন্যরা নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিভিন্ন এজেন্সির উন্নয়ন তৎপরতা সমন্বয়ের জন্য ও প্রকল্পের অধিক্রমণ বন্ধের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা উচিত। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের যে সব কমিটি অছে তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে **সমন্বয় কমিটি**। মেয়র এই কমিটির সভাপতি । কমিটির মাসিক সভায় নগরের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা হয়। এখানে ২০টি স্থায়ী কমিটি এবং ২৭ টি ওয়ার্ড কমিটি আছে। তৃণমূল পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) রয়েছে। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৯-১৫ জন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এই কমিটির সভাপতি; কার্যপরিধির মধ্যে ওয়ার্ডের সকল উন্নয়ন তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত।

সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যপরিধির অন্তর্গত দরিদ্র বসতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে অন্যান্য এজেন্সির সম্পৃক্ততার বিষয়টি নিচের ছক (৪.১) এ দেখান হল:

ছক ৪.১: দরিদ্র বসতি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব এবং এসব কাজে অন্যান্য এজেন্সির সম্পৃক্ততার চিত্র।

কাজ	যে ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব	অর্পিত ভূমিকা	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন দরিদ্র বসতির অবস্থা
পানি, শুচিতা (sanitation), নিষ্কাশন	● জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ● স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED in MoLGRD&C). ● সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন।	● পানি-সরবরাহ, শুচিতা, পানি নিঃষ্কাশনের ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ করা, পানি সম্পদের দূষণ রোধ, রাস্তা বা প্রকাশ্য স্থানে ময়লা পানি দ্বারা দূষণ রোধের ব্যবস্থা করা।	● UGGIP এর আওতায় ১১ টি সাবমারসিবল ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন; ● UPPR এর আওতায় ১৮৩ টি সাবমারসিবল ডিপ টিউবওয়েল এবং ৬টি সাধারন টিউবওয়েল স্থাপন;
আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ	● স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভার দায়িত্ব। নিজস্ব কর্মচারী বা NGO এর মাধ্যমে এ দায়িত্ব পালন করা হয়।	● জনসাধারণের ব্যবহার্য সকল রাস্তা, পৌরসভার নিকট হস্তান্তরিত ভবন ও জমি হতে আবর্জনা সংগ্রহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা; ● অন্যান্য ভবন ও জমিতে বসবাসকারীরা নিজ নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে থাকবেন;	● দরিদ্র বসতি এলাকায় সেবা প্রদান মোটেই ভাল নয়। ৮০% দরিদ্র বসতিতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণের কোন সংগঠিত ব্যবস্থা নেই।

		• সাধারণের ব্যবহারের জন্য ডাষ্টবিন দেয়া; • ডাস্টবিনে ফেলা সকল ময়লা পরিষ্কারের দায়িত্ব।	
জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন	• স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী নগর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।	• পৌরসভার মধ্যে সব জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে।	• সেবা দেয়া হচ্ছে
জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, হেলথ সেন্টার, চিকিৎসা সহযোগিতা	• স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী নগর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।	• হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা এবং ডাক্তারের পরামর্শমত ওষুধ প্রদান।	• সিটি কর্পোরেশন ও এনজিও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন।

স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী দরিদ্র বসতি এলাকায় সেবা পৌঁছানোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সারসংক্ষেপ নীচের ৮ নং ফিগারে দেখানো হয়েছে:

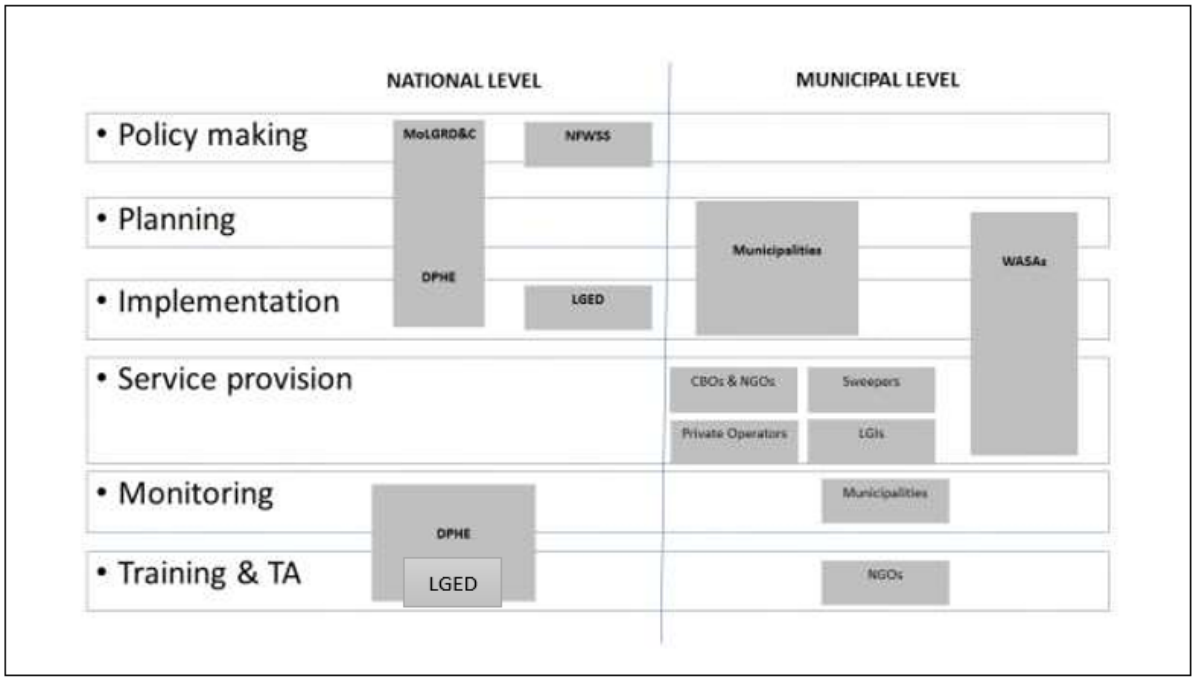

ফিগার ৮ ঃ আইনানুযায়ী দরিদ্র বসতি এলাকায় সেবা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

এই চিত্র থেকে দেখা যায়, জাতীয় সরকার বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে (MoLGRD&C- DPHE, LGED) নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় সরকার সেবা (এনজিও, প্রাইভেট অপারেটর ও নিজস্ব জনবল দ্বারা) প্রদান, পরিবীক্ষণ ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় সরকার নীতিনির্ধারণী বিষয়ে অতি নগণ্য বা একেবারেই কোনো দায়িত্ব পালন করে না। তারা জাতীয় সরকার প্রণীত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কঠোরভাবে অনুসরণ করে প্রশাসনিক ও সেবামূলক দায়িত্ব (operations role) পালন করে।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন - ২০০৯ সিটি কর্পোরেশনগুলোকে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়েছে। এ কারণে নগরের সেবা ও সেবার মান তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা দ্বারা দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে স্বল্প আয়ের কমিউনিটির আবাসস্থলসমূহ নগর পরিষেবার বাইরে থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরে বিশ্লেষণের আলোকে গৃহীত প্রধান সিদ্ধান্তসমূহঃ

- বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/এজেন্সির মাধ্যমে জাতীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও নিয়ন্ত্রনকারী কাঠামোর আওতায় থেকে স্থানীয় সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেবা প্রদান ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও অপারেশনাল ভূমিকা পালন করে থাকে;
- স্থানীয় সরকারের অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে স্থানীয় সরকারের কিছুই বলার নেই; সরকারি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা এজেন্সী এসব সম্পাদন করে;
- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ স্থানীয় সরকারকে সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তবে শর্ত দেয়া আছে যে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সেবা প্রদান সীমিত রাখতে হবে, সে কারণেই স্থানীয় সরকারের আর্থিক সংগতি সেবা প্রদানের পরিধি কে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিণামে নিম্ন আয়ের বসতিসমূহ তাদের প্রান্তিক অবস্থান ও স্থানীয় সরকারের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সেবা পরিধির বাইরে থাকার হুমকির সম্মুখীন।

৪.২.২ দরিদ্রমুখী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাঃ

নগর দারিদ্র্য মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার যোগ্যতা সকল কর্মচারী সংরক্ষণ করে না, এই প্রসঙ্গে নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য:

- নগরের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব মেয়র ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। তারা জনগণের কাছের মানুষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমন (approach) অনুসরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব।

- প্রাথমিকভাবে প্রকৌশল শাখা পরিকল্পনা, সেবা প্রদানের ব্যবস্থা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। তারা অবকাঠামোর কারিগরি ডিজাইনের যথার্থতা ও কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করবে। প্রকৌশল শাখা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করবে যে অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়েছে। এই শাখা চলমান নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ন করে এবং সমাপ্ত কাজের বিল অনুমোদনের আগে চূড়ান্ত মাপ পরীক্ষা করে। দরিদ্র বসতির অবকাঠামোর ব্যাপকতা (scale) এবং ডিজাইন নগরের তুলনায় পৃথক।

- দরিদ্র বসতি উন্নয়ন শাখা/ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারি দরিদ্র বসতি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নির্মাণ কাজ তদারক করে।

- নগর পরিকল্পনা শাখা নিশ্চিত করে যে গৃহীত উদ্যোগ উন্নয়ন কাঠামো ও পরিকল্পনা অনুসরণ করে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতে কোনো অসঙ্গতি নেই। সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা, সাইট উন্নয়ন পরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্ল্যান অনুসরণ করছে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই শাখার। মহাপরিকল্পনা নগরের অনুমোদিত ভূমি ব্যবহারের সার্বিক চিত্র তুলে ধরে। অধস্তন পরিকল্পনা সমূহ, যেমন ওয়ার্ড পরিকল্পনা, সাইট পরিকল্পনা, মূলত working document; বাস্তবে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এসব পরিকল্পনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়। সকল উন্নয়ন উদ্যোগ মহাপরিকল্পনার ভিশনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তা নিশ্চিত করার গুরুদায়িত্ব পরিকল্পনা শাখার ওপর ন্যস্ত ; এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ অধিক্রমণ (overlap) বন্ধ হয়, কাজটি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় এবং সুফল নগরের সবাই ভোগ করে।

- অর্থ ও হিসাব শাখা রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রস্তুত এবং জন অর্থায়ন (public finance) ব্যবস্থাপনা করে। সম্ভবত এটি পৌরসভার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রকৃতি অনুযায়ী নগরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের তহবিল জাতীয় সরকার প্রদান করে; জাতীয় সরকার বা দাতা কমিউনিটি সমাপ্ত প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ করে কর্মক্ষম রাখার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান করে না। সমাপ্ত প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মক্ষম রাখার ব্যয়ভার স্থানীয় সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে মেটানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ। এ কাজ সম্পাদনের উপায় ও প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকারের উচিৎ হবে নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ব্যয় নির্বাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- দরিদ্র বসতির বাসিন্দাদের দ্বারা গঠিত কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (community based organization) সকলের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবে। এইসব সংস্থা দরিদ্রদের কণ্ঠস্বর; স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের কৌশলের বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আছে।

৪.২.৩ নগর দারিদ্র্য বিষয়ে সাধারণের অংশগ্রহণের মঞ্চ/প্লাটফর্মঃ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের সাথে সুশীল সমাজের মত বিনিময় অপরিহার্য। এইজন্য সুশীল সমাজের একটি সক্রিয় মঞ্চ/ প্লাটফর্মের প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ অনুরূপ মঞ্চ/ প্লাটফর্ম গঠনের কথা বলা আছে, তবে তা নির্দেশনামূলক (prescription) নয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনেক মঞ্চ/ প্লাটফর্ম তৈরি ও লালন করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি এবং দাতাদের অর্থায়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় গঠিত অন্যান্য কমিটি। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর আওতায় গঠিত স্থায়ী কমিটিগুলির এক একটি পৃথক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। এইসব কমিটি স্থানীয় সরকার কর্তৃক গঠিত বহু অংশীজন (multi stakeholder) দল; নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক শাখার প্রতিনিধিরা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। বিশিষ্ট নাগরিকদের কমিটিতে অবৈতনিক সদস্য (honorary member) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে। কমিটিগুলো নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে। যাইহোক এই আইনের আওতায় দরিদ্র বসতির জন্য পৃথক কোন স্থায়ী কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা নেই।

৪.৩. স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও নগর দারিদ্র্যঃ

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে স্থানীয় সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে; এই লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যেতে পারে। এই অধ্যায়ে অনুসরণযোগ্য প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৪.৩. ১ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এর ভিশন (vision) থাকতে হবেঃ

"অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের" ব্যাখ্যার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার নগর-দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করে কর্মসূচি গ্রহণ করে। মূলত এই উদ্যোগ কিছু মৌলিক সেবা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। নগর-দারিদ্র্য হ্রাসে দীর্ঘস্থায়ী সুফল পেতে হলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন উদ্যোগ একসঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থানীয় সরকারের আইনি ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো নিয়ে এই প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে; এই কাঠামোর আওতায় সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে স্থানীয় সরকারকে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রাধিকারের মধ্যে হতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হয়। এ কারণে স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের একটি ভিশন এবং কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণের কৌশল প্রণয়ন করতে হয়।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ভিশন হচ্ছে, "পরিবেশ বান্ধব, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, দূষণ মুক্ত, স্বাস্থ্যকর ও পরিকল্পিত এমন একটি নগর গড়ে তোলা যেখানে সকল বাসিন্দা সমান নাগরিক সুবিধা পাবে।" সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনাক্রমে জানা যায় তাদের এই ভিশন অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং তাদের সকল উন্নয়ন উদ্যোগে দরিদ্র বসতি সম্পৃক্ত থাকবে। যাই হোক নগরের বিরাজমান মৌলিক অবকাঠামোর দুর্বল অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিশনে বর্ণিত লক্ষ্যে পৌঁছান কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে হয়। উপরন্তু ঢাকার সান্নিধ্য ও বিকাশমান শিল্পের কারণে এই নগরে ব্যাপক অভ্যন্তরিন অভিগমন অব্যহত থাকবে। সে কারণে সিটি কর্পোরেশনকে সবসময়ই প্রত্যাশা পূরণের প্রচেষ্টাকে অব্যহত রাখতে হবে।

৪.৩.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

নগরের সুসংহত কাঠামোবদ্ধ (structured) উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশনে) আইন- ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে মহাপরিকল্পনা এবং সাইট (site) উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকবে। এই পরিকল্পনাগুলি উন্নয়ন কাজের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এ কাজটি মূলত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর UDD সম্পাদন করে এবং এই কাজে তারা নগর কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত ভাবে সম্পৃক্ত নাও করতে পারে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কোন মহাপরিকল্পনা নেই। তবে তাদের ৫, ১০ ও ২০ বছরের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এই সব কর্মপরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট নিম্নরূপ:

- ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, জলাশয়, সমূহের সংরক্ষণ; সবুজের সমারোহ সংরক্ষণ; সকল স্থানের শুচিতা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা, সকল প্রকার নাগরিক সেবা, স্বয়ংক্রিয় কারা; দরিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা; বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নতুন জায়গায় নির্মাণ করা; নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্যে সিটি সার্ভিস চালু করা।

- ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা: বিরাজমান পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করা, 3R ভিত্তিক বর্জ্য ববস্থাপনা, শীতলক্ষার উভয় তীরে বৃত্তাকার সড়ক পথ নির্মাণ, মেট্রোরেল চালু করা।
- ২০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা: ভূ উপরিস্থিত পানি আধুনিক পানি শোধনাগার নির্মাণ; বর্জ্য পানির শতভাগ বিশুদ্ধকরণ; সকল ক্ষুদ্র শিল্পে ETP প্রতিষ্ঠা; নিজেস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ।

এই সিটি কর্পোরেশনের ২০১৫-২০ মেয়াদ মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা ওয়ার্ড নং ১৫ ও ১৬ এর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৭-১৮ এবং ২০২১-২০২২ MGSP প্রকল্পের আওতায় বাবুরাইল খাল পুণর্বাসন কর্মপরিকল্পনা-২০১৭ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ পরিকল্পনা (২০১৮-১৯ এবং ২০২২-২৩) রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ভিশন (রূপকল্প) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নগর পরিকল্পনাবিদ জানিয়েছে ধার্য সময়ের মধ্যে প্রকল্প সম্পাদক প্রাপ্ত অর্থ ও উদ্ভুত প্রয়োজন দ্বারা প্রভাবিত হয়, সে কারণে প্রায়সই পরিকল্পনা সংশোধন করতে হয়। এই রূপকল্প বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সমাজ কল্যাণ শাখা আছে, এখানে কারনিকসহ ১৭ জন স্টাফ কর্মরত আছে। মুখ্য সমাজ কল্যাণ ও দরিদ্র বসতি কর্মকর্তা এই শাখার প্রধান। ১ জন সমাজে কল্যাণ কর্মকর্তা, ১ জন দরিদ্র বসতি উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ৯ জন কমিউনিটি কর্মী তাকে সহযোগিতা করে। দরিদ্র বসতিতে বাস্তবায়নাধীন দাতাদের কর্মসূচির জনবল এই শাখার কাজে সহযোগিতা করে।

৪.৪ নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার সক্ষমতা মূল্যায়নের দক্ষতা

৪.৪.১ দারিদ্র্য মোকাবেলায় অবস্থানের গুরুত্বঃ

অর্পিত দায়িত্ব পালনে **সিটি কর্পোরেশন** কতটা সক্ষম এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে তার জনবলের লভ্যতা। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৯ টি বিভাগ আছে; জোনাল অফিসের ৭ টি বিভাগ আছে। জোনাল অফিস স্থানীয় বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করে অন্যথায় তারা সিটি কর্পোরেশনের কাজের প্রতিবিম্বের ভূমিকা পালন করে।

সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৬৮৩টি, কর্মরত আছে ১৪৬ জন, ৫৩৭টি পদ শূন্য রয়েছে। শ্রেণি অনুযায়ী পদের বিভাজন নিচের চকে দেখান হল:

পদের শ্রেণি/গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণি (গ্রেড ১-৯)	৬২	৮	৫৪
২য় শ্রেণি (গ্রেড ১০)	২৭	৮	১৯
৩য় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)	৪০৭	৮০	৩২৬
৪থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)	১৮৭	৫০	১৩৮
মোট	৬৮৩	১৪৬	৫৩৭

জনবলের সার্বিক অবস্থা দুর্বল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শূন্য পদসমূহ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতি সাধন করছে। সিটি কর্পোরেশনের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। ১১০০ জনের জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য ২০১২ সালে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে ।
এলজিডির সংস্থাপন শাখা পদের সংখ্যা হ্রাস পূর্বক ৭৯৩ টি ধার্য করে ২০১৩ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে পদের সংখ্য আরো হ্রাস করে। তারা ৬৮৩ টি পদের অনুমোদন দিয়ে নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করার জন্য ২০১৫ সালে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে; প্রস্তাবটি এখনো অনিষপন্ন রয়েছে।

নগর দারিদ্র্য মোকাবেলায় **সিটি কর্পোরেশন** সকল কর্মী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে না। সেকশন ৪.২ এ, এসব কাজের গুরূত্বপূর্ণ পদসমূহ দেখানো হয়েছে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়ঃ

- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নাগরিকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করেন;

- প্রকৌশল উইং নগরের অবকাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু কাজ (রাস্তা, ড্রেন, কমিউনিটির জন্য কল) করা হয়েছে; অবকাঠামোর সার্বিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সব উদ্যোগ অতি সামান্য এবং সব দরিদ্র বসতি এ সুযোগ পায় না। নগরের অবকাঠামো পরিকল্পনায় দরিদ্র বসতিকে সংযুক্ত করার কোনো নজির নেই;
- সমাজ কল্যাণ ও দরিদ্র বসতি উন্নয়ন শাখা দরিদ্র বসতির উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজ তদারকের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৪.৪.২ দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাঃ

সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানে কিছু প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। অনেকে দাতাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির আওতায় আবশ্যিক প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করা হয়নি। নিচের ছকে ২০১৯ সালে সম্পাদিত প্রশিক্ষণের তালিকা দেওয়া হলঃ

প্রশিক্ষনের বিষয়	তারিখ	অংশগ্রহণকারী	আয়োজক সংস্থা
ময়লা পানি অপসারণ ও ড্রেন ব্যবস্থাপনা	২ অক্টোবর, ২০১৮	সিইও, মুখ্য সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, নগর পরিকল্পনাবিদ, এমও এবং বর্জ্য অপসারণ পরিদর্শক।	নগর সুশাসন প্রকল্প। (CGP)
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২৭-২৮ নভেম্বর, ২০১৮	বর্জ্য অপসারণ পরিদর্শক, ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সচিব।	নগর সুশাসন প্রকল্প। (CGP)
শিক্ষা ও কথোপকথন কর্মশালা	১২-১৩ আগষ্ট, ২০১৮	সিইও, সিএও, নগর পরিকল্পনাবিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, মুখ্য সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা।	জাইকা (JICA)- সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	সহকারী প্রকৌশলী।	পাওয়া যায়নি।
্ই-ফা্ইলিং	১-২ জানুয়ারী	এনসিসির ৬৩ জন ষ্টাফ।	পি এম ও (PMO)|
আঞ্চলিক অভিজ্ঞতা শেয়ার	৪ দিন, ২০১৮	নগর পরিকল্পনাবিদ	পাওয়া যায়নি।
সমস্যা বিশ্লেষণ	৩দিন, অক্টোবর ২০১৮	মুখ্য কল্যাণ কর্মকর্তা,বর্জ্য অপসারণ পরিদর্শক।	পাওয়া যায়নি।
বাজেট বাস্তবায়ন, নিরিক্ষা, কর মূল্যায়ন ও কর আদায়	৪ দিন, অক্টোবর ২০১৮	সি এ ও, কর কর্মকর্তা, হিসাব রক্ষক, কর আদায়কারী ও সহকারী কর আদায়কারী।	জা্ইকা (JICA) - সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো	১ দিন, অক্টোবর, ২০১৮	সিইও, ইই, মুখ্য সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা।	নগর সুশাসন প্রকল্প । (CGP)
নাগরিক সেবার উদ্ভাবনী	১ দিন, অক্টোবর ২০১৮	বর্জ্য অপসারন কর্মকর্তা।	নগর সুশাসন প্রকল্প । (CGP)
টেকসই নগর পরিবহন সূচক জাতীয় সক্ষমতা	২ দিন, সেপ্টেম্বর ২০১৮	নির্বাহী প্রকৌশলী।	ইউএন-ইএসসিএপি। (UN- ESCAP)
্উদ্যোক্তা্উন্নয়ন	১৫-১৮ আগষ্ট ২০১৮	নগর পরিকল্পনাবিদ।	পাওয়া যায়নি।
শিক্ষা ও কথোপকথন	৫ দিন ২০১৮	সিএও, নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদ কর কর্মকর্তা।	নগর সুশাসন প্রকল্প । (CGP)
মৌলিক স্বাস্থ্য বিধি,এ্ইচ্এ সিসিপি	৫-৯ আগষ্ট ২০১৮	শুচিতা পরিদর্শক।	এন সি সি (NCC)
ক্ষুদ্র্উন্নয়ন প্রকল্প	২১ জুল্াই ২০১৮	নগর পরিকল্পনাবিদ,সহকারী প্রকৌশলী	বিপিএটিসি (BPATC)
মেডিকেল ব্যবস্থাপনা কনসালটেশন ওয়ার্কসপ	২২ জুল্াই ২০১৮	মেডিকেল কর্মকর্তা	বিপিএটিসি (BPATC)

এই সমীক্ষার অংশ হিসাবে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন সকল বিভাগের দ্রুত TNA অনুশীলন করা হয়, এতে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়েছেঃ

শাখা	চিহ্নিত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে
সাধারণ	• স্থানীয় সরকার (সিট কর্পোরেশন) আইন, বিধিমালা, আরটিআই (RTI) ও চাকরি বিধিমালা; • ই-ফাইলিংসহ , অফিস ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ব্যবহার ও ক্লায়েন্টের সঙ্গে আচরণ ;
প্রকৌশল	• প্রকল্প পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন; • ই-ফাইলিংসহ অফিস ব্যবস্থাপনা; • টেস্টিং ল্যাব পূর্ত প্রকৌশলীর ও টেকনিশিয়ানদের জন্য; • ই-জিপি সকল প্রকৌশলীর জন্য; • সড়ক বাতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুত প্রকৌশলীর জন্য; • সকল ষ্টাফের কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত সক্ষমতা উন্নয়ন এবং অফিস ব্যবস্থাপনা; • ই-ক্রয় ব্যবস্থা/ ই-দরপত্র ব্যবস্থা;
কর নির্ধারণ	• ক্লায়েন্টের সাথে আচরণ; • সিটি কর্পোরেশন মডেল কর-২০১৬ ও বাংলাদেশের কর আইন; • ই-ফাইলিংসহ অফিস, অফিসের শালীনতা, অফিস ব্যবস্থাপনা
কর আদায়	• আচররেণ ধরণ, কর আদায় কৌশল, আদায়কারীদের জন্য; • বাংলাদেশের কর আইন, তিন দিনের প্রশিক্ষণ; • সিটি কর্পোরেশনের কর তপশিল মডেলসহ ও বাংলাদেশের কর আইন; • মৌলিক কম্পিউটর প্রশিক্ষণ ২/৩ দিন সকল ষ্টাফের জন্য ।
অর্থ ও হিসাব	• IBAS++ প্রশিক্ষণ এবং বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে IBAS++ এর সাথে যুক্ত করা; • বজেটে ইকোনমিক কোড ব্যবহার; সকল স্টাফের জন্য; • ই-ফাইলিং, কম্পিউটার ব্যবহার ও অফিস ব্যবস্থাপনা; সকল স্টাফের জন্য; • ই-ক্রয় ব্যবস্থা
স্বাস্থ্য	• টিকা দান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ; • প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান পদ্ধতি; অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সফর;
দরিদ্র বসতি উন্নয়ন	• কমিউনিটি উন্নয়ন ও অংশ গ্রহণ; • কমিউনিটির চাহিদা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ; • সামাজিক জরিপের পদ্ধতি; • ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	• কম্পিউটার ব্যবহার ও অফিস ব্যবস্থাপনা; • হাসপাতালের বর্জ্যসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পরিদর্শন; • মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি।
ভূসম্পদ	• ভূমি আইন ও ভূসম্পদ ব্যবস্থাপনা; • স্থানীয় সরকার (সিট কর্পোরেশন) আইন, বিধিমালা;

উৎসঃ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন হতে সংগৃহিত প্রাথমিক ডাটা: সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

৪.৪.৩ নগর-দারিদ্র্য হ্রাসে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও মূল দক্ষতা

যেহেতু দারিদ্র্যতা একটি জটিল বিষয় এটি মোকাবেলার জন্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা স্বাভাবিকভাবে যেসব দক্ষতার অধিকারী হন তার অতিরিক্ত কিছু দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। অতিরিক্ত দক্ষতা সমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নগর দারিদ্র্য ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সক্ষমতার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা জরুরি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নগরের দরিদ্র কমিউনিটির মৌলিক সেবা সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কমিউনিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও মধ্যস্থতা করার যোগ্যতা একজন কর্মকর্তার থাকতে হবে। একজন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কমিউনিটির চাহিদা বুঝতে পারা, অবকাঠামো সেবার ফাঁক চিহ্নিত করা, নকশা পড়া ও বুঝতে পারা, উপাত্ত বিশ্লেষণ, যোগাযোগের দক্ষতা, দরিদ্র বসতি এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারক, পরিবীক্ষণ এবং সেবা ও মালামাল সংগ্রহে পারদর্শী হতে হবে। এইসব দক্ষতা ছাড়া তারা নগর-দরিদ্রের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন বা সমস্যার সমাধানে উপনীত হতে পারবে না। যেসব অতিরিক্ত দক্ষতার প্রয়োজন তা নিচে দেখানো হলোঃ

- **কার্যকর যোগাযোগঃ**

সুবিধাভোগীদের সাথে স্বাচ্ছন্দে কাজ করার লক্ষ্যে সকল কর্মচারীর এ দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। এ দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন কারণ প্রান্তিক কমিউনিটির সদস্যরা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কম-বেশি সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে, সে জন্য তারা খোলামেলা আলোচনা নাও করতে পারে। ধীরে ধীরে তাদের আস্থা অর্জনের জন্য কৌশল ও কূটনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন। অবিশ্বাস থেকে সহযোগিতার সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোচনাকালে উদ্ভূত যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানের দক্ষতা থাকতে হবে।

- **পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়নঃ**

এনজিও/দাতা কমিউনিটি অথবা স্থানীয় সরকারের নিয়মিত চুক্তিভিত্তিক চ্যানেলের মতো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য এই দক্ষতার প্রয়োজন। কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থার তুলনায় স্থানীয় সরকার কর্মচারীদের পৃথক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে তা পরবর্তি টেবিলে দেখানো হয়েছে।

- **সংগ্রহঃ (procurement)**

প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট কাজের সংগ্রহের ক্ষেত্রে পৌরসভার অধিকাংশ কর্মচারীই দক্ষ। অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাজ নগর দরিদ্রদের জন্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজ (Soft) দক্ষতার প্রয়োজন হয়; এক্ষেত্রে কিছুটা জানাশোনার (knowledge) প্রয়োজন। পৌর কর্মচারীদের সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই, দরিদ্র বসতির বাসিন্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত ধারণা সেবা সংগ্রহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

- **নকশা ও উপাত্ত বিশ্লেষণঃ**

এই দক্ষতা কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক প্রয়োজন কারণ এ বিষয়ে তাদের ধারণা সীমিত বা একেবারেই নাই। যেকোনো চাক্ষুষ উপস্থাপন ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। ওয়ার্ড ও নগরের মানচিত্র সমন্বয়ে নিচ হতে উর্ধমুখী পরিকল্পনা (bottom up planning) প্রণয়নের উপর স্থানীয় সরকার গুরুত্ব আরোপ করলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হবে। মানচিত্রের লিজেন্ড প্রকাশ করার জন্য সাধারণ নির্দেশকের সেট প্রস্তুত করতে হবে। এ ধরনের সেট নগর ভিত্তিক হতে হবে। এই সাধারণ নির্দেশকগুলি মানচিত্র বুঝতে সহায়তা করবে। যাইহোক দরিদ্র বসতির বাসিন্দাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের গাণিতিক উপাত্ত ব্যবহার না করার এবং চাক্ষুষ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার সুপারিশ করা হচ্ছে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ দরিদ্র বসতির বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দারিদ্র্য হ্রাসের বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য কোনরূপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নাই। উপরন্তু তাদের দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে যা অর্জিত হলে সংশ্লিষ্ট শাখার কাজে গতির সঞ্চার হবে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শাখার স্টাফ এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ নিচের ছকে দেখান হলঃ

অংশগ্রহণকারী	প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র
স্থানীয় সরকারের মধ্যে	
মেয়র ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ	• যোগাযোগের দক্ষতা ও অনুপ্রাণিত করার কৌশল; • অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মূল সূত্র; • পরিবীক্ষণের মূলসূত্র; • সমন্বয়: • নগর দারিদ্র্যের জটিলতা, বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত উপলব্ধি; • নগর স্বাস্থ্য ও শুচিতা; • সুশীল সমাজ সংগঠনের সঙ্গে কাজ; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
প্রকৌশল শাখা	• পৌর প্রকৌশল সেবার ব্যবস্থাপনা, এর মধ্যে কঠিন বর্জ্য, হাসপাতাল বর্জ্য, পানি সরবরাহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে; • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; • বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Rainwater Harvesting); • অবকাঠামো পরিকল্পনা, বিশেষ করে GIS মানচিত্রের সহায়তায় ।
নগর পরিকল্পনা শাখা	• GIS ম্যাপিং; • নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা; • পরিবেশ ব্যবস্থাপনা; • আর্থসামাজিক পরিকল্পনা
অর্থ ও হিসাব শাখা	• আর্থিক পরিকল্পনা কর ধার্য ও কর আদায়; • সম্পত্তি কর ব্যবস্থাপনা; • ফলাফল ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন এবং ডবল এন্ট্রি একাউন্টসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা।
কমিউনিটি ভিত্তিক (Community-based)	
দরিদ্র বসতির কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন	• দরিদ্র বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পরিকল্পনা (Micro planning); • চলমান অবকাঠামো কাজ পরিবীক্ষণের মূলসূত্র; • ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধে কমিউনিটির প্রদত্ত অর্থ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হিসাবরক্ষণ; • জনসম্মুখে বক্তব্য প্রদান; • জীবিকা উন্নয়নের দক্ষতা সংশ্লিষ্ট চাহিদা ভিত্তিক বিবিধ প্রশিক্ষণ।

৪.৪.৪ দরিদ্রমুখী নগর পরিকল্পনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুবধার্থে মঞ্চ/প্লাটফম সৃষ্টি

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার জন্য মঞ্চ/প্লাটফর্ম প্রয়োজন; দরিদ্রদের সম্পৃক্ত করার এ পদ্ধতির প্রভাবে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে এর জন্য প্রয়োজন স্থানীয় সরকার এবং কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান উভয়েরই অঙ্গীকার এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচেতন প্রচেষ্টা। অধ্যায় ৪.২ এ সম্পৃক্ত করার মঞ্চ/প্লাটফর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান বিভিন্ন মঞ্চ/প্লাটফর্ম এর অবস্থা (status) সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

স্থায়ী কমিটি ঃ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ অনুসারে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ২০ টি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিগুলি ৩০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশনের ১৭ তম সভায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত স্থায়ী কমিটিগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেঃ

- অর্থ ও সংস্থাপন
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষা,
- স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ,
- নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন,
- নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ
- পানি ও বিদ্যুৎ
- সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক

সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে প্রতি তিনমাস অন্তর স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০-৬০% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। দারিদ্র হ্রাসের বিষয়ে কোন স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় নি।

৪.৪.৫ দরিদ্রবান্ধব নীতি ও প্রকল্প পরিবীক্ষণঃ

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কোনরূপ পরিবীক্ষণ অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। নগর পর্যায়ে অংশীজনদের সাথে আলোচনা সভায় পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপাও সংগ্রহ করে এবং এদের মাধ্যমে অত্যন্ত দুর্বল পরিবীক্ষনের ব্যবস্থা চালু রেয়েছ। সিডিসি ফেডারেশন নগর সমন্বয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করে সেই সুবাদে তাদের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্যের বিষয়গুলি নগর সরকারের কাছে পৌঁছে যায়।

৪.৫ সিদ্ধান্ত সংক্ষেপ ও মূল পর্যবেক্ষণ

এ অধ্যায়ের মূল্যায়ন (assessment) হতে উদ্ভূত মূল সিদ্ধান্ত সমূহঃ

- **আইনি কাঠামোঃ**

নীতিতে উল্লেখযোগ্য ফাঁক (gaps) ও **দুর্বল বিকেন্দ্রীকরণ** ব্যবস্থার সমন্বিত প্রভাবে দরিদ্র বসতি উন্নয়নে পরিকল্পিত বিনিয়োগসহ স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। নগর দারিদ্র্য মোকাবেলা, দরিদ্র বসতি এলাকার উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ ও তাদের পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্থানীয় সরকারকে ন্যূনতম সম্পৃক্ত করার মতো সুস্পষ্ট উল্লেখ বাংলাদেশের কোন আইনে নেই। বস্তুত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ শুধুমাত্র এক জায়গায় দরিদ্র বসতির কথা উল্লেখ রয়েছে আর তা হচ্ছে দরিদ্র বসতি ব্যবস্থাপনার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান। পৌরসভা আইনে স্থানীয় সরকারকে স্বায়ত্তশাসিত সত্তা বলা হয়েছে। সে কারণেই স্থানীয় সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ব্যাখ্যার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নগরের দরিদ্র কমিউনিটিকে দরিদ্রমুখী আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উপায় (means) হিসাবে তাদের নগরের একীভূত করে নিতে হবে। যাই হোক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে ও ভূমিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রবিধান না থাকায় প্রায়ই স্থানীয় সরকারের ইন্সটিটিউশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সির মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়, সে কারণে নগরের দরিদ্ররা নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত, অপর দিকে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এ স্থানীয় সরকারের জন্য কাজের তালিকা সন্নিবেশিত রয়েছে, কিন্তু দুর্বল বিকেন্দ্রীকরণের কারণেই স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃত্বের অভাব রয়েছেঃ

(অ) পূর্ত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন; (আ) গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগের ক্ষমতা, কারণ সরকার উচ্চ পর্যায়ে লোক নিয়োগ করে থাকে, যেমন CEO নিয়োগ; (ই) আর্থিক সিদ্ধান্ত, যেমন করের হার ধার্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

- **নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সেটআপঃ**
  নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অনেকগুলি কমিটি আছে। সব কমিটি আইনের আওতায় গঠিত নয়। এই সব কমিটির মধ্যে সমন্বয় কমিটি, স্থায়ী কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি, সুশীল সমাজ সমন্বয় কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কমিটি আইনের আওতায় গঠিত। ওয়ার্ড কমিটিগুলি সিডিসিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং বিশেষ বিষয়সমূহ নগর পর্যায়ে উপস্থাপন করে।

- **নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জনবলঃ**
  অনুমোদিত জনবলের ৮৬% পদ শূন্য থাকায় জনবলের বিবেচনায় এই সিটি কর্পোরেশন দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের একটি সমাজ কল্যাণ ও দরিদ্র বসতি উন্নয়ন শাখা আছে। এই শাখায় যৌক্তিক সংখ্যক জনবল রয়েছে। LIUPC, অন্যান্য দাতা এবং এনজিও কর্মসূচির কর্মীরাও দরিদ্র বসতিতে কাজ করেন। নগর দারিদ্র্যের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির কার্যপরিদীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; তবে এই সব কমিটিতে মাঠপর্যায়ের বা প্রশাসনের কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত আছেন কিনা জানা যায়নি।

- **নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণঃ**
  কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত নয়, মূলত এটি সরকারি নির্দেশনা ও দাতাদের কর্মসূচির অনুসরণ মাত্র। **নারায়নগঞ্জ** সিটি কর্পোরেশন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করেনি এবং তাদের কোনো প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার নেই। জটিল নগর দারিদ্র্যকে বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। দরিদ্রদের চাহিদা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিষয়টির উপর সাম্যক ধারণা অর্জন অতীব প্রয়োজনীয়। দাতাদের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সুবাদে পৌরসভার স্টাফরা কিছু বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন, সকল ক্ষেত্রেই যথাযথ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক শাখার কর্মচারী (প্রকৌশল উইং, নগর পরিকল্পনা শাখা, অর্থ ও হিসাব শাখা), জনপ্রতিনিধি ও দরিদ্র বসতির কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের জন্য উপরের ৪.৪.৩ সেকশনে কিছু দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, এর মধ্যে কিছু মূল দক্ষতা আছে যা এই চিহ্নিত কর্মচারী-কর্মকর্তাসহ সংগঠনের সকলের জন্যই প্রয়োজনীয়। মূল দক্ষতা সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ ১. কার্যকর যোগাযোগ ২. পরিবীক্ষণ ৩. মূল্যায়ন ও ৪. সংগ্রহ (procurement)। প্রত্যেক শাখার নির্দিষ্ট কাজের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর (content) পরিমার্জন/পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। সকল প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বৃদ্ধি করা

- **অংশগ্রহণের মঞ্চ/প্লাটফর্মঃ**
  পরিকল্পনা ও কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকারী আনুষ্ঠানিক কাঠামো নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে **আছে।** এই সব **মঞ্চ/**প্লাটফর্ম অনেক পুরাতন এবং ভাল কাজ করছে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টির কাঠামোঃ**
- **নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের** পরিকল্পনা শাখায় যৌক্তিক সংখ্যক কর্মী রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন মেয়াদের উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে; বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন কালে এই সব উন্নয়ন পরিকল্পনা বিবেচনায় নেওয়া হয়।

৫. দারিদ্র্য মোকাবেলায় আর্থিক সক্ষমতার মূল্যায়ন

এই অনুচ্ছেদে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বাজেটের মূল রাজস্ব আয়ের খাত, ব্যয়ের খাত এবং দরিদ্র বসতি উন্নয়নে বরাদ্দের গত পাঁচ বছরের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জনসংখ্যার বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের প্রেক্ষিতে দরিদ্র বসতি এলাকায় আগামী পাঁচ বছর পানি সরবরাহ ও শুচিতা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভিক্ষেপন করা হয়েছে। রাজস্ব বৃদ্ধি ও জনগণের অর্থ (public finance) ব্যবস্থাপনায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে; বিরাজমান জনবলের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫.১ ভূমিকা

স্থানীয় সরকারের আর্থিক সক্ষমতা দরিদ্রমুখী নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দরিদ্র কমিউনিটির অবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা করে। স্থানীয় সরকার বাসস্থান ও মৌলিক পৌরসেবা প্রদানসহ এমন অনেক কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত যার সঙ্গে বহুমুখী দারিদ্র্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় সরকার রাজস্বের অভাবে কাঙ্খিত পর্যায়ে সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা দারিদ্র্যের মাত্রা (scale) ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। এই প্রভাব স্থানীয় সরকারের প্রত্যক্ষ অধিক্ষেত্র যেমন সম্পদ (গৃহায়নের জন্য ভূমি), অবকাঠামো, সেবা এবং পরোক্ষ অধিক্ষেত্র যেমন স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিলক্ষিত হয়।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে ৯০ টি দরিদ্র বসতি আছে; দরিদ্র বসতিগুলির জনসংখ্যা ছিল ১,২৮,৭৬৫ জন । যাই হোক দরিদ্র বসতিগুলির তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয় না। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন সেবা প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছে, তবে শর্ত দেয়া হয়েছে যে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সীমাবদ্ধতা স্থানীয় সরকারের আর্থিক সামর্থ এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানের গুণগত মান ও ব্যাপ্তির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে নিম্নআয়ের বসতিগুলো পৌরসেবার বাইরে থেকে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। ঢাকার সন্নিকটে হওয়ায় নারায়নগঞ্জ একাধারে কিছু চ্যালেঞ্জ ও সুবিধার সম্মুখীন। অতীতে দাতাদের অর্থায়নে বাস্তবায়ীত প্রকল্পের সুফল নগরের অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এখনো বিরাজমান।

স্থানীয় সরকার সমূহের উচিত আইন অনুযায়ী তাদের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সকল উৎস হতে সম্ভাব্য সর্বাধিক (optimum level) কর আদায় করা এবং ১. নিজেস্ব রাজস্ব ২. প্রকল্প ওয়ারি থোক অনুদান ৩. নিঃশর্ত অনুদান ৪. বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত ঋণ, এই চারটি উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে প্রণীত বাজেট পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করা। কাজ, কর্মচারী ও অর্থায়নের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়ে আর্থিক সঙ্গতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও প্রতিটি নগরী পৃথক এবং তাদের পৃথক পৃথক চ্যালেঞ্জ রয়েছে তথাপি দেখা যায় যে, আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর স্থানীয় সরকারগুলো যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিখুঁত ডিজাইন প্রস্তুত ও দক্ষতার সাথে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম, সর্বোপরি তারা নগরের সুশাসনের বৃহত্তম প্রেক্ষিতে উন্নয়ন উপযোগী ও অনুকরণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়নেও সক্ষম হয়।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বর্তমানে ১. ভূমি ও ভবনের বার্ষিক মূল্যের উপর হোল্ডিং কর; ২. বতি ; ৩. বর্জ্য অপসারণ ও ড্রেনেজ ; ৪. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ; ৫. পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসা; ৬. ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ; ৭. বিজ্ঞাপন; ৮. সিনেমা; ৯. গাড়ির ইত্যাদির উপর কর, ডিউটিস, রেট ও ফিস আরোপ করে থাকে। প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন দারুনভাবে জাতীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। এই সিটি কর্পোরেশনের কর আদায়ের প্রকৃতি যদৃচ্ছ ও অপরিকল্পিত। সম্প্রতি নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন তার নিজেস্ব উৎস হতে বিশেষ করে উপ-কর উৎস হতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সিটি কর্পেরেশনের রাজস্ব আয়ের ও ব্যয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন দৃশ্যকল্পে দরিদ্র বসতিতে পানি সরবরাহ ও শুচিতা সুবিধা প্রদানের ব্যয় অভিক্ষোপন করার উদ্দেশ্যে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাফল্যের নির্ণায়ক হচ্ছে দরিদ্র বসতি উন্নয়নে তার সক্ষমতা। এই সক্ষমতা নির্ভর করে সিটি কর্পোরেশনের নিজেস্ব রাজস্ব আহরণের উপর, কারণ ঐ অর্থ তারা দরিদ্রমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৫.২ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিশ্লেষণ:

নগর এলাকায় রাজস্বের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে হোল্ডিং কর; স্থানীয় সরকার তার নিজেস্ব উৎস হতে রাজস্ব আয় গড়ে ৪০%-৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অংশ এখনো আসে জাতীয় সরকারের অনুদান হতে। সরকারি অনুদানের মধ্যে সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রদত্ত অনুদানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রের হোল্ডিংসমূহের মূল্যায়ন কয়েকটি স্তরে করা হয়েছে- ১ম স্তর ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নারায়নগঞ্জ সদরে; ২য় স্তরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে, সিদ্ধিরগঞ্জে; ৩য় স্তরে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কদম রসুলে। এই মূল্যায়ণের ভিত্তিতে বর্তমানে হোল্ডিং কর আদায় করা হচ্ছে। এই সিটি কর্পোরেশনের উচিত এই তথ্য ভাণ্ডার নিয়মিত হাল নাগাদ রাখা।

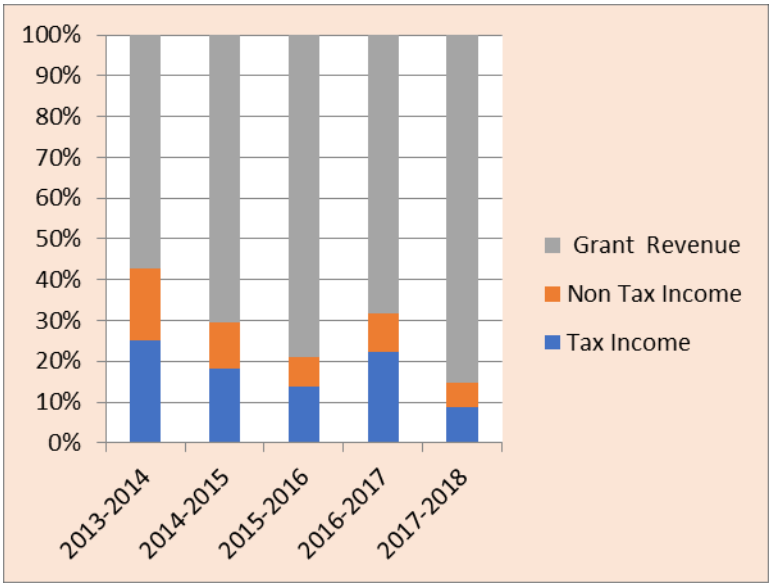

ফিগার ৯ঃ মোট রাজস্বে কর. উপ-কর ও অনুদানের অংশ, ২০১৩ - ২০১৭

প্রবণতার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন টিকে থাকার জন্য জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর অতীব নির্ভরশীল। সিটি কর্পোরেশনের মোট আয়ের মধ্যে ব্লক অনুদানের অংশ কোন সুনির্দিষ্ট প্রবণতা প্রকাশ করে না। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনুদানের উপর নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্ভরশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর এবং উপ-কর রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১.৫ গুন। এই সময় কর ও উপ-কর রাজস্বের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৮% এবং ২১% অর্জিত হয়। নগরের আর্থিক কর্মকাণ্ড (উচ্চমানের স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, চা প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি) বৃদ্ধির কারণে এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। হোল্ডিং কর, পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর, স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর কর হতে আদায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মোট রাজস্বে সিটি কর্পোরেশনের নিজেস্ব রাজস্বের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুপাতিক হিসাবে ও মূল্যের বিবেচনায় কর রাজস্ব উপ-কর রাজস্বের তুলনায় এগিয়ে আছে। ঢাকার নিকটবর্তী হওয়ায় নারায়নগঞ্জ কিছুটা অবস্থানজনিত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ভোগ করে; এই সুবিধার কারণে নারায়নগঞ্জ শহরে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলশ্রুতিতে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কর রাজস্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের নিজেস্ব উৎস হতে রাজস্ব উপার্জনের যথেষ্ঠ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে নিজেস্ব উৎস হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত কম। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সিটি কর্পোরেশনের মোট রাজস্বে নিজেস্ব উৎস হতে প্রাপ্ত রাজস্বের অংশ ছিল ১৮%, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই অংশ প্রান্তিক হ্রাস পেয়ে ১৭% হয়, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই অংশ ব্যাপক হ্রাস পেয়ে ৮% হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট রাজস্বে হোল্ডিং কর এর অংশ ছিল ৪০%, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই অংশ হ্রাস পেয়ে ১৭% হয়। একই সময়ে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ৪১% হতে হ্রাস পেয়ে ৩৫% হয়। পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসার উপর কর প্রায় ৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫% হয়েছে, নগরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে এই উৎসের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট রাজস্বে ব্লক অনুদানের অংশ ছিল ৭৯%, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৫%। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট রাজস্বে কর ও উপ-কর রাজস্বের অংশ ৭৫%। আগেই বলা হয়েছে বিবেচ্য সময়ে অনুদান রাজস্বের তুলনায় কর ও উপ-কর রাজেস্বে উচ্চ হারে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে; ফলে মোট রাজস্বে অনুদান রাজস্বের অংশ হ্রাস পেয়েছে। নিচের ছকে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কর, উপ-কর ও অনুদান রাজস্ব এবং মোট রাজস্বে তাদের অংশের বছর ওয়ারি হিসাব দেখান হয়েছেঃ

(হিসাব মিলিয়ন টাকায়)

	২০১৩-২০১৪		২০১৪ - ২০১৫		২০১৫- ২০১৬		২০১৬ -২০১৭		২০১৭-১৮	
রাজস্বের ধরণ	মিলিয়ন টাকা	রাজস্বের % অংশ	মিলিয়ন টাকা	রাজস্বের % অংশ	মিলিয়ন টাকা	রাজস্বের % অংশ	মিলিয়ন টাকা	রাজস্বের % অংশ	মিলিয়ন টাকা	রাজস্বের % অংশ
কর	২৩৩.৮১	২৫.০৪	২৬৫.১৭	২৫.৬১	৩১১.৫৫	১৭.৫০	৪২২.৩৯	৩২.৪৩	৪৪৩.৬৫	১০.১৬
উপ-কর	১৬৫.৫১	১৭.৭২	১৬৫.৪৭	১১.২৯	১৬৪.৫৮	৭.২৯	১৮০.৬৬	৯.৪৮	৩১৩.৯৮	৬.১৩
অনুদান	৫৩৪.৫৪	৫৭.২৪	১০৩৫.২৩	৭০.২৬	১৭৮০.৪৫	৭৮.৯০	১৩০২.৩৪	৬৮.৩৫	৪৩৬৬.১৭	৮৫.২১
মোট	৯৩৩.৮৬		১৪৬৫.৮৭		২২৫৬.৫৮		১৯০৫.৪০		৫১২৩.৮০	

ছক নং ১: কর, উপ-কর ও অনুদান রাজস্ব এবং মোট রাজস্বে তাদের অংশ।

অপর দিকে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয় কোনরূপ নিয়ম নীতি অনুসরণ না করেই সিটি কর্পোরেশনে অনুদান বরাদ্দ প্রদান করে।

২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সরকারসহ বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদানের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫৮%, তবে সরকার কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করে খামখেয়ালী ভাবে অনুদান প্রদান করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনুদান পাওয়া যায় ৫৩৫ মিলিয়ন টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনুদান পাওয়া যায় ৪৩৬৬ মিলিয়ন টাকা । ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর সময়ে, সিটি কর্পোরেশনের প্রাপ্ত মাথাপিছু অনুদানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৯৪%। বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রাপ্ত মাথাপিছু অনুদানের প্রবৃদ্ধি মাথাপিছু কর ও উপ-কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি ছিল। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর নিজেস্ব রাজস্বের একটি বড় উৎস। তবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের উপর সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এটি প্রত্যয়যোগ্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হয় না। এই কর সাব-রেজিস্ট্রার অফিস আদায় করে এবং আদায়কৃত কর সিটি কর্পোরেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করে। কর ও উপ-কর হতে আহরিত রাজস্ব উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাওয়া সিটি কর্পোরেশনের জন্য আশাব্যাঞ্জক চিত্র তুলে ধরে। বলা যায় এই সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব আহরণের বিষয়ে স্বল্প মেয়াদে সঠিক খাতে রয়েছে। নিজেস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনসিসি'র কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেমন নগরের সকল স্থাবর সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভাণ্ডার সৃজন, পানির সংযোগের উপর এককালীন কর আরোপ। এনসিসি'র কর ও উপ-কর রাজস্বের সংকীর্ণ ভিতের কারণে নিজেস্ব রাজস্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রভাব লক্ষণীয় নয়। নগরের নির্মাণ কাজসহ বিভিন্ন কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর আদায় ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এই সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

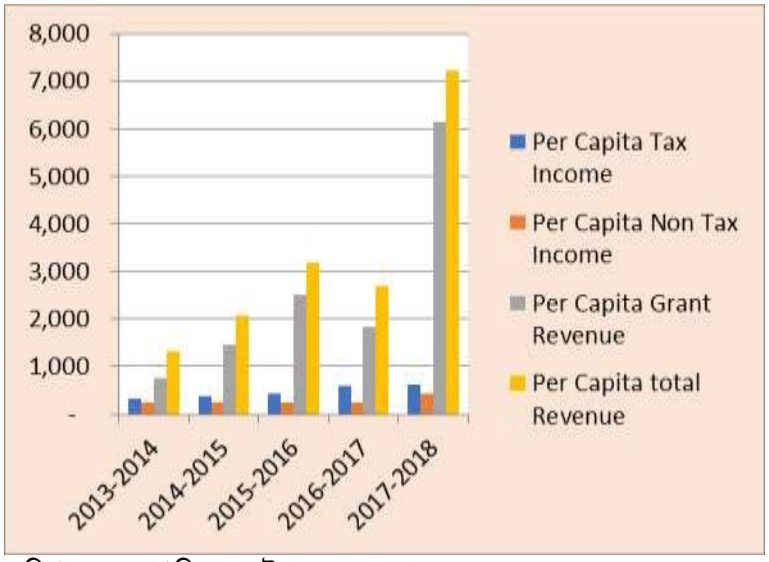

ফিগার ১০ ঃ মাথাপিছু কর. উপ-কর ও অনুদান, ২০১৩ - ২০১৮

৫.২.১ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব কর রাজস্বের উৎস এবং অংশ

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের **নিজস্ব কর রাজস্বের** প্রায় ৩৬% আসে স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর কর হতে। বিবেচ্য সময়ের প্রথম বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে এই করের অংশ হ্রাস পায়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর কর হতে মোট কর রাজস্বের ৪১% পাওয়া যায়। পরবর্তী বছরসমূহে এই করের অংশ হ্রাস পেতে থাকে। এই সিটি কর্পোরেশনের **নিজস্ব কর রাজস্বের** প্রধান উৎসগুলির মধ্যে **ভূমিভিত্তিক দুইটি কর রয়েছে; এগুলি হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর, ভূমি ও ভবনের বার্ষিক মূল্যের উপর হোল্ডিং কর।** অরো আছে ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মণ কর। এই খাতগুলি হতে প্রতি বছর গড়ে মোট কর রাজস্বের তিন চতুর্থাংশ রাজস্ব পাওয়া গেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভূমি ভিত্তিক দুইটি কর হতে ১১৩ মিলিয়ন টাকা রাজস্ব পাওয়া যায়, ২০১৭ -২০১৮ অর্থ বছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ উপর কর এর গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৪২%। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট কর রাজস্বের যথাক্রমে ৯% এবং ১৫% এর বেশি রাজস্ব পাওয়া গেছে ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ উপর কর হতে। এটি নগরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির প্রতিফলন। যদিও সিটি কর্পোরেশন যানবাহন এবং অন্যান্য কিছু ধার্য করে থাকে তবে এসব উৎস হতে রাজস্ব প্রাপ্তি অতি নগণ্য। বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর রাজস্ব হতে উপ-কর রাজস্বের উপর গুরুত্ব অরোপের বিষয়ে এই সিটি কর্পোরেশনের ঔদাসীন্য রয়েছে।

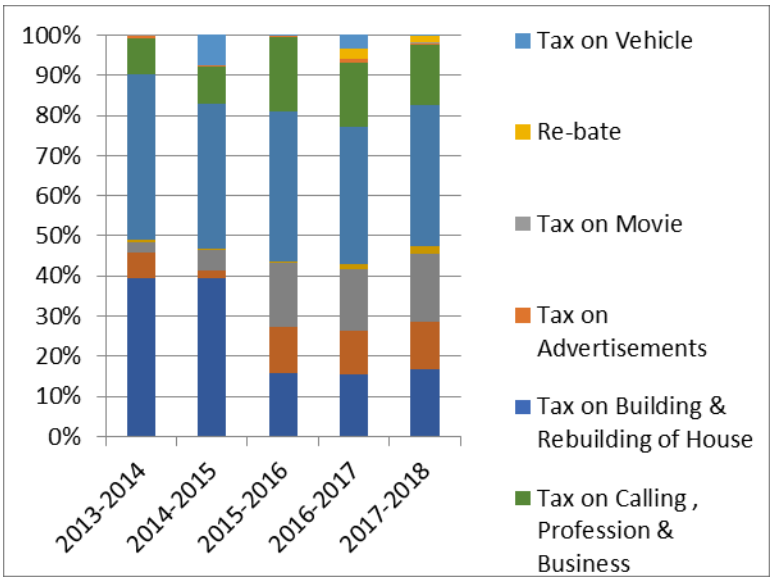

ফিগার ১১: মোট কর রাজস্বে বিভিন্ন করের অংশ ২০১৩-২০১৮

নিচের ছকে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট কর রাজস্বে বিভিন্ন উৎসের কর রাজস্ব দেখান হলোঃ

অর্থ বছর / করের উৎস	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ভূমি ও ভবনের উপর হোল্ডিং কর	৩৯.৫৬	৩৯.৯২	১৫.৯৪	১৫.৪৪	১৬.৭৪
বাতি কর	৬.১২	২.১৩	১১.৩৯	১০.৯৭	১১.৯৬
বর্জ্য ও ড্রেন	২.৬২	৪.৯৯	১৫.৯৪	১৫.১২	২.০৪
সারচার্জ	০.৫৯	০.৪৩	০.২২	১.৫৫	২.০৪
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর	৪১.৩৮	৩৬.০৩	৩৭.৫৩	৩৩.৯৯	৩৫.১৯
পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর	৮.৯৩	৯.১৪	১৮.৪৮	১৬.০৭	১৫.০৪
ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ কর	০.০১	-	-	-	-
বিজ্ঞাপন কর	০.৬৫	০.৪৯	০.৪৪	০.৮৩	০.২৭
সিনেমা	০.০৯	০.০৪	-	-	০.৩৪
রেইটস	-	-	-	২.৬৪	১.৫৯
যানবাহন কর	০.০৪	৭.৪৩	০.০৬	৩.৩৯	০.০৯

ছক নং ২: মোট কর রাজস্বে বিভিন্ন উৎসের কর রাজস্ব

৫.২.২ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজেস্ব উপ-কর রাজস্বের উৎস এবং অংশ:

গত পাঁচ বছরে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উপ-কর রাজস্ব আদায় তুলনা মূলক বিচারে এবং প্রকৃত অর্থে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে উপ-কর রাজস্ব ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১৬৫ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৩১৪ মিলিয়ন টাকা আহরিত হয়; এ ক্ষেত্রে উপ-কর রাজস্ব আদায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপ-কর রাজস্ব বৃদ্ধির পিছনে আছে নতুন ক্ষেত্রে উপ-কর আরোপ ও আদায়ে সাফল্য। এ্যাপার্টমেন্ট/ সিটি মার্কেটের প্রিমিয়াম বাবদ রাজস্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুর হাটের অস্থায়ী ইজারা ও পৌর বাজারের দোকান ভাড়া হতে গত পাঁচ বছরে উপ-কর রাজস্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পশুর হাটের অস্থায়ী ইজারা হতে মোট উপ-কর রাজস্বের ১১% এর বেশি পাওয়া যায়। পরবর্তী বছরগুলিতে এই অংশ হ্রাস পেতে থাতে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ৮% পৌছায়। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে প্রধান প্রধান কর ও উপ-কর আদায় ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্য রয়েছে; সম্ভবত জনবলের স্বল্পতা সামঞ্জস্যহীনতার কারণ।

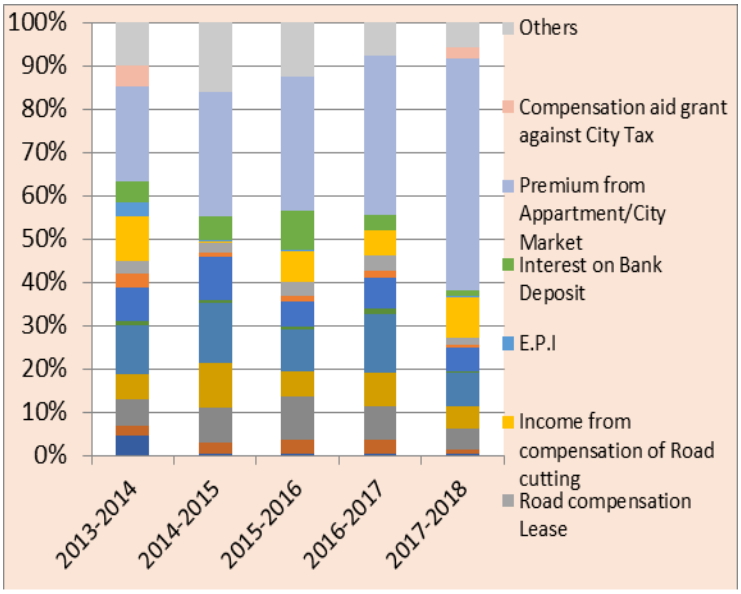

ফিগার ১২: মোট উপ-কর রাজস্বে বিবিন্ন উৎসের উপ-করের অংশ ২০১৩-২০১৮

নিচের ছকে সিটি কর্পোরেশনের মোট উপ-কর রাজস্বে বিভিন্ন উৎসের উপ-করের অংশ দেখান হয়েছে:

অর্থ বছর / উপ-কর খাত	২০১৩-২০১৪ মোট উপ-কর রাজস্বে অংশ	২০১৪-২০১৫ মোট উপ-কর রাজস্বে অংশ	২০১৫-২০১৬ মোট উপ-কর রাজস্বে অংশ	২০১৬-২০১৭ মোট উপ-কর রাজস্বে অংশ	২০১৭-২০১৮ মোট উপ-কর রাজস্বে অংশ
লাইসেন্স ফিস	৪.৫৬	০.৪৮	০.৪৭	০.৪৪	০.২১
হোল্ডিং প্রদান	২.১৪	২.৪৬	৩.২০	৩.১৩	০.৯৫
বাজারের দোকান ভাড়া	৬.১১	৮.০৫	৯.৮০	৭.৮৫	৫.০৮
স্থায়ী বাজার ও ইজারা প্রদত্ত বাজারের আয়	৫.৭৮	১০.৩২	৫.৮৭	৭.৭২	৪.৯৩
পশুর অস্থায়ী হাট ইজারা	১১.৪৬	১৩.৭৫	৯.৭৩	১৩.৪৩	৮.০৪
গণশৌচাগার ইজারা	০.৯৮	০.৮৫	০.৫৫	১.৩৪	০.২৩
বাস/ট্রাক টার্মিনাল/টেক্সি স্ট্যান্ড ইজারা	৭.৫৯	৯.৮৫	৫.৮৮	৭.১৪	৫.৩৭
ফেরি ঘাট ইজারা	৩.২৮	০.৯৮	১.৪৫	১.৫১	০.৮৫
রাস্তা ক্ষতিপূরণ ইজারা	২.৯৪	২.১৯	৩.০৫	৩.৬৮	১.৩৭
রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ	১০.৪৫	০.৪৬	৭.২৫	৫.৬১	৯.৩২
টিকাদান বর্ধিত কর্মসূচি	৩.২৫	০.২৪	০.১৫	০.২৫	০.৪১
ব্যাংকের সুদ	৪.৫৭	৫.৬২	৯.২৪	৩.৪৪	১.৩০
এ্যাপার্টমেন্ট/ সিটি মার্কেটের প্রিমিয়াম	২২.০৯	২৮.৫৫	৩০.৭০	৩৬.৬১	৫৩.৪৩
পৌর করের বিপরিতে ক্ষতিপূরণ এইড গ্রান্ট	৪.৮৩	-	-	-	২.৮৭
বিবিধ	৯.৯৭	১৬.১৯	১২.৬৭	৭.৮৪	৫.৬৩

ছক ৩: বিভিন্ন উৎসের উপ-কর।

গত পাঁচ বছরের নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অনুদান, কর, উপ-কর উৎস হতে মাথাপিছু রাজস্বের প্রবণতার তুলনামূলক বিচার থেকে দেখা যায় যে, নিজস্ব সম্পদের উৎস হতে কর ও উপ-কর খাতে মাথাপিছু রাজস্ব প্রাপ্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পয়েছে, সেই সাথে মোট রাজস্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সিটি কর্পোরেশনের মোট রাজস্বে সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধির কারণেই এমনটি হয়েছে। মাথাপিছু কর রাজস্ব ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ছিল ৩৩০ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬২৫ টাকা। এই সময়ে মাথাপিছু উপ-কর রাজস্ব ২৩৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪২ টাকায় পৌঁছায়। মাথাপিছু অনুদান ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ছিল ৭৫৪ টাকা যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১৫৫ টাকা হয়; এক্ষেত্রে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৯৪%। বিবেচ্য সময়ে মাথাপিছু অনুদান, কর ও উপ-কর রাজস্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর সময়ে মোট রাজস্বে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৪৯% এরও বেশি।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যয় জাতীয় সরকার সরাসরি বা অন্য এজেন্সির মাধ্যমে বহন করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সরাসরি বা স্বাধীনভাবে ঋণ গ্রহণের নজির নেই বললেই চলে। স্থানীয় সরকার আইন সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করেছে; তথাপি সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় বহু প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়নের কাজ গ্রন্থিবদ্ধ বিভাগ (Nodal department) বা সম্পর্কযুক্ত কোন এজেন্সিই সম্পাদন করে থাকে; এজেন্সি গুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (DPHE), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED) ইত্যাদি রয়েছে।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহঃ

- প্রকল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে জাতীয় সরকারের উপর দারুণ নির্ভরশীল; সাম্প্রতিক সময়ে এই নির্ভশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৭-২০১৮ সময়ে মোট কর আদায় এবং বিভিন্ন খাতের কর আদায়ের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার বেশি;
- কর ও উপ-কর উৎস হতে নিজস্ব রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ওপর সম্প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, বিশেষ করে হোল্ডিং কর, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর, পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর হতে রাজস্ব বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়েছে;
- বিবেচ্য সময়ে কর ও উপ-কর রাজস্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে; অনুদানের ক্ষেত্রেও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ায় এবং অনুদানের উচ্চ ওয়েটেজের কারণে গত পাঁচ বছরে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট রাজস্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সম্প্রতি হোল্ডিং কর হতে রাজস্ব আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে; নগরের উন্নয়নের সাথে সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়টি সম্পৃক্ত। অনুবর্তিতা (compliance) ও প্রায়োগিক (enforcement) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সকল সম্পদ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার গঠন করা হলে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে;

৫.৩ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় বিশ্লেষণঃ

স্থানীয় সরকার তাদের সম্পদ বিভিন্ন খাতের কাজে বিনিয়োগ/ব্যয় করে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা যখন একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে তার অর্থ দাঁড়ায় সম পরিমান অর্থ অন্য অগ্রাধিকার এলাকায় বিশেষতঃ দরিদ্র বসতির উন্নয়নে বিনিয়োগ করা যাবে না। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ নগরের নিম্ন আয়ের বসতিতে বসবাস করে। স্থানীয় সরকারের ব্যয়ের একটি নগণ্য অংশ ঐ সব দরিদ্রদের সংকটপূর্ণ মৌলিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হয়। এই সেকশনে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বাজেট আইটেমের ব্যয়ের বিশ্লেষণ এবং বাজেট প্রক্রিয়ার মূল চ্যালেঞ্জ সমূহ চিহ্নিত করা হবে।

৫.৩.১ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয়

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয়ের মূল খাতগুলি হচ্ছেঃ

(অ) সাধারণ সংস্থাপন ব্যয়: এর মধ্যে কর্মচারীদের বেতন ও প্রশাসনিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত;

(আ) স্বাস্থ্য ও শুচিতা খাতে ব্যয়;

(ই) রাজস্ব খাতের ব্যয়;

(ঈ) স্বাস্থ্য ও শুচিতা খাতে ব্যয়;

(উ) নগরের অবকাঠামো।

অবকাঠামো খাতে সর্বাধিক ব্যয় হয়; সেকশান ৫.২.১ এর অলোচনায় দেখান হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অনুদানের অর্থ দিয়ে অবকাঠামো খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হয়, যা মূলত দুর্বল স্থানীয় সরকারের চিত্র প্রকাশ করে। অন্যান্য খাতে ব্যয়ের পরিমান অতি সামান্য, যা সিটি কর্পোরেশনের নিজেস্ব রাজস্বের সংকীর্ণ ভিত প্রকাশ করে।

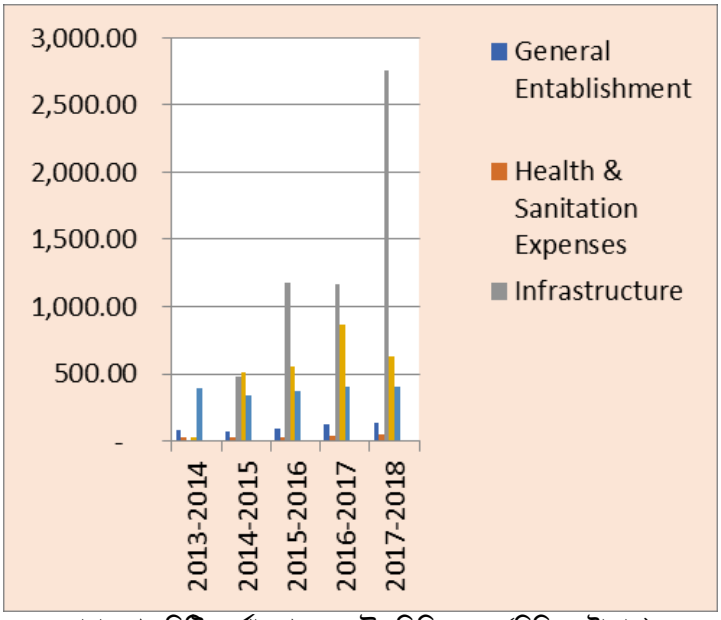

ফিগার ১৩: নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সেক্টর ভিত্তিক ব্যয় (মিলিয়ন টাকায়), ২০১৩-২০১৭

সিটি কর্পোরেশন নির্মাণ ব্যয়সহ সকল প্রকার উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে। উন্নয়ন হিসাবের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: (১) নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও বিনাশের ব্যবস্থাপনা প্রকল্প; (২) সড়ক ও নর্দমা নির্মাণ; অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নর্দমা নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রকল্পে ২৭৩ মিলিয়ান টাকা ব্যয় হয়েছে অথচ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই খাতে মাত্র ২২ মিলিয়ন বরাদ্দ করা হয়। বাজেটের নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা

যায়, নগর এলাকার সড়ক বাতির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এই খাতে কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এই খতে ১৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পরবর্তী দুই বছর এ বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

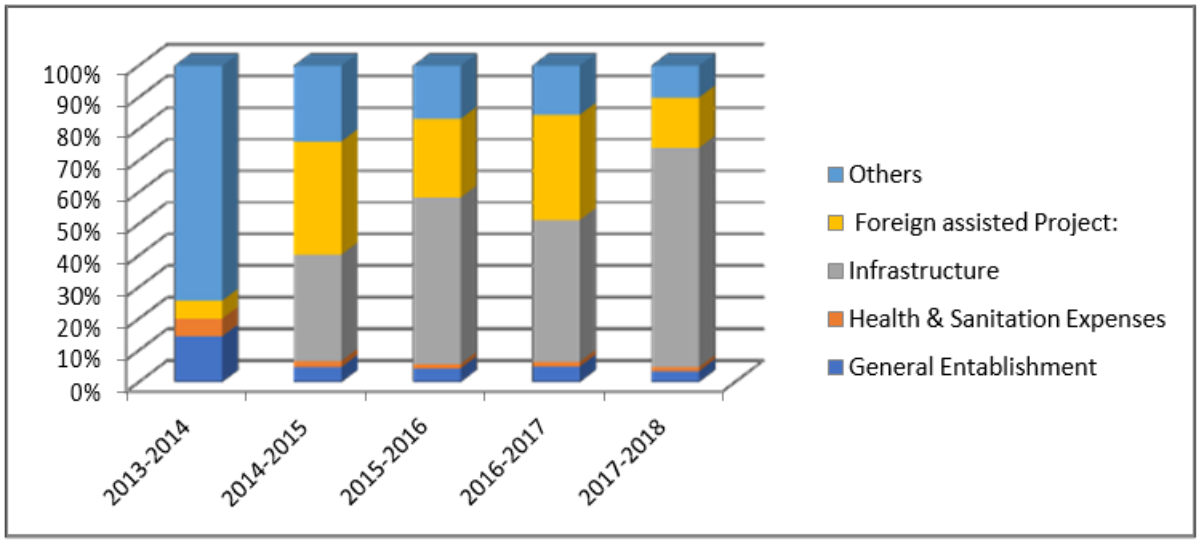

ফিগার ১৪ : মোট রাজস্ব ব্যয়ে সেক্টরের অংশ, ২০১৩-২০১৮ (মিলিয়ন টাকায়)।

নিচের ছকে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের খাতওয়ারি ব্যয় এবং মোট ব্যয়ে খাতের অংশ দেখান হয়েছেঃ

(হিসাব মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর / ব্যয়ের খাত	২০১৩-১৪ অর্থ বছর		২০১৪-১৫ অর্থ বছর		২০১৫-১৬ অর্থ বছর		২০১৬-১৭ অর্থ বছর		২০১৭-১৮ অর্থ বছর	
	ব্যয়	%অংশ	ব্যয়	%অংশ	ব্যয়	%অংশ	ব্যয়	%অংশ	ব্যয়	%অংশ
সাধারণ সংস্থাপন	৭৬.৯৭	১৪.৪৪	৬৭.২৩	৪.৭৪	৯৬.১৪	৪.৩০	১২৮.০৬	৪.৯৩	১৩৭.২৪	৩.৪৫
স্বাস্থ্য ও শুচিতা	২৯.৯১	৫.৬১	২৭.২৮	১.৯২	৩০.৮৮	১.৩৮	৩৮.৩৯	১.৪৮	৫১.৭৬	১.৩০
অবকাঠামো	-	-	৪৭৬.৪৭	৩৩.৫৯	১১৭৬.৮৭	৫২.৬২	১১৬৪.৪৮	৪৪.৮১	২৭৫৮.১৪	৬৯.২৯
বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প	৩০.৪৩	৫.৭১	৫০৭.৪০	৩৫.৭৭	৫৫৬.৭১	২৪.৮৯	৮৬৪.০৭	৩৩.২৫	৬৩১.৪২	১৫.৮৬
অন্যান্য	৩৯৫.৯২	৭৪.২৫	৩৪০.২২	২৩.৯৮	৩৭৬.১৩	১৬.৮২	৪০৩.৯০	১৫.৫৪	৪০১.৮৪	১০.১০
মোট	৫৩৩.২২		১৪১৮.৫৯		২২৩৬.৭৪		২৫৯৮.৯১		৩৯৮০.৩৬	

ছক ৪: খাতওয়ারি ব্যয় এবং মোট ব্যয়ে খাতের অংশ।

৫.৩.২ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সেক্টর ভিত্তিক ব্যয়

ব্যয় বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় বিভিন্ন খাতে বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কোন প্রবণতা নেই; এমনকি সাধারণ সংস্থাপন খাতের ব্যয় যেমন, বেতন ভাতাদি প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

- মুখ্য রাজস্ব কর্মকর্তার শূন্য পদ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (এনসিসি) এর প্রধান দুর্বলতা; এনসিসি'র এই শূন্য পদ প্রমাণ করে যে, জনগণের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব বৃদ্ধির কৌশলের অভাব রয়েছে;
- আয় ও ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতে জটিলতার সৃষ্টি হয়;
- বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মূলধন বিনিয়োগ ও রাজস্ব ব্যয়ের বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক পরিকল্পনা বিবেচনায় আনতে হবে এবং দরিদ্র কমিউনিটিসহ অংশীজনদের আলোচনার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে;
- বাজেট প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উর্ধগামী অভিগমন অনুসরণ করা হলে বাজেটের বাস্তবমুখী লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জন সহজ হবে।

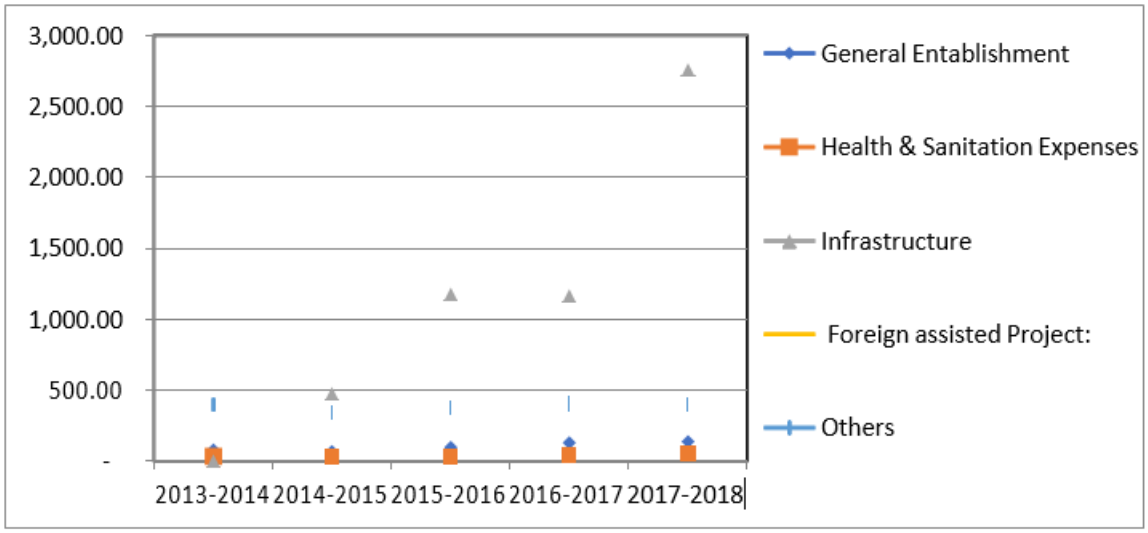

ফিগার ১৫: নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের খাত ওয়ারী ব্যয় ২০১৩-১৭

বাংলাদেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে যে ভাবে আর্থিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় বিভিন্ন বছরের আর্থিক বিষয়ের মধ্যে তুলনা করা কষ্ট সাধ্য। উদাহরণ হিসাবে উন্নয়ন ব্যয়ের কথা বলা যায়; উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে অবকাঠামো প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এনসিসি তার মোট ব্যয়ের এই খাতে অংশ ছিল ৪% এর সামান্য কিছু বেশি। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ আর্থ বছরে এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে যথা ক্রমে ৫৭%, ৬৫% ও ৭৪% হয়; পরবর্তী আর্থ বছরে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ আর্থ বছরে এই খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়ে মোট ব্যয়ের ৬৩% হয়। উন্নয়ন ব্যয়ে এই দুইটি উপাদানের অংশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ হতে পারে এনসিসি'র কিছু হিসাব শিরোনাম (Accounts heads) পুনর্বিন্যাস (Re-classification)। এনসিসি'র বাজেটের হিসাব শিরোনাম থেকে এটি সহজে বুঝা যাবে না। বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় দারুণভাবে রাজস্ব প্রপ্তির উপর নির্ভরশীল; আবার রাজস্ব প্রাপ্তি নির্ভর করে রাজস্ব সংগ্রহের সক্ষমতার উপর। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত অগ্রাধীকার খাতেও ব্যয়ের কোন সুনির্দিষ্ট প্রবণতা নেই; বিভিন্ন বছরে ব্যয়ের তারতম্য দেখা যায়। স্বাস্থ্য ও শুচিতারমত গুরুত্বপূর্ণ খাতে মাতাপিছু ব্যয় খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৭-২০১৮ সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ হারে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে শুচিতা এবং পানির ক্ষেত্রে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬%। এনসিসির উন্নয়ন হিসাব থেকে যে সব খাতে ব্যয় হয়েছে ১. অবকাঠামো সুবিধা উন্নয়ন, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ২. এনসিসি'র অবকাঠামো উন্নয়ন ৩. সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, বৃক্ষরোপন প্রকল্প পুনরয় চালু করা, ৪. আবাসিক এলাকার পরিচ্ছন্নতা প্রকল্প। এই সবগুলি প্রকল্পেই সরকারি তহবিলের পাশাপাশি এনসিসি'র নিজেস্ব তহবিল হতে অর্থ বরাদ্দের কথা রয়েছে। বাজেট অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অবকাঠামো সুবিধা উনন্নয়ন, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বাবদ ৭৮ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, বৃক্ষরোপন প্রকল্প পুনরায় চালু করা প্রকল্পের জন্য ৯৬ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বাস্তবে এর কোনটাতেই বরাদ্দ অর্থ ছাড় করা হয়নি। কোন ক্ষেত্রে অর্থ দেয়া হলেও তা কেবল এক বছরের জন্য ছাড় করা হয়েছে এবং এর সাথে বাজেট পরিকল্পনা ও প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোনরূপ সম্পৃক্ততা নেই। বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল (BMDF) এর অধীনে বিভিন্ন দ্বিপক্ষিক বা বহুপাক্ষিক এজেন্সির মাধ্যমে দাতা সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের আওতায় এনসিসি অর্থ পেয়ে থাকে। MGSP, NUPR, UPESHDP, CRDP নগর সুসাশন প্রকল্প (CGP), UNDP' নগরের দূর্যোগে সাড়া দেওয়ার প্রস্তুতি প্রকল্প (UDRPP) ইত্যাদি প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৫০৪.৭ মিলিয়ন টাকা এনসিসি পেয়েছে; ২০১৬-১৭ এই অর্থ বছরে পায় ৮৬৪.০৭ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তিতে প্রাপ্তি হ্রাস পেয়ে হয় ৬৩১.৪২ মিলিয়ন টাকা।

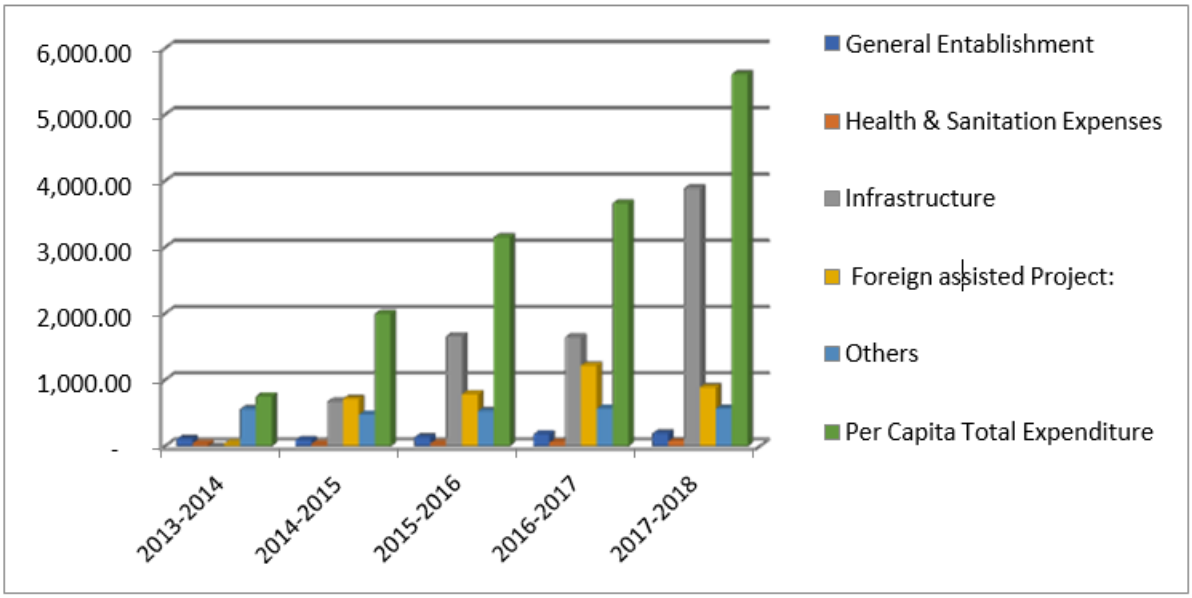

ফিগার ১৬: মাথাপিছু খাত ওয়ারী ব্যয়

৫.৩.৩ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট পদ্ধতি

আইনের বিধান অনুযায়ী অর্থ বছর (জুলাই ১-জুন ৩০) শুরুর আগেই নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বাজেট প্রস্তুত করে। অর্থ বছরের নবম মাসের পরে অর্থাৎ মার্চ মাস শেষে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করে; যার লক্ষ্য থাকে বাজেটের পুনর্মূল্যায়ন এবং জাতীয় সরকারকে পরবর্তী বাজেট প্রণয়নে সহযোগীতা করা। ফাঁক চিহ্নিত করার জন্য বাজেট ও সংশোধিত বাজেটের মধ্যে তুলনা করা হয়।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতি বছর সংশোধিত বাজেট প্রায় ৩৫% সঙ্কুচিত করা হয়। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বাজেটে প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেনি, বিজ্ঞান সম্মত পূর্বাভাষ ও প্রাক্কলনের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা হয়নি এবং নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক উপাত্তের ভিত্তিতে বাজেট প্রণীত হয়নি। মূলধনী বিনিয়োগ এবং কর্মক্ষম ও সচল রাখার (O&M) বিনিয়োগের প্রাক্কলিত ব্যয় বাজেটে যথাযথ প্রতিফলিত হয় না। এবাবদ সরকার ও এনসিসি অপরিকল্পিত বরাদ্দ প্রদান করে; প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পদের প্রয়োজনীয়তার মাঝে কোনরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। এ ছাড়াও বাজেট ও সংশোধিত বাজেটের ফিগার এবং প্রকৃত রাজস্ব ও খরচের হিসাবের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত বাজেটে বর্ণিত বিভিন্ন কাজের ৪১% বাস্তবায়িত হয়। সে কারণে বলা যায় বাজেট প্রক্রিয়া দূর্বল এবং এতে গভীর বিশ্লেষণের প্রতিফলন ঘটে নাই। এনসিসি'র বাজেটের আয়, সংশোধিত বাজেটের আয় এবং প্রকৃত আয়ের মাঝে পার্থক্য ফিগারঃ ১৬ দেখা যেতে পারে।

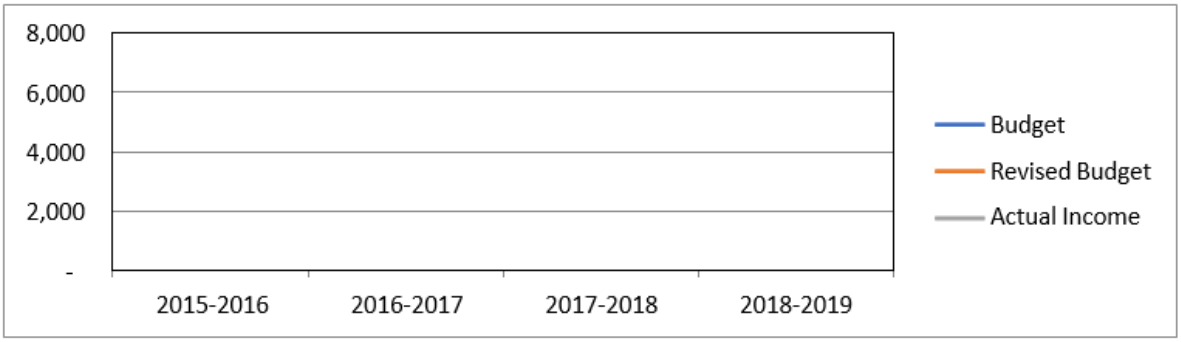

ফিগার ১৭ : রাজস্ব আয়ের প্রবণতা, ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় বিশ্লেষণান্তে গৃহীত মূল সিদ্ধান্তসমূহঃ

- অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষতঃ ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোসহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ;
- বিবেচ্য পাঁচ বছরে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ০.৭১% এর বেশি এবং অবকাঠামো মেরামতের ক্ষেত্রে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৭%;
- প্রায় সব বছরেই বাজেট, সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যায়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়;
- অনিয়মিত ব্যয় (erratic) প্রবণতা, এমন কি কর্মচারীদের বেতন প্রদান, যার সঙ্গে সরকারের ভর্তুকি প্রদানের কোন সংশ্লেষ নেই, সেখানেও অনিয়মিত (erratic) প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়;
- রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের জন্য কোন পরিকল্পনা নেই। বিদ্যমান জনবলের সীমিত সক্ষমতা এর কারণ হতে পারে। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার শূন্য পদটি এনসিসি'র অপুরণীয় ক্ষতির কারণ;
- দাতাদের সাহায্য পুষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, সংস্কার ও দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক প্রকল্পের আওতায় নারায়নগঞ্জ উপকৃত হচ্ছে।

৫.৪ আর্থিক কর্মকাণ্ড উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা মূল্যায়নের সক্ষমতাঃ

৫.৪.১ দক্ষতা বৃদ্ধির নির্দিষ্ট এলাকা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্য

রাজস্ব ও হিসাব সংশ্লিষ্ট কাজ সম্ভবতঃ যে কোন স্থানীয় সরকারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে কারণে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের দক্ষতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় জনবল এই শাখায় থাকা উচিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রাজস্ব ও ব্যয় বিশ্লেষণের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নারায়নগঞ্জ

সিটি কর্পোরেশনের এই শাখায় কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহকে শক্তিশালী করা প্রয়োজনঃ

- **রাজস্ব আদায়ে উন্নতিঃ** বিশ্লেষণে দেখা গেছে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন জাতীয় সরকার প্রদত্ত ব্লক অনুদানের উপর দারুণ নির্ভরশীল। ভূমি ও ভবনের বার্ষিক মূল্যের উপর আরোপিত হোল্ডিং কর ব্যতীত নিজেস্ব উৎসের রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ নাই। সে কারণে রাজস্ব আদায়ে উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

- **বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির উন্নয়নঃ** যদিও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আইন অনুসারে বাজেট প্রস্তুত করে, তথাপি বাজেটে ও সংশোধিত বাজেটের মধ্যে তুলনায় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান সম্মত পূর্বাভাষ ও প্রাক্কলনের ভিত্তিতে এবং কর্পোরেশনের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক উপাত্তের ভিত্তিতে বাজেট প্রণীত হয়নি।

- **পৌর এলাকার তথ্য ভাণ্ডার উন্নয়নঃ** নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কেন্দ্রে তথ্য ভাণ্ডারের অবস্থান। সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিংসমূহের মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আস্থার অভাব রয়েছে। সে কারণে এ বিষয়ে কর্মরত স্টাফদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

- **আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ** হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষণ, সংগ্রহ (procurement) ইত্যাদি আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। এই সব ক্ষেত্রের উন্নয়ন ধীরে ধীরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনবে, যা বাজার থেকে তহবিল গঠনে সাহায্য করবে।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব ও হিসাব শাখার কর্মচারীদের বিস্তারিত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলোঃ

- ১২ জন স্টাফ রাজস্ব আদায়ের সাথে জড়িত; ৭ জন কর আদায়কারী, ১জন কর কর্মকর্তা অন্যরা করণিক দায়িত্ব পালন করেন;
- ৩ জন স্টাফ কর মূল্যায়নের কাজ করেন; আগেই বলা হয়েছে এনসিসি বর্তমানে হোল্ডিং এর মূল্যায়ন করছে;
- ৩ জন স্টাফ লাইসেন্স সংশিষ্ট কাজ করেন, তারা লাইসেন্স ইসু, নোটিশ প্রদান এবং ফিস আদায় করেন;
- বাজার শাখায় ৩ জন স্টাফ কাজ করেন; তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বাজার থেকে ভাড়া আদায় করা;
- হিসাব শাখায় ৬ জন কর্মরত; ৫ জন সিটি কর্পোরেশনের হিসাব সংরক্ষণ করেন এবং ১ জন করণিক দায়িত্ব পালন করেন;

আর্থিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, নিম্নে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছেঃ

(ক) রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করাঃ

আদর্শ পরিস্থিতিতে কর মূল্যায়নকারীদের সাথে নিয়ে মুখ্য রাজস্ব কর্মকর্তা কর আদায় বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের নেতৃত্বে থাকবেন। লাইসেন্স ও বাজার শাখার কর্মচারীদেরও এ বিষয়ে দক্ষতার প্রয়োজন আছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের প্রায়োগিক বিষয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য, অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তবে তাদের বিস্তারিত জ্ঞান থাকার (technical detail) প্রয়োজন নেই।

রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন এবং অনুরূপ গুরুত্ব আরোপের কারণ নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র	বিষয় বস্তু	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রয়োজন
১	কর আদায়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত	স্থানীয় সরকারের আদায় যোগ্য কর ও উপ-কর রাজস্বের বিভিন্ন উৎস চিহ্নিত করণ, প্রতিটি উৎস হতে কর আদায়ের লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ এবং আদায়ের তপসিল প্রণয়ন।	পানির উপর আরোপিত কর ও স্থাবর সম্পদের উপর কর নিজস্ব উৎসের কর রাজস্বের বৃহৎ দুটি খাত। যদিও স্থাবর সম্পদ হস্তান্তর কর থেকে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অনেক আয় হয়, অথচ এই কর আদায়ে পৌরসভার কোন ভুমিকা নেই। সাবরেজিস্ট্রার অফিস এই কর আদায় করে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব

			ভিত বহুমুখী করা প্রয়োজন এবং রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করে তা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২	কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	কর আদায় পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হলে একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করতে হবে, যাতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও দায়িত্ব নিরূপিত থাকবে।	বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর স্থানীয় সরকার নির্ভরশীল, মোট রাজস্বে অন্যান্য খাতের অবদান অতি সামান্য। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আদায় বাড়ানোর উপর জোর দিতে হবে। এই লক্ষ্যে নগরকে কয়েকটি জোনে ভাগ করতে হবে; আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিবীক্ষণ করতে হবে।
৩	কর আদায়কারীদের প্রশিক্ষণ	এই কর্মীরা হবে যোগাযোগের মাধ্যম। তারা কর আদায়ের নোটিশ প্রদান করবে এবং কর আদায় করবে।	সিটি কর্পোরেশন ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত রাজস্ব আদায়ের উপর গুরুত্ব দিবে। এর ফলে পাচারের/তসরুপের সম্ভাবনা কমবে এবং সাথে আদায়ের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত থাকলে এটি পরিবীক্ষণের উত্তম হাতিয়ার হবে।
৪	পরিশোধের একাধিক ব্যবস্থা	সিটি কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য এটি সরাসরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র নয়। এটি আদায় বৃদ্ধির সহায়ক একটি পদক্ষেপ	বর্তমানে ব্যংকের মাধ্যমে বা নগদ অর্থে সিটি কর্পোরেশনের কর পরিশোধ করা যায়। সিটি কর্পোরেশন অন লাইনে বিল প্রস্তুত ও বিল প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে পাচারের/তসরুপের সম্ভাবনা কমবে এবং স্বচ্ছতা বাড়বে।

কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিয়মিত পরিবীক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিটি কর্পোরেশনের সাথে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। প্রয়োগ (enforcement) ও পরিবীক্ষণের যৌথ প্রভাবে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

(খ) বাজেট প্রক্রিয়ার উন্নয়নঃ

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান জনবল কাঠামোর আওতায় হিসাব শাখার কর্মচারীরা এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে। বাজেটিং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মধ্যম মেয়াদে সম্পদের প্রাপ্যতার হিসাব প্রণয়ন এবং সম্পদের সম্ভাব্য প্রাপ্যতার ভিত্তিতে মূলধন ও রাজস্ব ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা। প্রবণতা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে বিষয়গুলো নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ অনুশীলন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত নাই ফলে এর কোন প্রভাব তাদের বাজেটে দেখা যায় না। বছরের পর বছর একই অভিগমন/ধারা অব্যহত রয়েছে। এগিয়ে যাওয়ার কঠোর উদ্যোগ ছাড়া অবস্থার পরিবর্তন হবে না। বিজ্ঞান ভিত্তিক বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে যে সব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে পৌর পরিকল্পনা, অনুদানসহ রাজস্বের উৎস, রাজস্ব প্রাপ্তির পর্যাবৃত্তি, ব্যয়ের সাধারণ খাতসমূহ, সম্ভাব্য আনুসাঙ্গিক ব্যয়; এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অর্থ বছরের জন্য আয় ও ব্যয়ের একটি যথাযথ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। জনপ্রতিনিধি, নগর কেন্দ্রিক কমিটি ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আছে; বিশেষতঃ সার্বিক বাজেট প্রাক্কলন ও দরিদ্র বসতি উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গে; রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আদায় পরিবীক্ষণ প্রসঙ্গেও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আছে। এসব প্রশিক্ষণ স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

(গ) সিটি কর্পোরেশনের তথ্য ভাণ্ডার সম্মৃদ্ধ করাঃ

আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়নের কেন্দ্রে রয়েছে এই তথ্য ভাণ্ডার। নগরকে তিনটি জোনে বিভক্ত করে ভূমি ও ভবনের মূল্যায়ন করা হয়ে ছিল। এখন একটি মূল্যায়ন চলছে। যেহেতু মূল্যায়ন চলছে সিটি কর্পোরেশনের জিআইএস (GIS) মঞ্চ/প্লাটফর্মের সাথে তথ্য ভাণ্ডারটি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। একটি গতিশীল তথ্য ভাণ্ডারের সঙ্গে ভৌত জরিপের উপাত্ত, যেমন ভবনে ভূমির ব্যবহার, ভূমির পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য মিলিয়ে (reconciliation) অধিক সংখ্যক ভূ-সম্পত্তিকে করের আওতায় আনা সম্ভব হবে। তথ্য ভাণ্ডারের সাথে হোল্ডিং কর আদায়ের কঠোর প্রয়োগের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলে করের হারে পরিবর্তন ছাড়াই রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। হোল্ডিং করের ভিত্তি হিসাবে সম্পদের মূল্য সহ রেজিষ্টার (Costed Asset Register) সংরক্ষণ করলে অধিক সুফল পাওয়া যাবে। এটি সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল সম্পদ- ভৌত, যান্ত্রিক ও খালি জায়গার বিষয়ে অধিক তথ্য সরবরাহ করবে, যা উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং প্রকল্পে অর্থ ছাড়ে সহায়তা করবে।

(ঘ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ

নগর অর্থায়নের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের হিসাব শাখার কর্মীদের ডবল এন্ট্রি এ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সিটি কর্পোরেশন জানিয়েছে এ শাখার কর্মীদের কম্পিউটার ভিত্তিক হিসাব রক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, তবে কর্মীরা মনে করে তাদের স্মৃতি সতেজ করার জন্য প্রশিক্ষণ (refreshing course) এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন

আছে। আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতি বছর সিটি কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়, তারা জানিয়েছে নিরীক্ষা আপত্তির জবাব হাল নাগাদ দেয়া আছে। ভালো আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে সহগামী নিরীক্ষার (concurrent audit) বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন বিবেচনা করতে পারে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ বিষয়। শ্রেণি কক্ষে প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ একত্রে করলে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যাবে। সরকারি ব্যবস্থা বা দাতা সমর্থিত প্রকল্পের আওতায় কর্মস্থলে প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম আয়োজন করা যেতে পারে। এই সিটি কর্পোরেশন তার কর রাজস্বের ভিত সম্প্রসারণের কাজ অনতি বিলম্বে শুরু করতে পারে।

৫.৫ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কতটা শুচিতা সুবিধা ও পানি সরবরাহ সেবা প্রদান করবে?

এই অনুচ্ছেদে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র বসতিতে শুচিতা সুবিধা ও পানি সরবরাহের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অভিক্ষেপণ করা (projected) হয়েছে। এই অভিক্ষেপণ বরাদ্দ প্রদানে সহযোগিতা করবে এবং অবকাঠামো উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করবে। সিটি কর্পোরেশনের বাজেট বিবরণীতে দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট খাত রাখা হয় নাই। সে কারণে অনুমান করা হয়েছে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন তার মোট অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয়ের ০.৫% দরিদ্র বসতির উন্নয়নে ব্যয় করেছে। এই অনুমানের ভিত্তিতে দেখা যায় বিবেচ্য সময়ে দরিদ্র বসতির উন্নয়নে ব্যয়ের পরিমান ছিল উদ্বেগজনক কম, ২১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এবং বিশ্লেষণের জন্য গৃহীত অন্যান্য বছওে যা ১% এর কম ছিল। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বাজেট লাইনে দরিদ্র বসতি অবকাঠামো উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত না থাকায় অর্থবহ প্রবণতার বিশ্লেষণ করা দুরূহ। ছবিতে ২০০১৪-১৫ হতে ২০২৪-২৫ সময়ে দরিদ্র বসতির পরিবার প্রতি সিটি কর্পোরেশনের প্রকৃত ব্যয় ও ব্যয়ের অভিক্ষেপণ দেখান হয়েছে।

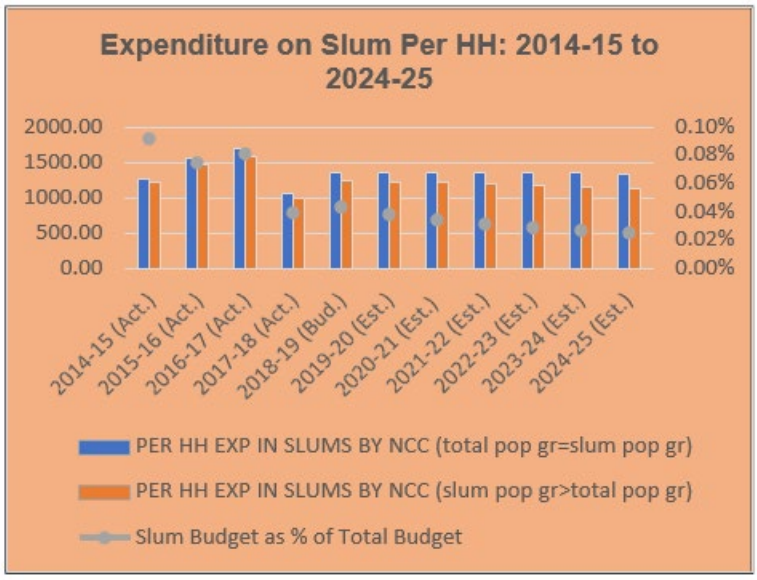

ফিগার ১৮ঃ মোট ব্যয়ে দরিদ্র বসতির অংশ- প্রকৃত ও অভিক্ষেপণ

নিচের ফিগার ১৭ ও ১৮ ওয়াটার এইড বাংলাদেশ[৫] এর বেঞ্চ মার্কের ভিত্তিতে দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুইটি দৃশ্যকল্পের[৬] উপরে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র বসতিতে পানি ও শৌচাগার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পাঁচ বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ অভিক্ষেপণ করা (projected) হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুইটি অনুমানের ভিত্তিতে দুইটি দৃশ্যকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ অভিক্ষেপণ করা হয়েছে। **দৃশ্যকল্প ১ঃ** দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হারের সমান । **দৃশ্যকল্প ২ঃ** দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫% যা মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হারের চাইতে একটু বেশি। দৃশ্যকল্প ১ এ ২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত সময়ে ৮.৬৮ মিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে, দৃশ্যকল্প ২: এর আওতায় ২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২৫[৭] সময়ের জন্য ১৬.২১ মিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

[৫] চার সদস্যের ২০টি পরিবারের জন্য একটি পানির সংযোগ এবং ১০টি পরিবারের জন্য একটি শৌচাগার, একটি দরিদ্র বসতিতে পানির সংযোগ দিতে আনুমানিক ব্যয় টাকা ১০৫০০০/- ধরা হয়েছে। ২১০০ লি পানি ধারণ উপযোগী ওভার হেড ট্যাংক বাবদ এবং ওয়াশিং এরিয়াসহ একটি শৌচাগার নির্মানের ব্যয় ধরা হয়েছে ৭০০০০/- টাকা।

[৬] **দৃশ্যকল্প ১ঃ** দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হারের সমান। **দৃশ্যকল্প ২ঃ** দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫% যা নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হারের চাইতে বেশি।

[৭] অনানুষ্ঠানিক বসতিতে মৌলিক সেবা প্রদানের ব্যয়ের তারতম্য দেশ, অঞ্চল, ভৌগলিক অবস্থান, ভূসংস্থান, নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব, বসতির ধরণ বসতি হতে পানির উৎসের দূরত্ব ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ভর করে পানি ও শৌচাগার, সেবা প্রদানের ইউনিট ব্যয়ের বেঞ্চ মার্ক ফিগার এর উপর। বর্ণিত ফান্ডিং বেঞ্চ মার্কের ভিত্তিতে প্রদত্ত সেবা নিম্ন মানের হবে।

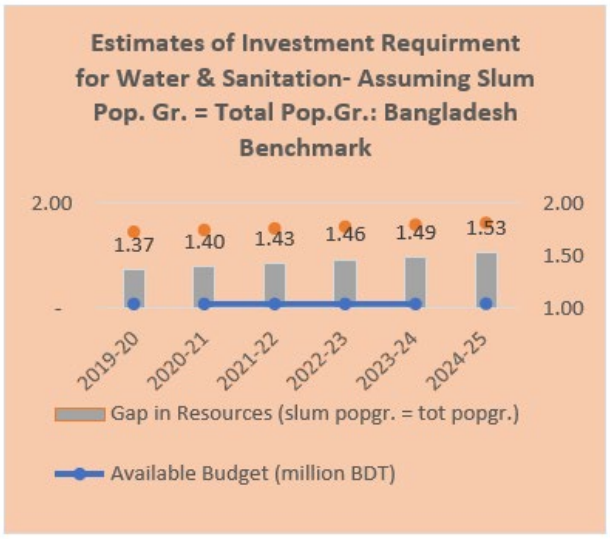

ফিগার ১৯ঃ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়)
অনুমানঃ দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

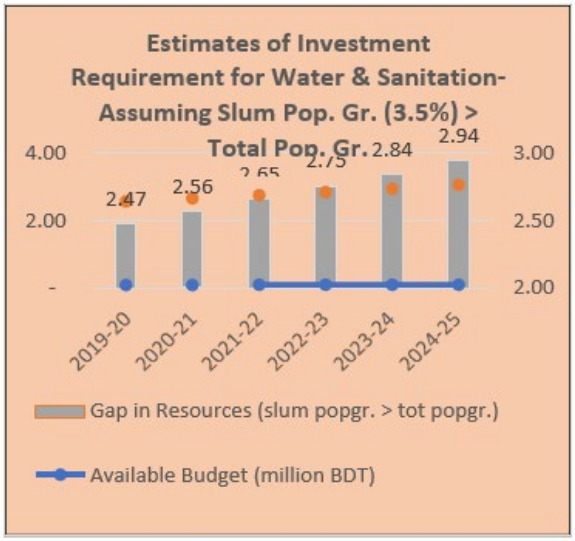

ফিগার ২০ঃ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়)
অনুমানঃ দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার > নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

তুলনা করার সুবিধার্তে ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM)[৮] কর্মসূচিতে শৌচাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে ব্যবহৃত বেঞ্চ মার্ককে কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়েছে। দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমান (Assumption) এর ভিত্তিতে দুইটি দৃশ্যকল্পের (Scenarios) জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অভিক্ষেপণ (projected) করা হয়েছে। যা নিচের ফিগার ২০ ও ২১ এ দেখান হয়েছে। দৃশ্য কল্প ১ এ ২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত সময়ে অতিরিক্ত ২৫৬.৬৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। দৃশ্যকল্প ২ এ একই সময়ের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে ২৫৮.৬৮ মিলিয়ন টাকা।

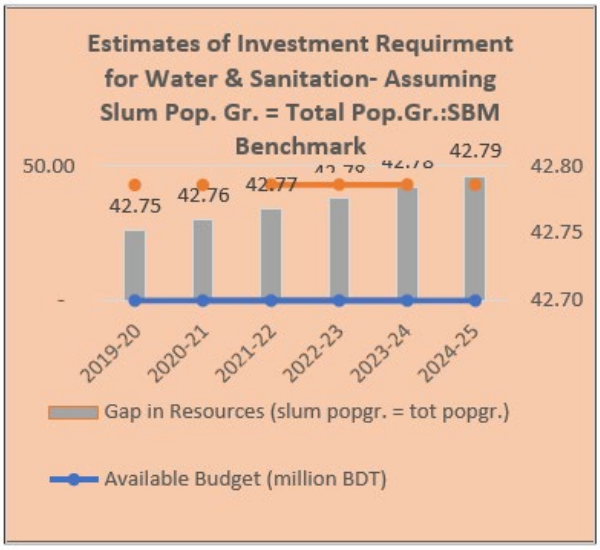

ফিগার ২১ঃ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়)
অনুমান দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

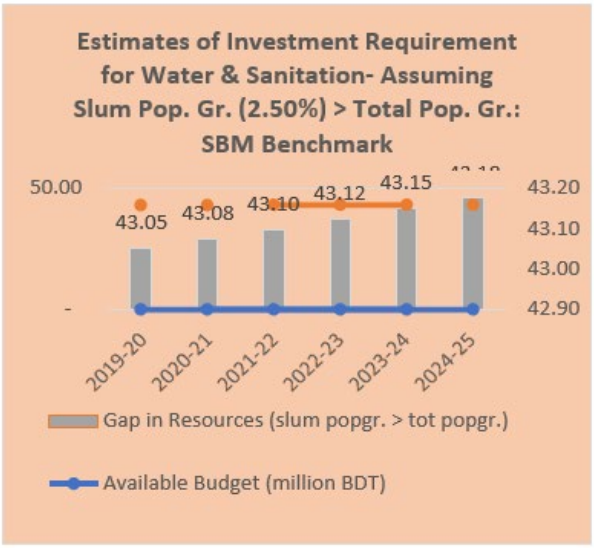

ফিগার ২২ঃ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা (মিলিয়ন টাকায়)
অনুমান দরিদ্র বসতির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার > নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট জনসংখ্য বৃদ্ধির হার।

[৮] SBM গাইড লাইন হচ্ছে ভারতীয় রুপি ৪০০০ (টাকা ৪৮৪০) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান এবং ভারতীয় রুপি ৪০০০ (টাকা ৪৮৪০) রাজ্য সরকার ও পৌরসভার অনুদান (কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও পৌরসভা এর চাইতে বেশী অনুদান প্রদান করে)। পানি সরবরাহ বেঞ্চ মার্ক হচ্ছে সেই পরিমান অর্থ যা DFID ভারত প্রদান করে। দরিদ্র বসতি পর্যন্ত পানির লাইন বাবদ নির্দিষ্ট ব্যয় ভারতীয় রুপি ৩৩০০০ টাকা ৩৯৯৩০ এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় ভারতীয় রুপি ৩০০০ (টাকা ৩৬৩০) প্রতিটি পরিবারে পৃথক সংযোগ দেয়া বাবদ।

৫.৬ সিদ্ধান্তসার ও মূল অভিজ্ঞতা

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ হতে গৃহীত সিদ্ধান্তসারঃ

- জাতীয় সরকারের অনুদানের উপর নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্ভরশীল; কোন নিয়ম নীতি অনুসরণ করে অর্থ বরদ্দ করা হয় না;
- হোল্ডিং কর এনসিসি'র নিজেস্ব রাজস্বের সর্ব বৃহৎ খাত হতে পারে। সম্প্রতি মোট রাজস্বে এবং মোট কর রাজস্বে হোল্ডিং করের অংশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অনুবর্তিতা (compliance) ও প্রয়োগিক (enforcement) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সকল সম্পদ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার গঠন করা হলে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধিতে এই কর প্রভুত অবদান রাখতে সম্ভব হবে;
- ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ সময়ে কর ও উপ-কর আদায়ের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার লক্ষণীয়; মোট রাজস্ব বৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে অনুদানের বর্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার; জাতীয় সরকারের ছাড়কৃত অনুদান এবং বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পের অনুদান উভয়ই উচ্চ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ বছরে শুচিতা সংশ্লিষ্ট কাজে বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে এর সুফল দরিদ্র বসতিতে কতটা পৌঁছেছে তা বলা যায় না;
- ব্যয়ের কোন সুনির্দিষ্ট প্রবণতা নাই, এমনকি কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান ব্যয়, যেখানে সরকারের ভর্তুকি প্রদানের সুযোগ নাই, সেখানেও ব্যয়ের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের কোন পরিকল্পনা নাই;
- নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ভিত মজবুত করতে হলে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। যে সব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে (১) রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার উন্নয়ন; (২) বাজেট প্রণয়নের উন্নয়ন; (৩) পৌর তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা; (৪) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৬। সুপারিশসমূহ

প্রতিবেদনের এই অধ্যায়ে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগর দারিদ্র্য মোকাবেলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্ন লিখিত সুপারিশসমূহ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত, যার প্রতিটি সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে এবং একত্রে একটি পরিপূর্ণ কার্যপ্রণালীতে পরিণত হয়;

১. নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান;
২. নগর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;
৩. নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি;
৪. দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করা;
৫. মৌলিক সেবা এবং অবকাঠামোতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করাা;
৬. অংশগ্রহণমূলক দরিদ্রমুখী নীতিমালা ও পারকল্পনা প্রণয়ন উৎসাহিত করা;

৬.১ সুপারিশ # ১: নগর- দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান

IFCA এর পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয় যে নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে সবার মধ্যে স্পষ্ট ধারণা বিরাজ করে না; অংশীজনদের মাঝে এ বিষয়ে ধারণা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন । নগরের দরিদ্র কমিউনিটির বসতি, প্রয়োজন,প্রাপ্ত সেবার মাত্রা এবং সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিশদ তথ্য উপাত্তের প্রকট অভাব রয়েছে। এ কারণেই দরিদ্র কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য কার্যকর বাজেট, পরিকল্পনা এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই প্রথমেই নগরের অংশীজনদের মধ্যে নগর দারিদ্র্যের প্রেক্ষিত ও ধরণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে অংশীজনেরা সকলেই নিজ নিজ অবস্থান, দায়িত্ব এবং পারস্পারিক সম্পর্কের বিষয়ে অবহিত হতে পারে। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে এমন উপকরণ প্রস্তুত করতে হবে যা দারিদ্র্যের ধরণ বুঝতে সহযোগিতা করবে এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করতে ও আরো জানতে উৎসাহিত করবে।

দারিদ্র্য বিমোচন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যেখানে স্থানীয় সরকার ব্যতীত আরো অনেক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তাদেরও দারিদ্র্য সম্পর্কে সুসংহত ধারণা প্রয়োজন। দারিদ্র্য হ্রাসে সংশ্লিষ্ট সকলের মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজন।এছাড়াও স্থানীয় সরকারের মাঝেও সকলের তথ্যের প্রয়োজন এক নয়, কারো হয়ত পরিকল্পনা, বাজেট তৈরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি কাজের জন্য বিশদ তথ্যের প্রয়োজন আবার অনেকের পর্যায়ক্রমে সীমিত তথ্যের প্রয়োজন। এ কারণেই নগর দারিদ্র্য সম্পর্কিত অধিকতর তথ্য প্রণয়ন ও পরিবেশন সংক্রান্ত যেকোন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কার, কখন, কি পরিমাণ তথ্য প্রয়োজন এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

ক। স্থানীয় অংশীজনের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ

যার জন্য প্রযোজ্য	তথ্যের ক্ষেত্র
নির্বাচিত প্রতিনিধি	নগর দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা।
	আইনি কাঠামো।
নগর দরিদ্র (বিভিন্ন ফেডারেশন চিহ্নিত করে কমিউনিটির সাথে তথ্য বিনিময়ের দায়িত্ব দিতে হবে)	নগর দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা।
	সহযোগিতার উপায়।
সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কর্মচারী	নগর দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা।
	আইনি কাঠামো।
	দরিদ্র বসতিতে সেবা প্রদানের কারিগরি বিষয় - সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল, অর্থ, দরিদ্র বসতি উন্নয়ন শাখা।
ব্যবসায়িক সংগঠনসহ নগর পর্যায়ের অন্যান্য সংগঠন	নগরের জীবিকা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ।
প্রেস ও মিডিয়া	সচেতনতা বৃদ্ধি।

নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের যে সব বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজন, ১ নং সুপারিশে তার একটি সুবিন্যস্ত তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল যে ৪ টি বিষয় চিহ্নিত হয়েছে তা হলঃ

১। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন;
২। দারিদ্র্য ম্যাপিং (এলাকাভিত্তিক দারিদ্র্যের মাত্রা চিহ্নিতকরণ);
৩। পোস্টার ও অন্যান্য উপকরণ;
৪। তথ্য প্রচারের জন্য কর্মসভা।

এছাড়াও একটি গ্রুপ বা ব্যক্তির যাবতীয় তথ্যের প্রয়োজনীয়তা (তথ্যের মান, ধরণ, প্রয়োজনীয়তার সময়) এসব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এই সুপারিশে।

খ। নগর দারিদ্র্য মূল্যায়ন

বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরিতে সহায়তা করে। নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে তথ্যের অভাব পূরণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা করা প্রয়োজন। অবকাঠামো, স্থানীয় অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা, বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন সমূহের সক্ষমতাসহ নগর দারিদ্র্যের অন্যান্য প্রভাবক সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

IFCA এর মূল্যায়ন ছাড়াও LIUPCP এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার নিম্নলিখিত বিষয়ে মূল্যায়ন পরিচালনা করে:

- নগরজুড়ে অংশগ্রহণমূলক কমিউনিটি দারিদ্র্য ম্যাপিং;
- স্থানীয় শ্রম বাজার মূল্যায়ন;
- স্থানীয় সরকারের সমন্বয় এবং স্থায়ী কমিটির মূল্যায়ন;
- নগরে দাতা কার্যক্রমের ম্যাপিং;
- CDC এর সক্ষমতার মূল্যায়ন;
- নগর পর্যায়ে পুষ্টির মূল্যায়ন;
- লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মূল্যায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা মূল্যায়ন;
- অবকাঠামোগত মূল্যায়ন।

এছাড়াও LIUPC নিম্নলিখিত মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করতে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা প্রদান করবে,

- খালি জমি ম্যাপিং;
- আবাসন মূল্যায়ন।

এই সব সমীক্ষা শুধু মাত্র নগরকে তথ্য সমৃদ্ধ করবে তাই নয়, এসব সমীক্ষা অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক ভাবে পরিচালনা করতে হবে, এবং এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র কমিউনিটির সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে অনুরূপ আহরিত তথ্য একটি সমন্বিত উদ্যোগের ফসল হবে (Co-Produced)। সমীক্ষার ফলাফল/ আহরিত তথ্যাবলী অবশ্যই দরিদ্রদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

গ। এলাকাভিত্তিক দারিদ্র্যের মাত্রা চিহ্নিতকরণ (ম্যাপিং)

নগর দারিদ্র্যের ভৌগলিক মাত্রা সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য এমন একটি দারিদ্র্য মানচিত্রের প্রয়োজন। এই মানচিত্র নগরে দরিদ্র বসতির অবস্থান, মৌলিক পৌর সেবার বিরাজমান অবস্থা , অবকাঠামো এবং দারিদ্র্যের অন্যান্য নিয়ামক সমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। LIUPC কার্যক্রমের মাধ্যমে ময়মনসিংহ দারিদ্র্য প্রোফাইল/পরিলেখ সমাপ্ত হয়েছে। ব্যাপকভাবে পরিচালিত এই কার্যক্রমের প্রথম ধাপে স্বেচ্ছাসেবকেরা নগরের প্রতিটি দরিদ্র বসতির তথ্যাবলি আহরণ করে। এসব তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য পরিলেখ প্রণীত হয়। স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য অংশীজনদের নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে ধারণা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্রমুখী কার্য পরিচালনার ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য এই পরিলেখটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে।

ঘ। নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদানের উপকরণসমূহ

সংক্ষিপ্ত নীতিমালা, পোস্টার এবং সংক্ষিপ্ত প্রকাশনার ধাঁচের রিপোর্টের মত উপকরণ তথ্য প্রচার এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে সচেতনতা তৈরিতে বেশ কার্যকর। যেহেতু স্থানীয় সরকারের এবং বিভিন্ন অংশীজনদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রকম; এ কারণে

সুনির্দিষ্ট তথ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা জরুরি। যেমন, এলাকাবাসী বা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের হয়ত শুধুমাত্র এলাকাভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে, অপরদিকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নগর পরিকল্পনাবিদ, দরিদ্র বসতি উন্নয়ন কর্মকর্তা বা বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে আরো বিশদ তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে। একইভাবে মেয়রের পক্ষে এত বিশদ তথ্য দেখা সম্ভব নাও হতে পারে, তাঁর জন্য সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্টভাবে প্রস্তুতকৃত উপকরণ প্রয়োজন। এ কারণেই সকলের মাঝে নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদানের জন্য নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ও সরঞ্জাম প্রয়োজনঃ

- ওয়ার্ড দারিদ্র্য মানচিত্র;
- নগর পর্যায়ে দারিদ্র্যের মানচিত্র;
- নগর দারিদ্র্য পরিলেখ;
- সংক্ষিপ্ত নোট;
- এলাকাভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র;
- দাতা সমন্বয় কৌশল পত্র।

ঙ। তথ্য প্রচার কর্মসভা

মূল্যায়ন সমাপ্ত হবার পর অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মসভার পূর্বে প্রচার কর্মসভা আয়োজন করা হয়। এই সভার মাধ্যমে আহরিত তথ্যের যথার্থতা যাচাই করা হয়। এখানে অতিরিক্ত তথ্য আহবান করার সুযোগ পাওয়া যায়। এসব কর্মসভায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থার, দারিদ্র্য ফেডারেশনসহ সকল অংশীজনকে আমন্ত্রণ করা আবশ্যক। একটি নগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ নগরবাসীদের সাথে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ হয়। LIUPCP এর আওতায় যেসব তথ্য প্রচার কর্মসভার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছেঃ

- নগর পরিস্থিতি বিষয়ক কর্মসভা;
- নগর দারিদ্র্য সূচক প্রচার বিষয়ক কর্মসভা;
- স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক কর্মসভা;
- এলাকাভিত্তিক নগর দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল বিষয়ক কর্মসভা;
- মহল্লা, সম্পদ এবং নগরের দরিদ্র কমিউনিটির আবাসন ম্যাপিং বিষয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ের কর্মসভা;
- দারিদ্র্য ম্যাপিং এর জন্য অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার কর্তৃক আহরিত তথ্যের যথার্থতা যাচাই ও প্রচারের লক্ষ্যে নগর পর্যায়ের কর্মসভা;
- দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে দাতা সমন্বয় বিষয়ক নগর পর্যায়ের কর্মসভা;
- খালি জমি ম্যাপিং এবং আবাসন মূল্যায়নের বিষয়ে নগর পর্যায়ের কর্মসভা;
- নগর দরিদ্রদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা এবং অবকাঠামোগত সুবিধার মূল্যায়ন বিষয়ক নগর পর্যায়ের কর্মসভা;
- VAWG হ্রাসের মাধ্যমে মহিলা ও বালিকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহীত প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সমূহের প্রভাব বৃদ্ধি এবং টেকসইকরণ বিষয়ক কর্মসভা।

৬.২ সুপারিশ # ২ : নগর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে নীতিমালার কাঠামো প্রণয়নঃ

বেশ কিছু বিষয়ের প্রভাবে স্থানীয় সরকারের দারিদ্র্য সম্পর্কিত ধারণা এবং দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এ সব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে- দূরদর্শিতার অভাব, সহায়তা প্রদান উপযোগী দক্ষ জনবলের অভাব, অসাবধানতা, অংশীজনদের মাঝে সমন্বয়ে নির্দেশনার অভাব, বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা ও কৌশলের অভাব এবং সর্বোপরি কার্যকর দরিদ্রমুখী পরিকল্পনা কাঠামোর অনুপস্থিতি। মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে দরিদ্রমুখী কার্যক্রম গ্রহণের কাঠামো, অর্থ, দক্ষ জনবল এবং দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন পৃষ্ঠপোষণের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতার ঘাটতি বিরাজমান। এ কারণেই স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্রমুখী কার্যক্রমসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত হয় এবং টেকসই না হবার ফলে নগরজুড়ে দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।

প্রবিধান ও উপবিধি প্রণয়নের বিষয়ে স্থানীয় সরকারসমূহের সীমিত এখতিয়ার রয়েছে।, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সিটি কর্পোরেশনসমূহকে জনসেবা প্রদান, লাইসেন্স প্রদান, স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে প্রবিধান এবং উপবিধি (বাই-ল) প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। এছাড়াও নগরে কর্মরত সকল সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের এখতিয়ার সিটি কর্পোরেশনের রয়েছে (উদাহরণ হিসাবে এনজিওদের প্রকল্পের কথা বলা যায়)।

এসব প্রবিধান এবং মেয়রের ক্ষমতাবলে স্থানীয় সরকার দরিদ্রমুখী ভিশন প্রণয়ন, দাতা সমন্বয় কমিটি গঠন, দারিদ্র্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন/ সক্রিয় করা এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করতে পারে। এগুলি সমন্বয়ের মাধ্যমে নগর ব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা যাবে এবং দারিদ্র্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোগ পরিবীক্ষণ করা যাবে। ২ নং সুপারিশে এই প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ক। মেয়রের দরিদ্রমুখী ভিশন গঠন

স্থানীয় সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসের কাঠামো প্রণয়নের প্রথম ধাপ হচ্ছে মেয়রের একটি দরিদ্রমুখী ভিশন প্রণয়ন করা। এই ভিশনটি হবে তাঁর নগরের সামগ্রিক উন্নয়নের ভিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর ভিশন দারিদ্র্য হ্রাসের সেক্টর ভিত্তিক সকল কার্যক্রম ও কৌশলকে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়া ঐ সব প্রকল্প মেয়রের সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনেও অবদান রাখবে। মেয়রের কর্মসুচীতে দারিদ্র্য হ্রাস অন্তর্ভুক্ত থাকায় বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে।

খ। প্রকল্প সমন্বয় বিষয়ক কার্যনির্বাহী দল গঠন

ইতোমধ্যেই নগরে বিভিন্ন দরিদ্রমুখী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি ও স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা এসব দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রম ও প্রকল্পের মাঝে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে; এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয়ের ঘাটতি দৃশ্যমান। সকল প্রকল্পের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্প সমন্বয় বিষয়ক একটি কার্যনির্বাহী দল গঠন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের মাঝে সমন্বয়, নগর দারিদ্র্য হ্রাসের প্রয়োজনের যথাযথ প্রতিফলন, বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা অভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা প্রতিরোধ এবং আশু উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন এমন সব এলাকার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাবে। এই কার্যনির্বাহী দলের নেতৃত্বে থাকবেন মেয়র এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মত স্থানীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ। দারিদ্র্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন/সক্রিয় করা

দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিষয়াবলী স্থানীয় সরকারের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এসব নিয়ে নিয়মিত আলোচনা, পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী কমিটি গঠন করা জরুরি। আইনবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ায় স্থায়ী কমিটি যথেষ্ট গুরুত্ববহন করে। সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে গঠিত হওয়ায় নগর দরিদ্রদের এতে মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ কার্যকর করতে LIUPC সহায়তা প্রদান করবে;

- নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি;
- দারিদ্র্য হ্রাস এবং দরিদ্র বসতি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি;

ঘ। খাত ভিত্তিক কৌশলমালা প্রণয়ন

দারিদ্র্য সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য খাতভিত্তিক নির্দিষ্ট কৌশলমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। যেমন স্থানীয় শ্রম বাজারে দরিদ্র কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিকভাবে স্থানীয় শ্রমবাজারের মূল্যায়নের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে; চিহ্নিত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সকল অংশীজনদের নিয়ে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রম বাজারকে আরো দরিদ্র বান্ধব করা সম্ভব। এ ধরনের খাত ভিত্তিক কৌশল, স্থানীয় সরকারকে নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করে। খাতভিত্তিক কৌশলসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

- ●এলাকাভিত্তিক দারিদ্র নিরসন কৌশল;
- ●দরিদ্রমুখী নগর সহিষ্ণু কৌশল;
- ●দাতা সমন্বয় কৌশল;
- ●স্থানীয় কর রাজস্ব কৌশল;
- ●কমিউনিটি সক্ষমতা উন্নয়ন কৌশল;
- ●স্থানীয় শ্রমবাজার উন্নয়ন কৌশল;
- ●পুষ্টি উন্নয়ন কৌশল;
- ●কমিউনিটি আবাসন উন্নয়ন কৌশল;
- ●দরিদ্রমুখী এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু পৌর অবকাঠামো গঠন বিষয়ক কৌশল।

ঙ। নগর ব্যাপী দরিদ্রমুখী নগর সহিষ্ণুতা কৌশল (PURS)

কার্যকরভাবে দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকারের একটি দরিদ্রমুখী নগর সহিষ্ণুতা কৌশল থাকা উচিত। এ ধরণের কৌশল অগ্রাধিকারভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে নগরব্যাপী দারিদ্র্য ও জলবায়ু বিপদাপন্নতা মোকাবেলার উপযোগী হবে। এটি মেয়র, স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, নগর পর্যায়ের অন্যান্য সংগঠন কর্তৃক সমীক্ষিত ও অনুমোদিত হবে এবং অবশ্যই নগর দরিদ্র সংগঠনসমূহের ফেডারেশন এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকবে।

৬.৩ সুপারিশ # ৩ : নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধিঃ

মূল্যায়নে দারিদ্র্য মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের দক্ষতা এবং সক্ষমতার যে ঘাটতি প্রকাশ পেয়েছে তা যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরসন সম্ভব। নগরের দরিদ্র কমিউনিটির সাথে কাজ করার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে এসব প্রান্তিক কমিউনিটির স্থানীয় সরকারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার অভাব এবং প্রকল্প পরিকল্পনা প্রভাবিত করার মত কারিগরি জ্ঞানের ঘাটতি। এছাড়া নগরের দরিদ্র কমিউনিটি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার সাথে অন্যান্য নাগরবাসীর সমস্যার কোন সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের অবশ্যই দরিদ্র কমিউনিটির পরিস্থিতি এবং প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের আলোচনার সুযোগ করে দিতে হবে; আলোচনার মাধ্যমে তাদের বাস্তবতার সাথে মানানসই সমাধান দিতে হবে, প্রয়োজনে অপ্রচলিত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের সমস্যার কার্যকর সমাধান দিতে হবে।

স্থানীয় সরকার মূলত দারিদ্র্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত পাঁচটি ক্ষেত্রে নগরের দরিদ্র কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করবেঃ
১। পরিকল্পনা এবং সুশাসন; ২। কমিউনিটি সংগঠিতকরণ; ৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন; ৪। আবাসন এবং জমির ব্যবহারস্বত্ব নিশ্চিতকরণ; ৫। দরিদ্রমুখী অবকাঠামো। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থানীয় দারিদ্র্যে বাস্তবতা, দারিদ্র্যে হ্রাসের কার্যকর কৌশল এবং নীতিমালা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। এই সব স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এছাড়াও দক্ষ যোগাযোগ, মতবিনিময় উৎসাহিতকরণ, কমিউনিটি ম্যাপিং এর মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দক্ষতাসমূহ স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের থাকা প্রয়োজন।

নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য বিশেষায়িত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে না। মূলত তিন ভাবে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ
অ। কর্মসভা;
আ। প্রশিক্ষণ মডিউল;
ই। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা।

কর্মসভায় অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন বিষয় ও উদ্যোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হতে সরাসরি শিখতে পারবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে নগর দারিদ্র্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সুনির্দিষ্ট কারিগরি নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ প্রস্তুত করা হবে। মডিউলসমূহ পাঠ করার জন্য বিতরণ করা যাবে অথবা প্রশিক্ষণের সম্পূরক উপকরণ হিসেবে প্রশিক্ষণ অধিবেশনে ব্যবহার করা যাবে। অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণে সরাসরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত পূর্ণাঙ্গ মডিউলসমূহ প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদ, অর্থ শাখার জন্য বিশেষায়িত কারিগরি প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে আরো সময়ের প্রয়োজন। স্থানীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের এসব প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে পারে। মডিউল প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অর্থসংস্থানের প্রয়োজন। GIS প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র উপযুক্ত সফটওয়্যার থাকলেই কার্যকরী হবে যার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। আপাতত এটি স্থগিত রাখা যেতে পারে।

৬.৪. সুপারিশ # ৪ : দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করা ঃ

সফলভাবে নগর দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্য দরিদ্রদের বাসস্থানের উন্নয়ন, তাদের বসতিতে মৌলিক সেবা প্রদান এবং যথাযথ অবকাঠামো গঠন করতে হবে। এর জন্য বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশন সমূহের আর্থিক সক্ষমতা অপ্রতুল। দরিদ্র বসতির উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য পৌরসভার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা উচিৎ । কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা

হ্রাস এবং স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের উচিৎ নিজেস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বন করা এবং নিজেস্ব উৎসের আয়সহ অন্যান্য উৎসের আয় হতে দারিদ্র্য হ্রাস উপযোগী প্রকল্পে বিনিয়োগ করা। এই লক্ষ্যে কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

ক) রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা

এ সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায় খাতে উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। এই সিটি কর্পোরেশন অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য জাতীয় সরকারের থোক অনুদানের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড়া নিজেস্ব রাজস্বের অন্যান্য উৎস হতে অতি সামান্য রাজস্ব আদায় হয়। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের উচিত জিআইএস প্লাটফর্মের ভিত্তিতে হোল্ডিং এর জন্য একটি হাল নাগাদ তথ্য ভাণ্ডার গড়েতোলা, এটি হবে একটি গতিশীল তথ্য ভাণ্ডার। মাঠ পর্যায়ের আহরিত তথ্যের সঙ্গে জিআইএস ম্যাপের তথ্য মিলিয়ে নতুন নতুন ভবন ও ভূসম্পদ কর নেটের আওতাভুক্ত করা যাবে; বহুতল দালানের ক্ষেত্রে প্রতিটা ফ্লোরের পৃথক তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে যা যথাযথ কর নির্ধারনে সহযোগিতা করবে।

রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আনয়নের জন্য আরো কিছু সুপারিশ

- বৈধভাবে দরিদ্র কমিউনিটিকে চিহ্নিত করে তাদেরকে মিউনিসিপাল সেবার আওতায় আনতে হবে এবং এ ধরনের সেবা থেকে রাজস্ব আদায় করতে হবে;
- দরিদ্র কমিউনিটির কাছে স্বল্প মূল্যে সেবা পৌঁছানোর ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কমিউনিটির নেতৃত্বকে (যেমন সিডিসি, ক্লাস্টার, বা নগর ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন কাজে লাগাতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দরিদ্র কমিউনিটির বসতি এলাকা থেকে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও মাধ্যমিক স্টেশনে পরিবহন ব্যাবস্থাপনার জন্যে নতুন করে লোকবল নিয়োগ দেবার পরিবর্তে স্থানীয় সরকার সিডিসি/ক্লাষ্টারকে ঐ কমিউনিটির ভেতর থেকেই লোকবল নিয়োগের দায়িত্ব দিতে পারে। কমিউনিটির নেতৃস্থানীয়রা এই সেবা প্রদান বাবদ সেবা গ্রহণকারীর বসতবাড়ি থেকে প্রতি মাসে ধার্য ফি আদায় করবেন এবং সিটি কর্পোরেশনের হিসাবে জমা করবেন। কমিউনিটিকে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের সিটি কর্পোরেশন পারিশ্রমিক প্রদান করবে।

খ) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন

যদিও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আইনের ধারা অনুসরণ করে বাজেট প্রণয়ন করে। বাজেট বিশ্লেষণে বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যা সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় এই সিটি কর্পোরেশনের দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে এবং তারা প্রাপ্ত তথ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ ব্যয়ের যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে পারদর্শী নয়। যেহেতু দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত সেহেতু বাস্তবমুখী বাজেট প্রণয়নের জন্যে সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া গতিশীল করার জন্য আরো কিছু সুপারিশঃ

- নগরের বাৎসরিক বাজেট দারিদ্র্যের মাত্রার ভিত্তিতে বভিন্ন ওয়ার্ডের বরাদ্দ করতে হবে। এলআইইউপিসি(LIUPC) এর আওতায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নগরের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র (ওয়ার্ড অগ্রাধিকারভিত্তিক) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কৌশল পত্রের সহায়তা নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডসমূহে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
- ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং দরিদ্র বসতি উন্নয়ন কমিটিকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কোথায় বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং কত বিনিয়োগ প্রয়োজন খুঁজে বের করার কাজে সংযুক্ত করতে হবে;
- দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রতি বছর বৃদ্ধি করতে হবে। সেক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের বাজেট প্রকৃতপক্ষে প্রগতিশীল দরিদ্রমুখী বাজেট হিসাবে পরিগণিত হবে;
- দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের শতভাগ যেন শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত প্রকল্পে ব্যয় করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে;
- মধ্য-বার্ষিকী সংশোধিত বাজেট এবং বছর শেষের প্রকৃত সমন্বিত বাজেট স্থানীয় সরকারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, এর ফলে বরাদ্দ অর্থ কতটা ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে এবং বর্তমান বছরের ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য ব্যয় সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

গ) মিউনিসিপাল তথ্য ভাণ্ডারের উন্নতিসাধন

তথ্য ভাণ্ডার একটি সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন তথ্যভাণ্ডারের উন্নতিসাধনকল্পে নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেঃ

- কর বিভাগে কর্মরত মূল্যায়নকারী ও কর সংগ্রহকারী উভয়ের জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- কর নিরূপণ ও কর সংগ্রহের প্রক্রিয়া শতভাগ অনলাইন (স্বয়ংক্রিয়) হতে হবে; এর ফলে করদাতাদের নির্ভরযোগ্য তালিকা পাওয়া যাবে এবং করদাতাদের প্রারম্ভিক কর প্রদানের তথ্য সংরক্ষিত হবে;
- উন্নত মিউনিসিপাল তথ্য ভাণ্ডার সৃজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল দিতে হবে।

ঘ) আর্থিক ব্যাবস্থাপনার উন্নয়ন

আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে নিরীক্ষা, হিসাব, ক্রয় ইত্যাদি এবং সে সমস্ত ক্ষেত্র যেখান থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে আস্থা অর্জনের মাধ্যমে অর্থ আদায়ে সাফল্য পেতে পারে। সিটি কর্পোরেশনের দুর্বলতম ক্ষেত্র হচ্ছে এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা। অর্থ আয় ও ব্যয়ের সঠিক রের্কড না থাকায় পৌরসভার পক্ষে অর্থ সংস্থান এবং ব্যয় কোথায় হচ্ছে তার হিসাব রাখা দুষ্কর। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কল্পে কিছু সুপারিশ নিচে দেওয়া হলঃ

- মিউনিসিপাল হিসাবের নিয়মিত নিরীক্ষা করতে হবে;
- হিসাব ও অর্থ শাখার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারন করে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- নগর কর্তৃপক্ষের সকল আয়, ব্যয়, কর নিরূপণ ও কর আদায় কার্যক্রম কম্পিউটার ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদানের জন্যে অন্য এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে করে উক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিভাবে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা করে সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন "আর্থিক ব্যবস্থাপনা একাডেমী (ফিমা)" এর পরিচালিত বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে। আর্থিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মানসম্মত দলিল তৈরি করা আছে যা অন্য সিটি কর্পোরেশন তাদের অর্থ শাখার কর্মচারিদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। সিটি কর্পোরেশনের বিরাজমান জনবলের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্টদের নিম্নরূপ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের বিষয়	যারা প্রশিক্ষণ নিবেন	ম্যানুয়াল
১	রাজস্ব আদায় গতিশীল করা	কর মূল্যয়নকারী, লাইসেন্স কর্মকর্তা, বাজার কর্মচারী	হোল্ডিং কর ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, কর মূল্যায়ন ও সংগ্রহের নির্দেশিকা, সম্পদ রেজিস্টার নির্দেশিকা।
২	বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন	হিসাব বিভাগের কর্মচারী	বৃদ্ধি ভিত্তিক হিসাব, বাজেট প্রণয়ন ও আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা, হিসাব ম্যানুয়াল, পৌরসভার হিসাব সংক্রান্ত অভিন্ন তালিকা।
৩	আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	হিসাব বিভাগের কর্মচারী	ক্রয় ম্যানুয়াল, আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল।

৬.৫ সুপারিশ # ৫ মৌলিক সেবা এবং অবকাঠামোতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করাঃ

দরিদ্র বসতি এবং স্বল্প আয়ের কমিউনিটির বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেখানে মৌলিক সেবা সম্প্রসারণ এবং বসতি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার দরিদ্র কমিউনিটির জীবন মান উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য স্থানীয় সরকারকে দরিদ্রমুখী অভিগমন অনুসরণ করতে হবে। শহরের দরিদ্র বসতিসমূহের অবস্থা জরিপের মাধ্যমে যে যে এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন সেবা প্রয়োজন তা বের করে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কমিউনিটি পর্যায়ের বাসিন্দাদেরও এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তারা ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর সাথে একযোগে কাজ করে নিজেদের অবকাঠামো সংক্রান্ত প্রয়োজন শনাক্ত করবে। তারা স্ব স্ব প্রস্তাব ওয়ার্ড এবং নগর পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করবে; প্রস্তাবনার প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার ব্যাখ্যা করে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে তারা সম্পদের বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারে। নিয়মানুগ পদ্ধতিতে মৌলিক সেবা এবং অবকাঠামোতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কয়েকটি সুপারিশ নিম্নে প্রদত্ত হল। সুপারিশসমূহ একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতিগত কৌশলপত্র যার মূলে রয়েছে বিরাজমান অবকাঠামোর পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ, এলাকাবাসীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রয়োজন নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু বিপদাপন্নতার সঠিক উপলব্ধি এবং দরিদ্রমুখী অবকাঠামোতে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে শহর-বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

ক) ম্যাপ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার এর ব্যবহার

কমিউনিটি ম্যাপিং এর জরিপ, ওয়ার্ড পর্যায়ের ম্যাপ, শহর ভিত্তিক ম্যাপ এবং পরিবার ভিত্তিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ মূলত শহর বিস্তৃত দারিদ্র্য সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির শক্তিশালী উৎস হিসাবে কাজ করে। ইতোমধ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রাপ্ত উপাত্ত সমন্বয় ও বিশ্লেষণ করে দারিদ্র্যের ঘনত্ব ও সার্বিক পরিস্থিতি নিরূপণ করা হয়েছে এবং বিষয়ভিত্তিক ম্যাপ (নগর দারিদ্র্য সূচক ও অবকাঠামো সূচক) প্রস্তুত করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন এলাকায় কি ধরনের সেবা দিতে হবে তা এগুলি নির্দেশ করবে। দারিদ্র্য হ্রাসে গৃহীতব্য পদক্ষেপের ধরণ ও অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের জন্য এ সমস্ত ম্যাপ ও তথ্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ নগর কর্মকর্তাবৃন্দের ব্যাবহার করা উচিত। ম্যাপ এবং দারিদ্র্য সূচক বস্তুত কোন এলাকা সবচেয়ে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অথচ সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তা নির্দেশ করে এবং এসব এলাকাই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত।

খ) সকল দরিদ্র কমিউনিটির জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (সিএপি)

নগর কর্মকর্তারা দরিদ্র কমিউনিটিকে ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর মাধ্যমে "কমিউনিটি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (সিএপি)" প্রণয়নের জন্য উৎসাহ প্রদান করবে। সিডিসি'র আহ্বানে দরিদ্র কমিউনিটি একত্রিত হয়ে জরিপ ও আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামোগত প্রয়োজনের তালিকা প্রস্তুত করবে। এ সমস্ত সিএপি ওয়ার্ড ও নগর কর্তৃপক্ষকে দরিদ্র কমিউনিটির অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রয়োজনের তালিকা সরবরাহ করে। এই তালিকা অর্থ বরাদ্দ কোথায় প্রয়োজন সে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সামগ্রিক দারিদ্র্যের ভিত্তিতে প্রয়োজন চিহ্নিত করার জন্য এবং মৌলিক সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নের সরকারি পরিকল্পনার সাথে কমিউনিটি প্রয়োজনের সমন্বয় সাধনের জন্য নগর পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করতে হবে।

গ) জলবায়ু পরির্বতনের বিপদাপন্নতা এবং সহনশীলতা (Resilience)

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা নিম্ন আয়ের মানুষের সেবা প্রাপ্তির সুযোগকে ব্যহত করে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। দরিদ্র কমিউনিটির জলবায়ুর বিপদাপন্নতা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্যক ধারণা থাকতে হবে, যার প্রারম্ভ হবে জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ (সিসিভিএ) এর মাধ্যমে। তবে অন্যান্য নাগরিক অংশীজন (মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) এবং নিম্ন আয় কমিউনিটির মধ্যে জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদাপন্নতা সম্পর্কে (উদাহরণস্বরূপ বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভূমিধ্বস এবং ভূমিক্ষয়) বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে; দেখাতে হবে কি ভাবে এসব তাদের জীবন এবং অবকাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এ ধরণের স্পষ্ট ধারণা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীতে জলবায়ু সহিষ্ণু মিউনিসিপাল অবকাঠামো অর্থায়ন (সি আর এম আই এফ) এর অধীনে বড় মাপের অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে; যা ক্ষতিগ্রস্তদের নগরে অধিকতর টেকসই অবকাঠামো সুবিধা দিতে পারবে। এটা শুধুমাত্র তখনি সম্ভব হবে যখন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবার অধিকতর ঝুকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিকরণসহ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্যে কি ধরনের প্রকল্প প্রয়োজন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকবে এবং তদনুযায়ী অর্থ বরাদ্দের জন্যে জাতীয় সরকারের কাছে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা পেশ করতে পারবে।

ঘ) অবকাঠামো উন্নয়নে ওয়ার্ডের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া

কি ধরনের অবকাঠামো উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন তা সহজে বুঝতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নগর ভিত্তিক ম্যাপ এবং তথ্য থাকা প্রয়োজন। নগর দারিদ্র্য সূচক এবং অবকাঠামো সূচক এর মাধ্যমে প্রতিটা ওয়ার্ডে কোন এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য প্রয়োজন তার অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন সম্ভব। এই তালিকা অনুসারে মৌলিক সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। এছাড়া বিনিয়োগের উৎস খুঁজে বের করার জন্যেও এসব তথ্য ব্যাবহার করা যায়। নিজেস্ব রাজস্ব আদায়ে স্থানীয় সরকারকে সক্রিয় হতে হবে কারণ তা পুনঃবিনিয়োগ যোগ্য। নাগরিকদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে এবং আরো বড় অবকাঠামোতে বিনিয়োগের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে অর্থ সংস্থান খুঁজে বের করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অর্থ খরচের জন্য অর্থের যোগান প্রয়োজন, আর এজন্য সম্ভাব্য অর্থের সংস্থান খুঁজে বের করতে সপ্রতিভ হতে হবে।

৬.৬ সুপারিশ # ৬ অংশগ্রহণমূলক দরিদ্রমুখী নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন উৎসাহিত করাঃ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য বহু-অংশীজন ভিত্তিক জনসংযোগের মঞ্চ/প্লাটফর্ম প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার সেখানে উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এ পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার জন্য এ ধরণের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মঞ্চ গঠনের রূপরেখা দেয়া আছে। ফলে দরিদ্রমুখী উদ্যোগের ব্যপারে বিষয় ভিত্তিক আলোচনার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরির করা সম্ভব। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আবর্তে নগরের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে একাধিক মঞ্চ/প্লাটফর্ম সৃজন ও লালন করা যেতে পারে।

ক) স্থায়ী কমিটি গঠন বা চালুকরণ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট (সুপারিশ #২) বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর করার নির্দেশ রয়েছে; প্রত্যেকটি কমিটিকে এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। এই কমিটিগুলোর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন । আইন অনুযায়ী দরিদ্র বসতি বিষয়ক পৃথক স্থায়ী কমিটি গঠন অবশ্যক নয়। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে; কমিটিগুলি নিয়মিত সভায় মিলিত হয়।

খ) ওয়ার্ড পর্যায়ের পরিকল্পনায় উৎসাহ প্রদান এবং অংশগ্রহণ

টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াকে আনুষ্ঠানিকীকরণ অত্যাবশ্যকীয়। বাংলাদেশসহ (ইউপিপিআর এর অধীন) দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ক্লাস্টার এবং নগর পর্যায়ে কমিউনিটি দলসমূহের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। সকল পর্যায়ের দলের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তারা দরিদ্র কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করেন। এ ধরণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দলের সাথে কাজের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ভাল হবে যা নগরের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করবে। আমাদের সুপারিশ হল ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন "কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি" (CDC) ও তাদের নগর পর্যায়ের ফেডারেশনকে ওয়ার্ড পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়ায় কাউন্সিলরের মাধ্যমে অংশ নিতে উৎসাহিত করবে।

ঘ) টাউন/ সিটি ফেডারেশন এর সাথে নিয়মিত শুনানির ব্যবস্থা

মেয়র ও নগর কর্মকর্তাদের সাথে টাউন ফেডারেশন সমূহের নিয়মিত সভার আয়োজন করতে হবে। এই ধরনের সভা উদ্ভূত সমস্যা ও জনগণের প্রয়োজন বুঝতে স্থানীয় সরকারকে সাহায্য কররে। এই লক্ষ্যে টাউন ফেডারেশন সমূহকে কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে।

● বিভিন্ন প্রকল্পের নগর ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে মেয়র, নগর কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিলর এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। নারায়নগঞ্জের সবচেয়ে বৃহৎ দারিদ্র্য হ্রাস প্রকল্প এলআইইউপিসি (LIUPC); এ প্রকল্পের একটি নগর স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি নগর প্রকল্প বোর্ড রয়েছে। মেয়র এই উভয় ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সভাপতি; তিনি সিডিসি, ক্লাস্টার এবং ফেডারেশন এর মত কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দারিদ্র্য হ্রাস সংশ্লিষ্ট কাজ করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন।

ওয়ার্ড কমিটি অংশগ্রহণমূলক বাজেট তৈরিতে পারদর্শিতা অর্জন করলে সিটি কর্পোরেশন লাভবান হবে। সিটি কর্পোরেশন তাদের এই দক্ষতা কাজে লাগাতে পারবে। । অংশগ্রহণমূলক বাজেটিং শুধু প্রয়োজনের পূর্বাভাসই প্রদান করে না, এটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন, নগরীর উপকণ্ঠের চিহ্নিত সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদানেরও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সহায়তায় ওয়ার্ড কমিটি বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে নেতৃত্ব দিবে। বাজেট তৈরি অনুশীলনে ক্লাস্টার পর্যায়ের ফেডারেশন অংশগ্রহণ করবে। তাদের মাধ্যমে তৃণমূল দরিদ্র কমিউনিটির সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হবে। তারা তৃণমূলের সমস্যা ও প্রয়োজন তুলে ধরবে। সুতরাং বাজেট তৈরি হবে মূলত ওয়ার্ড ভিত্তিক সমন্বিত বাজেট প্রস্তাবনার উপর নগর পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে। প্রাপ্ত অর্থ স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার মাধ্যমে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিলে সবার মধ্যে বাজেট বিষয়ে সচেতনতা ও অধিকারবোধ বাড়বে। প্রতিটা পদক্ষেপে দরিদ্র কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত গুরুত্বসহকারে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৬.৭ সুপারিশ # ৭ : নীতি নির্ধারণী বিষয়ে জাতীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক

স্থানীয় সরকার বর্তমানে যে আইন ও বিধিবদ্ধ পরিবেশে কাজ করে তা নিয়ে আইএফসিএ আলোচনা করেছে। জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা দ্বারা প্রণীত আইনি ও বিধিবদ্ধ কাঠামোর আওতায় থেকে স্থানীয় সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন, সেবা প্রদান ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। তাদের অধিক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের যেসব দপ্তর/সংস্থা রয়েছে সেগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নকশা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের কোন ভূমিকা নেই। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ শর্তসাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশন কে নির্দিষ্ট কিছু সেবা প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছে। শর্তটি হচ্ছে, প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সিটি কর্পোরেশন ঐ সব সেবা প্রদান করবে। সুতরাং স্থানীয় সরকারের আর্থিক সঙ্গতির সাথে তাদের সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি ও পরিধি সরাসরি সম্পৃক্ত। অর্থের সংকুলান না হওয়ায় বা প্রান্তিক এলাকায় বসবাসের কারণে নিম্ন আয়ের কমিউনিটি সেবা পরিধির বাইরে থাকার ঝুঁকির

মধ্যে রয়েছে। যদিও স্থানীয় সরকার মাঝে মধ্যে দরিদ্রমুখী সেবা কর্মকাণ্ড হাতে নিয়ে থাকে তবে সেগুলো মূলত দাতা সংস্থা নির্ভর প্রকল্প।

এধরণের কর্মকাণ্ড/উদ্যোগকে পরিপূর্ণ ও টেকসই করার জন্যে জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রচারণা প্রয়োজন ঃ

● এলআইইউপিসি (LIUPC)/ অন্যান্য চলমান প্রকল্পের অংশ হিসেবে দাতারা স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইনের কোথায় কি ধরনের ফাঁক রয়েছে তা খুঁজে বের করবে। পরবর্তীতে এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আইন সংশোধনের প্রস্তাব প্রস্তুত করে জাতীয় সরকারের বিবেচনার জন্যে তুলে ধরবে;

● বাংলাদেশের জন্যে একটি দরিদ্র বসতি বিষয়ক নীতিমালা তৈরি করা। যদিও নীতিমালার আইনি সুরক্ষা নেই তবে এটি স্থানীয় সরকারকে নগর দরিদ্র কমিউনিটির উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

●নগর দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা। কারণ নগর দরিদ্র কমিউনিটির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া পল্লী দরিদ্র কমিউনিটির থেকে পৃথক। কর্মশালার প্রভাব কম হলেও তা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

- স্থানীয় সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে সিটি কর্পোরেশন নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রচারণা চালাতে পারেঃ
  - জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের রাজস্ব খাত কে সুরক্ষিত করা;
  - মিউনিসিপাল আইন বিভিন্ন কর ও চার্জের হারের বন্ধনী নির্ধারণ করবে, বন্ধনীর মধ্যে কর পরিমার্জন করার জন্যে জাতীয় সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবেনা;
  - জাতীয় সরকার হতে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে শর্তযুক্ত বা শর্তমুক্ত তহবিল স্থানান্তরের লক্ষ্যে সূত্র ভিত্তিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।